শোভা সিংহ।

[ঐতিহাসিক উপন্যাস]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

জ্যৈষ্ঠ সন ১৩১১ সাল   মূল্য ১।০ দেড় টাকা [illegible]

Calcutta :

PRINTED BY H. L. MUKHERJEE
AT THE
MOKHADA PRESS,
6, Ram Hurry Ghose's Lane, Champatala,
AND
PUBLISHED BY GURUDASS CHATTERJEE,
201, Cornwallis Street.

উৎসর্গ পত্র।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ

শ্রীবিজয়চাঁদ মহতপ্

বাহাদুরের করকমলে

এই "শোভা সিংহ" উপন্যাস

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত

হইল।

—০—
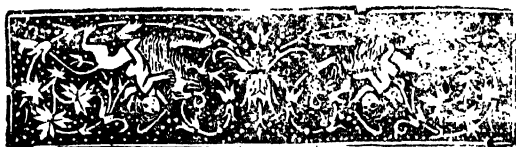
শোভাসিংহ।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান প্রদেশের চেতোয়া ও বর্দ্দা নামক গ্রামদ্বয়ের প্রান্তভাগে হিংস্র জন্তুসমাকুল এক বিস্তৃত অরণ্য। তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া বহু কাল ধরিয়া এই অরণ্য বিরাজ করিতেছে। নানা জাতীয় প্রকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণী যেন পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং অনেক স্থলে দিবাভাগেও সূর্য্যালোক প্রবেশ পথ রুদ্ধ। বন্যপশুপক্ষীর কণ্ঠস্বর ভিন্ন অন্য শব্দ নাই। কোথাও বৃক্ষশাখা ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছে—কোথাও বা সুপক্ক ফল সকল বৃক্ষতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে। অরণ্য জনমানব শূন্য। সুতরাং পশুপক্ষী ভিন্ন সে ফল উপভোগ করিবার লোকও নাই।

এক স্থলে একটী প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ। এ বৃক্ষ যে কত কালের

তাহা ইহার ব্যাপকতা শক্তির দ্বারা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শাখা প্রশাখা হইতে যে সকল ঝুরি নামিয়াছে, সে গুলিও যেন একএকটি বৃক্ষে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এই বটবৃক্ষতলে এক যুবক বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। যুবক মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"এই সেই বটবৃক্ষ। এরূপ নির্জ্জন স্থানে গুরুদেব আমায় অপেক্ষা করিতে আজ্ঞা করিলেন কেন? নিশ্চয় কোন গোপনীয় পরামর্শ আছে। বর্দ্ধমান রাজকুমারীর কথা কি? সেই কথাই ত এখন আমার মনে রাত্রদিন জাগিতেছে। কি অপমানিতই হইয়াছি। এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে না পারিলে, আমি কিছুতেই আর স্থির হইতে পারিতেছি না। কেবল কি প্রতিশোধ? ছলে বলে কৌশলে—যেরূপে পারি—মানকুমারীকে হস্তগত করিতেই হইবে। আমি কিসে বর্দ্ধমান রাজকুমারীর অনুপযুক্ত? তাঁরা কপূর ক্ষত্রিয়, আমরা না হয় সেঠ ক্ষত্রিয়—তাঁরা সবে তিন চারি পুরুষ এ দেশে আসিয়াছেন, আমরা না হয়—দশ পোনের পুরুষ এ দেশে আসিয়া বাস করিতেছি। গুরুদেবের মুখে শুনিয়াছি—মানকুমারী নাকি বীরের পূজা করে। সে সুযোগ যদি উপস্থিত হয়, সে পরিচয় আমিও দিতে পশ্চাৎপদ হইব না। সেই একবার মাত্র কালীমন্দিরে দেখিয়াছি—আর একবার দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করে। আহা—কি রূপ! মানকুমারীকে মাত্র সুন্দরী বলিলে তার সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্যের যেন অপমান করা হয়। সুন্দরী এ সংসারে অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী ত্রিভুবনে বোধ হয় আর নাই।"

যুবক এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময় তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—"বৎস্য, শোভাসিংহ!"

যুবকেরই নাম শোভাসিংহ। শোভা সিংহ চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে গুরুদেব—শঙ্কররাম! কোথা হইতে কিরূপে তিনি হঠাৎ সম্মুখে আসিলেন—তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া শোভাসিংহ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শঙ্কররাম কহিলেন—"বৎস্য, আমি কোন গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্য, এরূপ নির্জ্জন স্থানে তোমায় আহ্বান করিয়াছি।"

শোভা সিংহ করযোড়ে অতি বিনীতভাবে কহিলেন—"কি কারণ আহ্বান করিয়াছেন, অনুমতি করুন। এ দাস প্রভুর আজ্ঞাপালনে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

শঙ্কর। বিষয়টি বড়ই গুরুতর। এরূপ গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তুমি কতদূর প্রস্তুত, এখনই তার মীমাংসা হইবে। শোন বৎস্য, তোমার শিক্ষা এতদিনে শেষ হইয়াছে। এইবার তোমার পরীক্ষার সময়। তুমি বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছ,—তোমার অধীনস্থ প্রজাবর্গই বা কিরূপ শিক্ষিত হইয়াছে—এই বার তার পরীক্ষা দাও।

গুরুদেবের কথায় শিষ্য বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে সুযোগ উপস্থিত না হইলে, কি রূপে সে পরীক্ষা দিব গুরুদেব? দেশে ত এখন কোন যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত নাই।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুরুদেব কহিলেন—"যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত নাই সত্য, কিন্তু এখন দেশের অবস্থা যে কিরূপ—সে

কথাটা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ শোভাসিংহ? এখন সেই প্রজাবৎসল সমদর্শী আকবরের দিল্লীর সিংহাসন অত্যাচারী, হিন্দুদ্বেষী, আরেঙ্গজেব কলঙ্কিত করিয়াছে। মোগল সম্রাটের সে অতুল ক্ষমতা,—অসীম প্রভুত্ব এখন আর নাই। বাঙ্গালার বর্ত্তমান নবাব নাজীম ইব্রাহীম খাঁ এখন এক প্রকার স্বাধীন। স্বাধীন বটে, কিন্তু সেও অকর্ম্মণ্য, ভীরু, দুর্ব্বল। রাজনীতি বল—শাসননীতি বল—সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—আপনার খেয়ালে আপনি উন্মত্ত। সুযোগ এইত উপযুক্ত বৎস্য। ইহা অপেক্ষা উপযুক্ত সুযোগ আর কবে ঘটিবে?

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শোভাসিংহ উত্তর করিলেন—"গুরুদেব, আপনার উদ্দেশ্য যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয়—সুযোগ উপযুক্ত বটে, কিন্তু আমি কি আপনার সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত?"

উত্তেজিতকণ্ঠে গুরুদেব উত্তর করিলেন—"সম্পূর্ণ উপযুক্ত। এই যে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতেছ, কোথা হইতে এত বড় প্রকাণ্ড বৃক্ষের উৎপত্তি—একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। অতিক্ষুদ্র পরমাণুতুল্য একটি বীজ—সেই বীজ হইতে এই মহান মহীরুহের উৎপত্তি নয় কি? অবশ্য এক দিনে হয় নাই সত্য, কিন্তু চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে এরূপ অসম্ভব ঘটনাও ত প্রতি নিয়ত সম্ভব হইতেছে। বৎস্য, এ পৃথিবীতে কেহই অনুপযুক্ত নয়—চেষ্টা, যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে অনুপযুক্তও উপযুক্ত হইয়া থাকে। তোমার সে চেষ্টা—সে যত্ন—সে অধ্যবসায় আছে কি?"

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"গুরুদেব, আমার বল ভরসা সকলই আপনি। যে পথে লইয়া যাইবেন, আমি সেই পথেই যাইব।"

শঙ্কর। তবে শোন বৎস্য—আমার কথা শোন। সম্প্রতি বিদেশী শত্রুর ভয়ে আমি বড় ভীত হইয়াছি। বাঙ্গালায় পর্টুগীজ দস্যুর প্রভুত্ব ধ্বংশ হইয়াছে বটে, কিন্তু শনৈঃ শনৈঃ ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ ফিরিঙ্গীরা কেমন অল্পে অল্পে ধীরে ধীরে এ দেশে আপনাপন প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে—লক্ষ্য করিয়াছ কি? যদি বর্ত্তমান এ সুযোগ নষ্ট হয়, তবে শত বৎসর পরেও আমার উদ্দেশ্য আর সফল হইবে না। এই ফিরিঙ্গীরাই শেষে আমাদের এই সোণার বাঙ্গালার রাজা হইয়া বসিবে। বৎস্য, এই চিন্তায় আমি বড়ই কাতর—বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। বুঝি বা আমার উদ্দেশ্য বিফল হয়।

তখন গুরুদেবের মুখের প্রতি আগ্রহের সহিত চাহিয়া শোভা সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার উদ্দেশ্য কি—একবার স্পষ্ট করিয়া বলুন—গুরুদেব।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে গুরুদেব তখন উত্তর করিলেন—"আমার উদ্দেশ্য ভারতে হিন্দুরাজ্যের পুনস্থাপন।"

সেই নিস্তব্ধ সমগ্র অরণ্যানী কম্পিত করিয়া গুরুদেবেরকথার তখন প্রতিধ্বনি হইল—"ভারতে হিন্দু রাজ্যের পুনস্থাপন!"

শোভা সিংহ সে প্রতিধ্বনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! তখন গুরুদেব বিস্মিতকণ্ঠে পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"এ কি! তুমি শিহরিয়া উঠিলে যে! আমি তোমার দ্বারাই সেই মহান উদ্দেশ্য সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। আমায়

নৈরাশ্যসাগরের অতলজলে নিমজ্জিত করিও না। জন্মভূমির সেবার জন্যেই আমার এ জীবনধারণ—জন্মভূমির উদ্ধারই আমার এ জীবনের একমাত্র ব্রত; আর তুমিই আমার সে ব্রত সাধনের একমাত্র আশাভরসা। এ কথা শুনিয়া তোমাকে শিহরিতে দেখিয়া আমার প্রাণটাও শিহরিয়া উঠিয়াছে। তবে তোমার একার দ্বারা এ কার্য্য সাধন কথনই হইতে পারে না। বাঙ্গালায় তোমা অপেক্ষা আরো অনেক ক্ষমতাশালী জমীদার আছেন। সেই সকল ক্ষুদ্র শক্তিকে একত্রিত করিয়া আমি এমন একটা মহাশক্তির সৃষ্টি করিব সংকল্প করিয়াছি—যে শক্তির প্রভাবে দিল্লীর সিংহাসনও কম্পিত হইবে। সংখ্যার নিয়ম অনুসারে প্রথমে 'এক' চাই। পরে এই 'একের' উপর যত 'শূন্য' বসাইবে, ততই সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে। বৎস্য, সংখ্যাবৃদ্ধির বা বল-সঞ্চয়ের তুমিই আমার সেই 'এক।'

শোভা সিংহ সে কথায় বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"গুরুদেব, আপনার এ অনুগ্রহে আমি ধন্য হইলাম। তবে আমি ক্ষুদ্র যন্ত্র মাত্র, আপনি সেই যন্ত্রের চালক।"

শঙ্কর। শোন বৎস্য—সে বলসঞ্চয় করিতে হইলে প্রথমে দলপুষ্টি করা আবশ্যক। এ অঞ্চলের জমীদারগণের মধ্যে প্রথমে বর্দ্ধমানরাজকে আমাদের দলভুক্ত করিতে হইবে। একের গায়ে প্রথম শূন্য বসিবে—বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়। কৃষ্ণরামের সৈন্যবল অধিক না থাকুক, কিন্তু অর্থ বল যথেষ্ট আছে। এ কার্য্যে অর্থ বলই সর্ব্ব প্রথম আবশ্যক। আমার দ্বিতীয় বলসঞ্চয়ের চেষ্টা হইবে—কৃষ্ণনগর অধিপতি রাজা রামকৃষ্ণ রায়। এই তিন শক্তি একত্রিত হইলেই তখন আর

অন্য শক্তিসঞ্চয়ে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। বিষ্ণুপুর, নাটোর, দিনাজপুর ও অন্যান্য শত শত ছোটবড় শক্তি তখন আপন হইতেই আমাদের দলকে পুষ্ট করিবে।

শোভা। কিন্তু আপনার প্রথম চেষ্টা সফল হইবে কি না—সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। আমার প্রতি বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়ের মনোভাব বড় আশাপ্রদ নয়। সম্প্রতি তিনি আমার বিশেষ অপমানও করিয়াছেন। অনুমতি পাইলে—আমি এই সূত্রে সে কথাও আপনাকে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি।

শঙ্কর। আমি সে কথা জানি। তুমি যে তাঁহার কন্যা মানকুমারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক—সে কথা আমার অবিদিত নাই। বৎস্য শোভা সিংহ, মানকুমারী হইবে—আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পুরস্কার। যে ক্ষত্রিয় বঙ্গদেশে পুনরায় হিন্দুরাজ্যস্থাপনে কৃতকার্য্য হইবে—সেই মানকুমারী-লাভে সক্ষম হইবে। মানকুমারীও আমার শিষ্যা—শৈশবকাল হইতে আমি তাহাকে এই শিক্ষাই দিয়াছি। তাহারও প্রতিজ্ঞা এই—যে দেশের উদ্ধার সাধন করিবে, তাহাকেই সে পতিত্বে বরণ করিবে। আর দেশের উদ্ধার যদি না হয়—তবে মানকুমারী চিরকুমারী থাকিবে। আর তুমি আমার এ উদ্দেশ্যসাধনে কৃতকার্য্য হইলে, অমন শত শত মানকুমারী তোমায় পতিত্বে বরণ করিতে লালায়িত হইবে—অমন শত শত কৃষ্ণরাম তোমায় কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিজেই কৃতকৃতার্থ হইবে।”

তখন গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে শোভা সিংহ কহিলেন—“আজ হইতে এ কার্য্যে আমি জীবন,

মন, প্রাণ সমস্তই অর্পণ করিলাম। আজ হইতে এ হৃদয়ে আর অন্য চিন্তা স্থান পাইবে না। আজ হইতে হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনই এ জীবনের একমাত্র ব্রত হইল—আজ হইতে সেই ব্রত পালনচেষ্টা ভিন্ন এ জীবনের আর কোন কার্য্যই থাকিবে না।”

শঙ্কর। আর আজ হইতেই জন্মভূমিই তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা হইল। পার্থিব পিতা—পার্থিব মাতা হইতেও অনেক উচ্চ—অনেক শ্রেষ্ঠ। আজ হইতে ধর্ম্ম তোমার সেই মাতৃভূমি জননীর সেবা—জীবনের একমাত্র ব্রত তোমার সেই সেবায় আত্মোৎসর্গ—আর লক্ষ্য তোমার সেই পরাধীনা জননীর উদ্ধার। মনে রাখিও বৎস্য, এ জননী তোমার স্বর্গ হইতেও গরীয়সী। একবার বল বৎস্য,—“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পালন।”

তখন সেই নির্জ্জন বিজন গহনকানন কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—“মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।” শঙ্কররাম পুনরায় জলদগম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—“আমি আশীর্ব্বাদ করি—তোমার শরীরের পতনের পূর্ব্বেই যেন তোমার মন্ত্রের সাধন হয়। আর শরীর যখন স্থিরস্থায়ী নহে, অবশ্যম্ভাবী পতন আছেই—তখন এই মন্ত্রের সাধনেই যেন তোমার শরীরের পতন হয়। এখন আমি তবে আসি—বৎস্য।”

সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণ ধরিয়া শোভা সিংহ কহিলেন—“গুরুদেব, এখন আর আপনাকে আমি ছাড়িতে পারি না। এত শীঘ্র ত কিছুতেই নয়। হৃদয়ের ভিতর হঠাৎ কি একটা প্রবল তরঙ্গ তুলিয়া দিয়াছেন। এখন আমার প্রাণ-তরণী তাহাতেই

ওতপ্রোত হইতেছে। এ অবস্থায় কাণ্ডারীকে কি কখন ছাড়া যায়? এ সময় আপনি আমায় ফেলিয়া কোথায় যাইবেন?"

শঙ্কর। বর্দ্ধমানে।

শোভা। এখনই?

শঙ্কর। এখনই। আমি আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে পারি না। যখন সঙ্কল্প স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন এ কার্য্যে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ তুমি আমার মনে বিলক্ষণ একটা খট্‌কা জন্মাইয়া দিয়াছ। তাহার মীমাংসা আমার সর্ব্বাগ্রে করা কর্ত্তব্য। তোমার প্রতি রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের মনের পরিবর্ত্তন চেষ্টা আজই আমায় করিতে হইবে।

শোভা। আবার কত দিন পরে ও চরণধূলি পাইব?

শঙ্কর। শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে। তুমি এ দিকে প্রস্তুত হইতে থাক। বর্দ্ধমান হইতে আমায় যশোহরে যাইতে হইবে। যশোহরে প্রতাপাদিত্য নামে তোমার ন্যায় আমার আর এক শিষ্য আছে—সেও তোমার সহায় হইবে। প্রতাপ আমার—

এমন সময় নিকটস্থ বনান্তরাল হইতে দ্রুতবেগে একজন স্ত্রীলোক বহির্গত হইয়া কহিল—"আর সহায় হইব—আমি!"

হঠাৎ সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলে বজ্রাহত ব্যক্তি যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, গুরুশিষ্য উভয়েই সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! আবার যখন তাহার বেশভূষা দেখিয়া উভয়েই বুঝিতে পারিলেন—সে স্ত্রীলোক হিন্দুমহিলা নয়—মুসলমানী—মোগল রমণী—তখন

তাঁহাদের সে বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। কিছুক্ষণ পরে শঙ্কর রামের মুখ হইতে বহির্গত হইল—"কে তুমি ?"

সচকিতে একবার চারিদিক চাহিয়া রমণী চুপি চুপি কহিল —"আমি মুখে পরিচয় দিব না—কার্য্যে পরিচয় দিব। আমার মোগল বংশে জন্ম বটে—আমিও মোগলের ঘরণী সত্য, কিন্তু মোগলরাজ্য ধ্বংশের আমি কিরূপ প্রয়াসী, তা আমার কার্য্য দেখে তোমরা এর পর বিচার করো। সামান্যা স্ত্রীলোক দেখে, আমায় অবজ্ঞা করো না—আমি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু সামান্যা নই। বড় দাগা পাইয়াছি—প্রাণের ভিতর ধূ ধূ আগুন জ্বলিতেছে—এ বাঙ্গালা দেশের মোগলরাজ্য ধ্বংশ না হইলে আমার এ প্রাণের আগুন কিছুতেই নিবিবে না—এ প্রাণের জ্বালা কিছুতেই যাইবে না। জ্বলে মরিলাম—জ্বলে মরিলাম—জ্বলে মরিলাম।"

এই সময় শোভা সিংহ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি উন্মাদিনী না কি ?"

সে প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব কহিলেন—"সম্পূর্ণ নয়।"

তাহার পর গুরুদেব সেই স্ত্রীলোককে কহিলেন—"তোমায় পরিচয় না পাইলে কিরূপে আমরা তোমায় বিশ্বাস করিতে পারি ?"

সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল—"তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে কি ? যদি, থাকে তবে আমি আমার বুকখানা পাতিয়া দিতেছি, একবার চিরিয়া দেখ—এই বুকের ভিতর ঠিক মাঝখানেই আমার যথার্থ পরিচয় পাইবে। আর নারীহত্যার ভয় যদি কর, তবে আর কিছু দিন অপেক্ষা কর। আমি রহিম খাঁকে ঠিক্ করিয়াছি—সেও তোমাদের দলে মিশিবে। এখন আমার পরিচয়—

গুরুদেব সে কথায় বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রহিম খাঁ কে?"

রমণী উত্তর করিল—"সে একজন পাঠান। উড়িষ্যায় নিবাস। সে শান্তি আদৌ ভালবাসে না—কেবল যুদ্ধ চায়। সে রাজ্যও চায় না—কেবল যুদ্ধে জয়ী হইতে চায়।"

পুনরায় সচকিতে এ দিক ও দিক চাহিয়া মোগলরমণী অতিদ্রুত ভাষায় কহিল—"আবার শীঘ্রই দেখা হইবে, আজ আমি আসি। এখন কেবল মনে রেখো—মুন্না বিবি তোমাদের হিতৈষিণী—মুন্না বিবি তোমাদের উদ্দেশ্যসাধনে সহকারিণী—মুন্না বিবি তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের যোগ্যা রমণী।"

বলিতে বলিতে সেই রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া কোথায় পলায়ন করিল। তখন শোভা সিংহ কহিলেন—"মুন্না বিবি! মুন্না বিবি কে?"

"মুন্না বিবি যেই হউক—এখন চল চল বৎস্য—ঐ রমণীকে কিছুতেই ছাড়া হইবে না।" বলিতে বলিতে যে দিকে সেই রমণী দৌড়িয়া গেল, শঙ্কররাম সেই দিকে দৌড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে শোভা সিংহও দ্রুতবেগে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

র্দ্ধমান রাজবংশের আদি পুরুষ আবু রায়। ইনি ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোরের সন্নিকট কোতলি গ্রাম হইতে বাঙ্গালা দেশে আসেন। এখানে আসিয়া তিনি চাক্‌লা বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে চৌধুরী ও কোতোয়ালী পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বাবু রায় বর্দ্ধমান পরগণা এবং অন্যান্য অনেক সম্পত্তি হস্তগত করিয়া ছিলেন। বাবু রায়ের পুত্র ঘনেশ্যাম রায় ও পৌত্র কৃষ্ণরাম রায় এ অঞ্চলে পদমর্য্যাদায় ও ধনগৌরবে বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আরঙ্গজেবের নিকট হইতে কৃষ্ণরাম বর্দ্ধমানের জমীদার ও চৌধুরী স্বীকার্য্য এক ফারমান প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন।

আবু রায়ের পূর্ব্বেও আরো অনেক ক্ষত্রিয় বংশ পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। চেতোয়া ও বর্দ্দার শোভা সিংহের বংশ তাহা-

দের অন্যতম। অনেকেই কিছুকাল বাসের পর, ক্রমে বাঙ্গালীর আচারব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতি সমস্তই গ্রহণ করিতেন, এবং অনেক স্থলে আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়াই পরিচয় দিতেন। বাঙ্গালার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বংশও যখন পশ্চিমাঞ্চল হইতেই আসিয়াছিলেন, এবং এ দেশে বাস করার দরুণই যখন বাঙ্গালীনামে পরিচিত হইয়াছেন, তখন এ দেশবাসী পঞ্জাবের ক্ষত্রিয়গণকেও বাঙ্গালীর আচারব্যবহার গ্রহণ করিলে বাঙ্গালী আখ্যা প্রদান না করিব কেন? বাবু রায়ের পৌত্র রাজা কৃষ্ণরাম রায় হইতেই এই বংশের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এ দেশে বদ্ধমূল হইয়া যায়, এবং ইনিই অসাধারণ ক্ষমতাবলে অনেক জমীদারী খরিদ ও আয় বৃদ্ধি করেন। তখনকার জমীদারগণ অনেক বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। নবাব সরকারে যথা সময়ে খাজনা দাখিল করিয়া দিলেই, তাঁহাদের সে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন। প্রকৃতপক্ষে জমীদারগণই স্ব স্ব জমী-দারীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের সে শাসনকার্য্যে বাঙ্গালার সুবেদার বা ফৌজদারগণ অধিকাংশস্থলেই কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন না। প্রজাগণও নিজ নিজ জমীদারকেই আপনাদের প্রকৃত শাসক, পালক ও রক্ষাকর্ত্তা মনে করিত। এইরূপে জমীদার ও প্রজার মধ্যে বিশেষ একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জন্মিত। জমীদারকেই তাহারা তাহাদের 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিত। জমীদারের কোন আপদবিপদ উপস্থিত হইলে, নিজের আপদবিপদ মনে করিয়া তাহারা প্রাণপণে তাঁহাকে সাহায্য করিত। জমীদারেরা তাঁহাদের বেতন-

জোগী পাইক, বরকন্দাজ, শড়কীওয়ালা ও লাঠিয়াল প্রভৃতি ব্যতীত কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের নিকট হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাইতেন। সেই কারণ, তাঁহাদের বেতনভোগী অধিক সৈন্য রাখিবার আবশ্যকও হইত না। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সৈন্য সংখ্যা যদিও অধিক ছিল না, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সে বল বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। তাঁহার কোতোয়াল চৈৎ সিং একজন বিশেষ সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন, এবং পুত্র জগৎরামও তাঁহার অধীনে সৈন্য পরিচালনা-কার্য্যে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কালে যে স্থানে বর্দ্ধমান নগর স্থাপিত দেখা যায়, আমরা যে সময়ের ঘটনাবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময় এই স্থল জঙ্গলাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। বাঁকা নদীর অপর পারেই প্রথমে বর্দ্ধমান নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও সেই স্থানে পুরাতন সহরের অনেক চিহ্ন দেদীপ্যমান রহিয়াছে। রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের প্রাসাদই বাঁকার পরপারস্থিত এই নগরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাড়ী। রাজবাটীর দক্ষিণাংশে অন্তঃপুর-সংলগ্ন এক সুন্দর উদ্যান ছিল তাহাতে পুরবাসী মহিলা-গণেরই একাধিপত্য। ক্বচিৎ রাজা বা রাজকুমার তথায় বেড়াইতে যাইতেন—অন্য সাধারণের তথায় প্রবেশাধিকার আদৌ ছিল না। আজ বৈকালে এই উদ্যানে রাজকন্যা মানকুমারী বেড়াইতেছিল। এমন সময় হাসিতে হাসিতে সখি সুরবালা আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সুরবালা হাসিয়া হাসিয়া যেন লুটোপুটী খাইতে লাগিল। সুরবালার

রকম দেখিয়া মানকুমারী কহিল—"কি লো—তোর ব্যাপার খানা কি? তুই যে হাসিয়াই খুন হইলি দেখিতেছি—এত হাসি কেন?"

সুরবালা তখন এক লম্বা কুর্ণিশ করিয়া কায়দাদুরস্তমতে কহিল—"রাজকুমারি, আমি আজ বড় শুভ সংবাদ-বাহিকা—হাম্‌কো কুচ বক্‌সিস্ করমাইয়ে।"

মান। কি শুভ সংবাদ লো? আমার মরণের সংবাদ?

সুর। বালাই! এ তোমার শোভা সিংহের শুভ সংবাদ। তোমার মনের ভিতর ফল্গুনদী প্রবাহিত নাকি? বলি—এত খানি কি রূপে হইল ভাই?

মান। তুই বুঝি—সেই চেতো-বর্দ্দার শোভা সিংহের কথা বলিতেছিস্? ও চেতো-বর্দ্দার শোভার কর্ম্ম নয়—দেশের শোভা চাই। তুই ত আমার প্রতিজ্ঞা জানিস্ সুরবালা।

সুর। ওমা! তোমার সেটী কি যথার্থই প্রতিজ্ঞা? আমি মনে করি—ঠাট্টা করে অমন মাঝে মাঝে একটা আবোল-তাবোল বকিয়া থাক। আমি ভাই, স্পষ্ট কথার লোক—তা রাজকুমারীই হও, আর সাহাজাদীই হও—তোমার কপালে তাহা হইলে এ যাত্রা বিবাহ ঘটিবে না। এ দেশ কখনই স্বাধীন হইবে না—সুতরাং তোমারও আর বর মিলিবে না। এখন রাজকুমারী আছ, এই "রাজ" কথাটা দেখ কোন্ দিন উড়িয়া পালাইবে, আর তুমি আজন্ম কুমারী হইয়াই থাকিবে।

মান। সে ভয় মানকুমারী করে না।

সুর। কিন্তু মানকুমারীর বিবাহের উপর তাহার কি সম্পূর্ণ হাত আছে ?

মান। বিবাহের উপর হাত না থাকুক, কিন্তু প্রাণের উপর সম্পূর্ণ হাত আছে ত। তুই ত জানিস্ সুরবালা—আমি ক্ষত্রিয়ের মেয়ে—হাসিতে হাসিতে আগুণে ঝাঁপ দিতে পারি—হাসিতে হাসিতে যে কোন উপায়ে হউক—নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি।

সুর। তুমি যদি হাসিতে হাসিতে এত কাণ্ড করিতে পার, আর তোমার জন্যে কি আমি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে একটুখানি আর বিষ খাইতে পারি না ?

বলিতে বলিতে যথার্থই এই সময় সুরবালার নয়নপ্রান্ত হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই তিন বিন্দু অশ্রুর পতন হইল। এদিকে সুরবালার অধরে হাসি, আর নয়নে অশ্রুবিন্দু! সুরবালা অধোবদনে নীরবে রহিল।

মানকুমারী বিস্মিতনেত্রে একবার সুরবালার সেই অবনত মুখখানির প্রতি চাহিল এবং তাহার পর কহিল—"সুরবালা, তুই আমার শুভসংবাদবাহিকা হইয়া চক্ষের জল ফেলি-তেছিস্ ?"

সুরবালা তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে কহিল—"রাধা মাধব! আমি চক্ষের জল ফেলিব কেন ? তবে বুঝি, আমার চক্ষে কিছু পড়িয়া থাকিবে।"

এই কথা বলিতে বলিতে চক্ষু মর্দ্দনছলে সুরবালা সে চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া মানকুমারী কহিল—"আবার চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিতেছিস্! এ

দিকে যে তোর প্রাণের ভালবাসাটা ঐ জলের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু ফুঁড়িয়া যে বাহির হইতেছে !”

সুর। আমি অমন তোমার মতন ভালবাসাবাসির ব্যবসা করি না। এখনও কাঁদি নাই, কিন্তু শেষে তুমিই আমায় কাঁদাইবে। এমন সর্ব্বনেশে প্রতিজ্ঞা কেন করিলে রাজকুমারী ?

মান। আমার গুরুদেবের আজ্ঞায়।

সুর। কে সে গুরুদেব ?

মান। নাম করিব না—নাম করিতে নাই। ওমা, এই যে তিনিই এই দিকে আসিতেছেন।

এমন সময় ধীর পদবিক্ষেপে স্বয়ং শঙ্কররাম স্বামী তাহাদের উভয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মানকুমারী দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও সেই চরণে প্রণতা হইল। আশীর্ব্বাদ করিয়া শঙ্কর রাম কহিলেন —“মানকুমারি, তোমার সে প্রতিজ্ঞার কথা আজ তোমায় শেষ স্মরণ করিয়া দিতে আসিয়াছি। কেমন মা, তোমার সে কথা স্মরণ আছে তো ?”

মানকুমারী ধীরে ধীরে উত্তর করিল—“এমন প্রশ্ন কেন করিলেন গুরুদেব ? আপনি ত অন্তর্য্যামী।”

শঙ্কর। ভাল—ভাল। তোমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। তুমি স্থির থাকিও মা।

মান। আপনার শ্রীচরণে যদি আমার যথার্থ ভক্তি থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই স্থির থাকিব গুরুদেব।

শঙ্কর। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার মনস্কামনা অচিরে পূর্ণ

হউক। তবে এখন আসি মা, এখনও আমার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করা হয় নাই।

এই কথা বলিয়া শঙ্কর রায় সে স্থান হইতে গমনোদ্যত হইলেন। প্রস্থানকালীন উভয়ে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাঁহার প্রস্থানের পর সুরবালা মানকুমারীকে কহিল —"দেখ রাজকুমারী, তোমার গুরু মিন্সের কি একটুও আক্কেল নাই? আমি অমন ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া দুই দুইটা প্রণাম করিলাম, তা একটিও আশীর্ব্বাদ আমায় করিলেন না?"

মানকুমারী উত্তর করিল—"আমার আশীর্ব্বাদের অর্দ্ধেক তোকে দিব বলিয়া, গুরুদেব আর তোকে স্বতন্ত্র আশীর্ব্বাদ করেন নাই।"

সুরবালা তখন হাসিতে হাসিতে কহিল—"কিন্তু একটি বরের দুইটা ভাগ কি রূপে হইবে রাজকুমারি? গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে তোমারই মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, আর আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিব। আর তুমি ভাগ দিতে সম্মত হইলেও রাজকুমার সম্মত হইবেন কেন? রাজকুমার রাজকুমারীরই হইবে।"

মানকুমারী তখন হাসিমুখে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল— "আর তুই যে ভাই, সুরবালা—রাজকুমারীরও উপর।"

সুর। কিন্তু টেক্কা মারিবে তুমি! তবে আমিও নিদেন পক্ষে একটা গোলাম টোলাম মারিলেও মারিতে পারি। তবে সে রংয়েরই হউক, আর বদরংয়েরই হউক। আমার অদৃষ্টে কি আর একটা মন্ত্রিপুত্র কি কোটাল পুত্রও জুটিবে না?

এমন সময় অদূরে এক সঙ্গীতধ্বনি গীত হইল। উভয়ে

সচকিতে সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। সুরবালা কহিল—"সেই পাগলিনী বৈষ্ণবী।"

বৈষ্ণবীর কণ্ঠস্বরে তখন মানকুমারী মোহিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং মানকুমারীর মুখে আর কথা নাই! সঙ্গীত শেষ হইলে সুরবালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি পাগ্‌লী—এখন তোর ব্রজেশ্বর কোথায়?"

পাগলিনী সকরুণস্বরে উত্তর করিল—"আমার ব্রজেশ্বর এখন মথুরায় গিয়া রাজা হইয়াছেন! এখন কি আর তাঁহার সে দিন আছে? সে চূড়া নাই—সে ধড়া নাই—সে মোহন বাঁশিও নাই। আর সেই জন্যেই সে রাধাও নাই! আমি এখন পথে পথে তাঁহার জন্যে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি।"

সুর। যদি কোথায় তিনি আছেন—তুই জানিস্, তবে কেন তাঁহার কাছে যাস্ না? অমন পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইবার দরকার কি?

বৈষ্ণবী তখন অপেক্ষাকৃত অনুচ্চস্বরে কহিল—"আমি যাইলে পাছে তাঁহার রাজকার্য্যের বিঘ্ন ঘটে, আমি কেবল সেই ভয়ে যাই না মা।"

তখন রাজকুমারী কহিল—"দেখ ভাই সুরবালা, এই পাগ্‌লী কিন্তু বেশ আছে। আমরা একে পাগলী বলে ডাকি, আর এর মনেও একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে ও যথার্থই রাই-উন্মাদিনী—ওর শ্রীকৃষ্ণ এখন মথুরায় রাজা হইয়া ওকে ভুলিয়া গিয়াছেন! এ বিশ্বাস ওর কিছুতেই গেল না? গুরুদেব বলেন—ওর স্বামী এখন সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরমযোগী হইয়াছেন। সেই

স্বামীর শোকেই ও উন্মাদিনী। এ কি! মা এ দিকে এমন ব্যস্তভাবে আসিতেছেন কেন?”

এই শেষোক্ত কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে মানকুমারী গিয়া জননীকে আলিঙ্গন করিল। রাণী অহল্যা সুন্দরী কন্যাকে দৃঢ়রূপে আপনবক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন—“ওমা, আমি বড় ভয় পাইয়াছি মা। এই মাত্র গুরুদেবের সঙ্গে রাজার কি একটা তুমুল কাণ্ড হইয়া গেল। গুরুদেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্তঃপুর হইতে চলিয়া গেলেন, আর রাজা তাঁহাকে একটু সান্ত্বনাও করিলেন না। আমি তখন গুরুদেবকে সান্ত্বনা করিবার জন্য রাজাকে অনুনয়বিনয় করিতে গেলাম। রাজা আমার সে অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। আমার বড় ভয় হইয়াছে মা। কি যেন একটা অমঙ্গল হইবে—কি যেন একটা অশুভ ঘটিবে—আমার কেবল এই কথাটা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে—আমি যেন অমঙ্গলের অস্পষ্ট ছায়া সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি। সেই জন্যে তোর কাছে দৌড়িয়া আসিয়াছি মা।”

জননীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া মানকুমারীর প্রাণও বড়ই আকুল হইয়া উঠিল। মানকুমারী ভয়বিহ্বলনেত্রে একবার জননীর মুখের দিকে চাহিল। পরমুহূর্ত্তেই সে ভাব কোথায় দূর হইয়া গেল। মানকুমারী জননীকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিল—“ভয় কি মা? গুরুদেব যতই ক্রোধ করুন না কেন—তাঁহার দ্বারা আমাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে না।”

এমন সময় জগৎরাম দ্রুতপদে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। জননী ও সহোদরাকে দেখিয়া তিনি কহিলেন —"এই যে, মা ও মানকুমারী—তোমরা এই খানেই আছ। আমি তোমাদের নিকট হইতেই বিদায় লইতে আসিয়াছি। এখনই আমায় ঢাকায় নবাব সরকারে যাত্রা করিতে হইবে।"

বক্ষস্থিতা কন্যাকে ছাড়িয়া দিয়া জননী তখন অধিকতর ব্যাকুলপ্রাণে পুত্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সে কিরে বাবা! নবাব সরকারে কেন যাইবে?"

পুত্র মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া উত্তর করিলেন—"পিতৃ আজ্ঞায় চলিয়াছি। জানি না—কেন তিনি আমায় পাঠাই-তেছেন। আমি তাঁহার পত্রবাহক মাত্র।"

তৎক্ষণাৎ বিস্ময়ের উপর; বিস্ময় আসিয়া সকলের প্রাণকে অধিকতর আকুল করিল। জননী বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে আকুলপ্রাণে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুনরায় পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন। মানকুমারীও সুরবালার সেই শুষ্ক মুখখানির দিকে একবার চাহিল। সুরবালা অমনি মস্তক অবনত করিল। কিছুক্ষণ পরে অহল্যা সুন্দরী কহিলেন— "কবে যাইবে বৎস্য?"

জগৎরাম ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"এখনই—অশ্ব প্রস্তুত হইতে যাহা কিছু বিলম্ব।"

এমন সময় রঘুরাম সেই স্থলে আসিয়া করযোড়ে রাজ-কুমারকে নিবেদন করিল—"আপনি না কি এখনই ঢাকা রহনা হইবেন? আমি সেই কথা শুনিয়া একবারেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি।"

রঘুরামের কথার উত্তরে কুমার কহিলেন—"না রঘুরাম, এ যাত্রায় আমার সঙ্গে তোমার যাওয়া হইবে না।"

রঘুরাম জগৎরামের বড়ই অনুগত ভৃত্য। সে জাতিতে চণ্ডাল হইলেও তিনি তাহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। আর রঘুরামের ও অনেক অসাধারণ গুণ ছিল। তাহার মতন লাঠিয়ালও তৎকালে সে অঞ্চলে ছিল না। সে নাকি পূর্ব্বে একটা ডাকাতের দলের সর্দ্দার ছিল। জগৎরামেরই অনুগ্রহে, সে এখন সে সকল পাপাচার পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই অনুগত ভৃত্য হইয়াছে। রঘুরাম সঙ্গে থাকিলে জননীর মন কতকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, সেই কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"রঘুরামকে সঙ্গে লইয়া যাও বাবা। রঘুরাম তোমার সঙ্গে থাকিলে আমার প্রাণটা কতকটা সুস্থির থাকিতে পারে। আর তুমিও ত বাবা, রঘুরামকে ছাড়িয়া কোথাও যাও না।"

পুত্র জননীর এই অনুরোধে ধীরে ধীরে কহিলেন —"কি করিব মা,—এও আমার সেই পূজনীয় পিতার আজ্ঞা। তাহা না হইলে, আমি কি রঘুরামকে ছাড়িয়া কোথাও যাই ?"

এই সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া কহিল—"কুমার অশ্ব প্রস্তুত।"

কুমার জননীর চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন—"তবে আসি মা।" তাহার পর সুরবালাকে কহিলেন—"সুরবালা, মাকে সুস্থ রাখিবার ভার আমি তোমায় দিয়া গেলাম।"

এই কথা কয়েকটি বলিয়াই তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। বিষণ্নমনে অবনতমস্তকে রঘুরাম তাঁহার অনুসরণ

করিল। অল্পক্ষণ পরেই জননী কহিলেন—"আমি যাই মা—একবার রাজার কাছে যাই।"

বলিতে বলিতে দ্রুতগতিতে অপর দিকে অহল্যা সুন্দরী চলিয়া গেলেন। এইবার মানকুমারী বিষণ্ণমনে সুরবালাকে কহিল—"কি হইবে সুরবালা ?"

বৈষ্ণবী এতক্ষণ আপনমনে উদ্যানের ফুল তুলিতেছিল। প্রতিদিন সে ফুল তুলিতেই এই উদ্যানে আসিত। বৈষ্ণবী ফুল বড় ভাল বাসিত, কিন্তু সে ফুল নিজে কখনই ব্যবহার করিত না। সে ফুলের মালা গাঁথিয়া বাঁকা নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়া বলিত—"যমুনে, আমার এই ফুলের মালা মথুরায় লইয়া যাও। সেখানে আমার ব্রজেশ্বর আছেন, তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে আমার এই মালা অর্পণ করিও।" বৈঁষ্ণবীর এই এক নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছিল। সুরবালা মানকুমারীর কথার উত্তর কিছুই দিতে পারিল না, কিন্তু এই সময় সেই পাগলিনী বৈষ্ণবী ফুল তোলা পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া একটা বিকট হাস্য করিল। সে বিকট হাস্যে উভয়েই শঙ্কিত হইল। তখন একটা বিকটস্বরে বৈষ্ণবী কহিল—"কি হইবে—আমি বলি। খুব একটা আমার মজা হইবে। আমি অনেক কাজ পাইব।"

এই কথা বলিয়া পাগলিনী "হো হো" করিয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। তাহার সেই বিকটহাস্যে মানকুমারীর প্রাণ অধিকতর শঙ্কিত হইল। মানকুমারী পুনরায় আকুলপ্রাণে সুরবালাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হইবে—সুরবালা ?"

সুরবালা তাহার বিষণ্ণ মুখখানি জোর করিয়া প্রসন্ন করিয়া কহিল—"কি আর হইবে? যদি ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের মুখের ফোয়ারা বন্ধ হয়, তখন খুব জোরে চোখের ফোয়ারা ছুটাইব।"

তাহার পর উভয়ে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে অন্তঃপুরের দিকে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শোভা সিংহ এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। চিন্তার প্রধান বিষয়—সেই মানকুমারী, সঙ্গে সঙ্গে দেশের উদ্ধার হয়—হউক,তাহাতে শোভা সিংহের কোন আপত্তি নাই। শোভা সিংহ মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন—"গুরুদেব বর্দ্ধমান হইতে আজও ফিরিয়া আসিলেন না কেন? তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় আমি যে পথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি। গুরুদেবের উপরই এখন আমার আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। তিনি আসিলে আমি মানকুমারীর সংবাদ পাইব। তিনি আসিলে রাজা কৃষ্ণ-রাম কোন্ পথে যাইবেন—জানিতে পারিব। বর্দ্ধমানরাজ গুরুদেবকে ভক্তি করিলেও এ ক্ষেত্রে তাঁহার কথা রক্ষা করিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। তাহা হইলে এই সূত্রে কৃষ্ণ-রামের উপর সেই অপমানের প্রতিশোধ আমায় লইতে হইবে। এই সূত্রে তঁহার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া মাতৃপূজায় অর্পণ করিতে হইবে।"

এই সময় সেই নিভৃত কক্ষের দ্বার হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হইল। শোভা সিংহ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—"সম্মুখে স্বয়ং গুরুদেব শঙ্কররাম স্বামী উপস্থিত। তৎক্ষণাৎ তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গুরুদেবকে অভ্যর্থনা করিলেন। গুরুদেব আসন গ্রহণ করিলে শোভা সিংহ কহিলেন—"গুরুদেব, সংবাদ কি?"

গুরুদেব ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"সংবাদ শুভ নয়।"

শোভা। সে কথা আপনার মুখ দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছি। কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন গুরুদেব?

শঙ্কর। কেবল বর্দ্ধমানেই গিয়াছিলাম। রাজা কৃষ্ণরামের ব্যবহার দেখিয়া আমার এখন আর কোথাও যাইতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। বৎস, প্রথম চেষ্টায় কৃতকার্য্য না হওয়ায় আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি।

শোভা। আমি ত সে চিন্তার কোন কারণ দেখি না গুরুদেব। যদি কৃষ্ণরাম স্বইচ্ছায় মাতৃপূজায় তাঁহার ধনভাণ্ডার অর্পণ না করেন, আমরা প্রথমেই এই মাতৃপূজারূপ মহাব্রতে কৃষ্ণরামকে বলি দিব—বর্দ্ধমান আক্রমণ করিয়া তাঁহার ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিব—স্বইচ্ছায় না হয়—জোর করিয়া তাঁহাকে আমাদের দলভুক্ত হইতে বাধ্য করিব। এই কার্য্যে যদি আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি, আপনি দেখিবেন—তখন ভীত হইয়া অনেকেই আমাদের দলভুক্ত হইবেন।

শঙ্কর। আর যদি কৃতকার্য্য না হই, তবে এই খানেই আমাদের সকল আশা—সকল ভরসা নির্ম্মূল হইবে। আমি সেই কথাই চিন্তা করিতেছি।

শোভা। আপনি সে ভয় করিবেন না—গুরুদেব। যদি বর্দ্ধমানরাজকে পরাজয় করিতে না পারি, তবে বৃথা এ অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি—বৃথা আমার অধীনস্থ সৈন্যগণকে শিক্ষা দিয়াছি।

গুরুদেব কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর কহিলেন—“কেবল জয় পরাজয়ের কথা নয় বৎস্য। এ বিষয়ে অন্য কথাও চিন্তা করিবার আছে। হিন্দুরাজ্যস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমেই হিন্দুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব—হিন্দুর রক্তে মাতৃভূমি কলঙ্কিত করিব !”

শোভা সিংহও কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—“আপনার সহিত তর্ক করা আমার শোভা পায় না। কিন্তু একটা কথা আপনাকে নিবেদন করিতে পারি। হিন্দুর রক্তপাৎ ভিন্ন কি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে ? প্রথমেই হিন্দুর রক্তপাৎইত চাই। আমরা অন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু জগদম্বার যখন সে ইচ্ছা নয়, তখন নিশ্চয়ই তিনি মাতৃপূজারূপ মহাযজ্ঞে হিন্দুরক্তের পিপাসী হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের কি অপরাধ গুরুদেব ?”

শোভা সিংহের এই কথায় গুরুদেবের সেই জটাজূটশোভিত প্রশান্ত মুখমণ্ডল ক্রমে গম্ভীরভাব ধারণ করিল। অল্পক্ষণ পরেই তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন—“হিম্মৎ কোথায় ?”

হিম্মৎ সিংহ শোভা সিংহেরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শোভা সিংহের আজ্ঞায় একজন বরকন্দাজ হিম্মৎ সিংহকে সংবাদ দিল। অল্পক্ষণপরেই হিম্মৎ সিংহ সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া গুরুদেব ও

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং করযোড়ে কহিলেন —"আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয় ?"

স্বামীজী উত্তর করিলেন—"তুমি আসন গ্রহণ কর—বিশেষ পরামর্শ আছে।"

তাহার পর শোভা সিংহকে কহিলেন—"আমাদের সে দিনকার সকল কথা হিম্মৎ জানে কি ?"

শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"আজ্ঞা হাঁ—আমি সকল কথাই হিম্মৎকে বলিয়াছি।"

শঙ্কর। কিন্তু সকল কথা আমি সে দিন তোমাকে বলি নাই। আমি সে দিন তোমায় বলিয়াছিলাম—হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপনই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ উদ্দেশ্যসাধনে আমার আর এক উচ্চতর মহান্ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য—হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণ। হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপিত না হইলে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হওয়া ভার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম ক্রমেই লোপ পাইতেছে। হিন্দু রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য ভোগ অপেক্ষা হিন্দুর নিকট হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম অনেক উচ্চ—অনেক মহান্। যদি পৃথিবীতে ধর্ম্ম বলিয়া কোন বস্তু থাকে, তবে সে হিন্দুধর্ম্ম। আমি অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করি না—কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস—একমাত্র সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মনাম যোগ্য আর কোন ধর্ম্মই এ পৃথিবীতে নাই। বিজাতীয় বিধর্ম্মীর শাসনাধীনে বহুকাল সেই হিন্দুধর্ম্মের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে দিল্লীর বাদসাহ আরঙ্গজেব হইতে দেশের ক্ষুদ্র মোগল ফৌজদার পর্য্যন্ত সকলেই এখন হিন্দুদ্বেষী—হিন্দুধর্ম্ম ধ্বংশপ্রয়াসী—

হিন্দুধর্ম্ম লোপের চেষ্টা সকলেই প্রাণপণ করিতেছে। মোগলেরা যখন আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে, হিন্দু প্রজার উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিতেছে, হিন্দুর মন্দির চূর্ণ করিয়া তৎস্থানে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতেছে, হিন্দুর দেবদেব প্রতিমা ভঙ্গ করিতেছে, হিন্দুর সম্মুখে গোহত্যা করিয়া হিন্দুর ধর্ম্মময় প্রাণে আঘাৎ করিতেছে, তখন মোগলরাজ্য আর স্থায়ী হইবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি—অচিরে এরাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। হিন্দুরাজ্য স্থাপনের ইহাই উপযুক্ত সময়। আর হিন্দুধর্ম্ম সংরক্ষণই হিন্দুরাজ্য স্থাপনের আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। এখন আমাদের বিচার্য্য এই—ধর্ম্মই যাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহার প্রথমেই পরস্বাপহরণরূপ অধর্ম্ম করা কর্ত্তব্য কি না? অধর্ম্মকে ভিত্তি করিলে আমাদের এ হিন্দুরাজ্য স্থায়ী হইবে কি না?

তাহার পর শঙ্কর রাম হিম্মৎ সিংহকে কহিলেন—"শোভার মত আমি জানিয়াছি। বৎস্য হিম্মৎ, এ সম্বন্ধে তোমার কি মত আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

হিম্মৎ সিংহ বিনীতভাবে উত্তর করিলেন—"দাদার মতই আমার মত গুরুদেব। আমি ধর্ম্ম জানি না—অধর্ম্ম জানি না—পাপ জানি না—পুণ্য জানি না—কেবল জানি দাদার আজ্ঞাপালনই আমার ধর্ম্ম—দাদার পথানুসরণ করাই আমার পুণ্য।"

শঙ্কর রাম জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের এতাদৃশ আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"কনিষ্ঠ সহোদরের উপযুক্ত কথাই বটে। তোমার উত্তরে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে

এ বিষয়ের মীমাংসা পরে করা যাইবে। এখন তোমাদের অধীনে কত সৈন্য আছে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"এক সহস্র মাত্র, কিন্তু তাহারা সকলেই সুশিক্ষিত।"

শঙ্কর। এই এক সহস্র সৈন্যের মধ্যে অশ্বারোহী কত আর পদাতিকই বা কত?

শোভা। অশ্বারোহী আড়াই শত মাত্র।

শঙ্কর। অস্ত্রশস্ত্রের কিরূপ আয়োজন হইয়াছে?

শোভা। দুই শত বন্দুক, দুইটি কামান, অবশিষ্ট বর্শা ও তলোয়ার। সকল অস্ত্রই আমার সেই অরণ্য মধ্যস্থ গোপনীয় অস্ত্রাগারে নির্ম্মিত এবং অধীনস্থ শিক্ষিত এক সহস্র সৈন্যের অস্ত্র। তাহা ব্যতীত যে সকল অশিক্ষিত বরকন্দাজ ও পাইক প্রভৃতি আছে, তাহাদের অস্ত্র লাঠি ও তীরধনুক।

শঙ্কর। সেই মুন্না বিবি যে উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার, রহিম খাঁর নাম করিয়াছিল, তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। সে আমাদের দলভুক্ত হইতে চায়। মুন্না বিবিই তাহার মূল। মুন্নাকে অবিশ্বাস করিও না।

শোভা। তাহার উদ্দেশ্য কি? সে মোগল রমণী হইয়া মোগলের সর্ব্বনাশ করিতে চায় কেন?

শঙ্কর। মুন্নার উদ্দেশ্য—বৈরনির্য্যাতন। পরে সে সকল প্রকাশ করিব—এখন এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ—সে আমাদের যথার্থই হিতৈষিণী; কিন্তু রহিম খাঁর উদ্দেশ্য—যুদ্ধ করা—কেবল যুদ্ধ করা—কারণ যুদ্ধই তাহার ব্যবসা। আর বিশেষতঃ মোগলের উপর তাহার ভয়ঙ্কর জাতক্রোধ। সেই কারণ,মোগলের

বিপক্ষে, সে আমাদের সহিত যোগ দিতে একবারে লালায়িত। শীঘ্রই সে তোমার সহিত মিলিত হইবে। "কণ্টকে নৈব কণ্টকং"— একটি কণ্টকের দ্বারা যদি অন্য কণ্টক দূর করা যায় ত ক্ষতি কি?

শোভা। আপনার যেরূপ অভিপ্রায়, সেইরূপই কার্য্য হইবে।

শঙ্কর। তবে তোমার সহিত মিলিত হইলে, তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে পার। সে ক্ষমতা আমি তোমায় অর্পণ করিলাম। এখন আমার অন্য এক বিশেষ কার্য্য আছে, সে কার্য্যসাধনে এখনই আমায় যাত্রা করিতে হইবে। শুনিতেছি—ইংরেজ বণিকেরা নাকি কলিকাতা, সুতনুটী ও গোবিন্দপুর—এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতির চেষ্টা করিতেছে। একেত ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাণিজ্যকার্য্য করিবার অনুমতি পাইয়া আমাদের দেশের বাণিজ্য নষ্ট করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পাইয়াছে। সুতরাং যত শীঘ্র এদেশ হইতে এই বিদেশী বণিককে দূর করা যায়, ততই এ দেশের মঙ্গল। এরূপ অবস্থায় তাহারা যদি এই তিন খানি গ্রাম খরিদ করিয়া স্থায়ীভাবে অবস্থান করিবার সুযোগ পায়, তাহাদিগকে এ দেশ হইতে বিতাড়িত করা তখন বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে. যাহাতে তাহাদের সে চেষ্টা বৃথা হয়, যাহাতে তাহাদের এ দেশে স্থায়ী বসবাসের সুবিধা না হয়, আমি সর্ব্বাগ্রে সেই চেষ্টা করিব। এত দিন পরে এই বিদেশী বণিকেরা এই ক্ষুদ্র গ্রামত্রয় ক্রয় করিবার জন্য এতদূর লালায়িত হইল কেন? নিশ্চয়ই এদের মনে মনে অন্য কোন ভয়ঙ্কর কু-অভিপ্রায় আছে। এ সময় এই

বণিক ফিরিঙ্গীকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এখন আমি চলিলাম—আবার শীঘ্রই সাক্ষাৎ হইবে। ইতি মধ্যে কেবল প্রস্তুত হও—মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্যে—এক ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিতে প্রস্তুত হও।

এই কথা বলিয়া শঙ্কর রাম তাড়াতাড়ি সে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তখন উভয় ভ্রাতা বিস্মিতনেত্রে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বেহালার সাবর্ণচৌধুরী বংশ বহুকাল হইতে দক্ষিণ বঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি, সেই সময় অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে গোলকনাথ চৌধুরী নামে এই বংশে একজন স্বধর্ম্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জমীদার ছিলেন। তাঁহার জমীদারী ক্ষুদ্র হইলেও আপনার জমীদারীর এলেকার মধ্যে তাঁহার প্রতাপ ও প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। সমস্ত পূজাপার্ব্বণ ও অন্যান্য উৎসবাদি যথাবিধি তাঁহার গৃহে অনুষ্ঠিত হইত, এবং এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় প্রজাগণকে পরিতোষের সহিত আহারাদি করাইতেন, দীনদুঃখীকে অর্থদান করিতেন এবং নিকটস্থ ও দূরস্থিত অধ্যাপকগণকে আশাতীত বিদায় দিতেও ক্রটি করিতেন না। তৎকালে এই অঞ্চলে তিনি একজন প্রজাবৎসল জমীদার বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

এক দিন চৌধুরী মহাশয় সদর বাড়ীস্থ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া

কয়েকজন অধ্যাপকের সহিত নানারূপ শাস্ত্রালোচনা করিতে-ছেন, এমন সময় জনৈক ইংরাজ আপনার টুপীটি বগলে করিয়া নানাবিধ সম্মানসূচক ভাব প্রকাশ করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"আপনি কে?"

সাহেব এক লম্বা সেলাম করিয়া বিনীতভাবে কহিলেন—"আমার নাম চারেণস্ আয়ার। আমি কোম্পানির সুতানুটী কুঠির প্রধান কর্ম্মচারী—আপনারই অনুগত ভৃত্য।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন?"

"আমার এক নিবেদন আছে।"—এই কথা বলিয়া সাহেব চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে যাইতে ছিলেন, এমন সময় চৌধুরী মহাশয় সাহেবকে উঠিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন—"এ স্থলে আপনাকে উঠিতে দিতে পারি না। কারণ, ইহা আমাদের প্রতিমা পূজার দালান। আপনি কাছারীর সময় কাছারীতে হাজির হইলে, আপনার কি বক্তব্য আমি আহ্লাদের সহিত শুনিতে পারি।"

সাহেব তখন অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন—"আমি বড় অন্যায় কার্য্য করিতেছিলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি জানি—আপনাদের এরূপ স্থান বড়ই পবিত্র, আমাদের ন্যায় অপবিত্র লোকে কথনই ঐ স্থানে যাইতে পারে না। তবে আমি এই স্থানে দাঁড়াইয়া যদি আমার নিবেদন আপনাকে জানাই, তাহাতে আপনার কোন ক্ষতি আছে কি?"

চৌধুরী মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আপনি বড়

অসময়ে আসিয়াছেন। যাহা হউক, আপনাকে নৈরাশ করিব না। কি বক্তব্য আছে বলুন।"

সাহেব তখন মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন—"এই অনুগ্রহের জন্য আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। দেখুন, সম্প্রতি আমরা সাহাজাদা আজি-মুশ্বানের অনুগ্রহে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই পল্লী তিন খানি ক্রয় করিবার অনুমতি পাইবার আশা করিতেছি। ঐ তিন খানি গ্রাম আপনারই জমীদারীর এলাকাভুক্ত। এখন অনুগ্রহ করিয়া আমাদের উহা বিক্রয় করিলে বিশেষ অনুগৃহিত ও বাধিত হই।"

চৌধুরী। কি উদ্দেশ্যে ক্রয় করিতে চান?

সাহেব। বাণিজ্য বৃদ্ধি আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

চৌধুরী। স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য বৃদ্ধি করুন। কিন্তু বাণিজ্যের জন্যে জমীদারী ক্রয় করার অভিলাষ কেন?

সাহেব। দেখুন মহাশয়, এই ক্ষুদ্র গ্রাম তিন খানি ক্রয় না করিলে আমাদের বাণিজ্যের সুবিধা হয় না।

চৌধুরী। অসুবিধাটা কি?

সাহেব। দেখুন মহাশয়, আমাদের কষ্টের কথা আপনাকে আর কি জানাইব? এখন যে সুতানুটীতে আমাদের কুঠি আছে—সেখানে বসবাস করিয়া থাকিবার স্থান আমাদের আদৌ নাই। আমরা তাঁবুতে, কুঠিরে ও নৌকায় বাস করিতেছি। ইহাতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইতেছে। আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের এ কষ্ট নিবারণ হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।"

চৌধুরী। আচ্ছা, বড় বড় কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আমি অনুমতি ও সুবিধা করিয়া দিতেছি। ইহাতেই ত আপনাদের কষ্ট নিবারণ হইতে পারে। জমীদারী ক্রয় করিবার আবশ্যক কি?

সাহেব। ক্রয় করিবার আবশ্যক আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। এই দেখুন—সুতানুটী হইতে আমরা সুতা ও নানা প্রকার বস্ত্র খরিদ করিয়া আমাদের দেশে চালান দিয়া থাকি। এই কারণ, সেখানে দূর দেশ হইতে এখন অনেক তাঁতী আসিয়া আমাদিগকে সুতা ও বস্ত্র বিক্রয় করিয়া থাকে। আপনাদিগের দেশের তাঁতীরা অতি গরীব লোক, তাহারা দাদন ভিন্ন অধিক মাল দিতে পারে না। আর অধিক মাল রপ্তানি করিতে না পারিলে আমাদের ব্যবসারও সুবিধা হয় না। এখন দূর দেশের তাঁতীকে আমরা কিরূপে দাদন দিব? দাদন দিলে অধিকাংশ স্থলে আমাদের সে টাকা নিশ্চয়ই লোকসান হইবে। যদি ঐ গ্রামখানি আমাদের হয়, আর তাঁতীরা ঐখানে বাস করিয়া আমাদের প্রজা হয়, তখন তাহাদের দাদন দিলে আমাদের লোকসানের আর ভয় থাকিবে না। এই জন্যেই এই প্রার্থনা, সুতরাং আমাদের এই প্রার্থনা ন্যায্য।

চৌধুরী। ও বুঝিয়াছি। চুঁচুঁড়ার ওলন্দাজগণ যে ভাবে বাণিজ্য করিতেছে, আপনারা সেই ভাবে বাণিজ্য করিতে চান?

সাহেব। হাঁ মহাশয়, হাঁ—আপনি ঠিক্ অনুমান করিয়াছেন।

চৌধুরী। আচ্ছা, সুতানুটী গ্রামখানি পাইলে আপনাদের

বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কলিকাতা ও গোবিন্দপুর কেন?

সাহেব তখন ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"আমরা কি এদেশ হইতে কেবল সূতা ও কাপড়ের রপ্তানি করিয়া থাকি? এ দেশের চাউল, গম, তামাক, তুলা প্রভৃতি যে কিছু উৎপন্ন শস্য পাই, তাহাই রপ্তানি করি যে। এতে আপনাদের কত মঙ্গল হয় ভাবিয়া দেখুন। এ সকল উৎকৃষ্ট শস্য দেশে পড়িয়া নষ্ট হইত, আমরা তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ভিন্ন দেশে রপ্তানি করি। এতে আপনাদের দেশেরই ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

চৌধুরী মহাশয়ও সেই হাসির উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন —"আপনারা কেবল কি রপ্তানির ব্যবসা করেন, আর আমদানীর ব্যবসা কি কিছুই করেন না?"

সাহেব। হাঁ, আমদানীরও ব্যবসা করিয়া থাকি। আমদানী ও রপ্তানি না করিলে কি ব্যবসা চলিতে পারে?

চৌধুরী। আপনাদের দেশের কি কি দ্রব্য এ দেশে আমদানী করিয়া থাকেন?

সাহেব। ভাল ভাল কাঁচের ঝাড়, লণ্ঠন, ভাল ভাল অস্ত্রশস্ত্র, ভাল ভাল খেলনা ও পুতুল— যে সকল দ্রব্য এ দেশে জন্মায় না, আমরা কেবল সেই সকল দ্রব্য আমদানী করি। ইহাতেও আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়—দেশের অশেষ মঙ্গল সাধনও হইয়া থাকে।

চৌধুরী। সাহেব, আমাদের দেশের সার শস্য লইয়া গিয়া বিনিময়ে তোমরা তোমাদের দেশের যত অসার দ্রব্য আন। আমাদের জীবনস্বরূপ অন্নবস্ত্রের পরিবর্ত্তে তোমাদের অসার

কাঁচ খণ্ড দাও। এতে আমাদের দেশের অশেষ মঙ্গল কিরূপে কর?

সাহেব। কি করিব মহাশয়, আমাদের দেশেত আর কিছু জন্মায় না। আর জন্মাইলেও আমাদের দেশের বস্ত্র ও শস্য আনিলে কি আপনাদের দেশে বিকাইবে? সে কথাটা আপনি একবার ভাবিয়া দেখুন—আপনি বিজ্ঞ আপনাকে আমি আর কি বুঝাইব?

চৌধুরী। কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পাইলে আপনাদের এ সকল ব্যবসায় কি সুবিধা হইবে?

সাহেব। বড় বড় মহাজনেরা ঐ দুইস্থানে বড় বড় আড়ৎ খুলিবে, আর দেশের চারিদিক হইতে আমাদের পণ্য দ্রব্য আনিয়া সেই সকল আড়ৎ পরিপূর্ণ রাখিবে। ইহাতে আমাদের ব্যবসায় নিশ্চয়ই বিশেষ সুবিধা হইবে। হইবে কি না—আপনিই বিচার করিয়া দেখুন।

চৌধুরী। আচ্ছা সাহেব, বাদশাহের অনুমতি ভিন্ন আমিত তোমায় সে জমীদারী বিক্রয় করিতে পারিব না।

সাহেব তখন গালভরা হাসিমুখে কহিলেন—"সে জন্যে আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। বাদসাহের নিকট আমরা অনায়াসেই অনুমতি আনিতে পারিব। বিশেষতঃ সাহাজাদা অজি-ওশ্বানের নিকট আমরা সে আশ্বাস পাইয়াছি। বাদসাহা আমাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ দেখুন—আমরা কেমন বিনা শুল্কে বঙ্গদেশে ব্যবসা চালাইবার অনুমতি পাইয়াছি। বাদসাহকে আমরা ভয় করি না—কিছু অর্থব্যয় করিলেই এ দেশের বাদসাহকে বশীভূত করা যায়। কিন্তু আমরা

বড় ভয় করি—আপনাদের ন্যায় বাঙ্গালার জমীদারগণকে। এখন আপনার অনুমতি হইলেই আমরা কৃতার্থ হই।”

চৌধুরী মহাশয় তখন নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিলেন—“আপনারা বাদসাহের অনুমতি আনিলে আর আমার বর্ত্তমান আয়ের বিশ গুণ পণ দিলে আমি সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর আপনাদিগকে বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইলাম।”

সাহেব তখন আহ্লাদে ভূমিতে জানু পাতিয়া দুই হস্তে টুপি লইয়া চৌধুরী মহাশয়কে অসংখ্য সেলাম করিতে লাগিলেন। তাহার পর দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—“একটা লিখিত পড়িত হইলে ভাল হয় না কি?”

চৌধুরী মহাশয় সে কথা শুনিয়া কহিলেন—“আমরা হিন্দু, আর বিশেষতঃ আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। এরূপ বিষয়কার্য্যেও লিখিত পড়িতের ধার ধারি না। চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য করিয়া আজ আপনার নিকট যে কথা স্বীকার করিলাম, প্রাণান্তেও তাহার একবর্ণও এদিক ওদিক হইবে না।”

সাহেব তখন পুনরায় দুই হস্তে সেলাম করিতে করিতে কহিলেন—“আপনার মুখের কথাতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এখন আমি বিদায় হই।”

আর একবার মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। তখন চৌধুরী মহাশয় পুনরায় অধ্যাপকগণের সহিত শাস্ত্রালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই তথায় এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী দেখা দিলেন। সে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তখন সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চৌধুরী মহাশয় ব্যস্ত

হইয়া তাঁহাকে এক খানি স্বতন্ত্র আসন প্রদান করিলেন। সন্ন্যাসী আসন গ্রহণ করিলে, চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"আমার আজ পরম সৌভাগ্য যে আপনার ন্যায় সাধুসন্ন্যাসীর পদধূলিতে আমার গৃহ পবিত্র হইল। কি মনন করিয়া শুভাগমন হইয়াছে অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—"আমি আজ ভিক্ষার্থী হইয়া তোমার গৃহে আসিয়াছি।"

চৌধুরী মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"আপনার ন্যায় যোগীসন্ন্যাসীর আবার ভিক্ষা!"

বজ্রগম্ভীরস্বরে সন্ন্যাসী কহিলেন—"আমি যোগী নই—সন্ন্যাসীও নই—আমি চণ্ডাল অপেক্ষাও নীচ। কিন্তু তাহা হইলেও আজ তোমার নিকট ভিক্ষার্থী। আমার সে ভিক্ষা দিবে কি না বল।"

চৌধুরী। যদি দেয় হয়, অবশ্যই দিব।

সন্ন্যাসী। আমার ভিক্ষা অতি সামান্য—অনায়াসে দেয়। তুমি ইংরাজ বণিককে তোমার সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর বিক্রয় করিবে না—প্রতিজ্ঞা কর—এই আমার ভিক্ষা।

চৌধুরী মহাশয় শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"আপনার ভিক্ষা সামান্য হইলেও এখন আমার সম্পূর্ণ অদেয়। এ ভিক্ষার বিনিময়ে আমার নিজের জীবন বরং দিতে পারি, কিন্তু এখন আর এ ভিক্ষা আমি দিতে পারি না। দুই দণ্ড পূর্ব্বে আসিলে আমি অনায়াসে আপনাকে এ ভিক্ষা দিতে পারিতাম—প্রার্থী হইলে ঐ তিনখানি জমীদারী আপনাকে দানও করিতে পারিতাম। কিন্তু এখন আর পারি না। এই মাত্র আমি কোম্পা-

শির সুতানুটীকুঠির বড় সাহেবের নিকট ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি।"

সন্ন্যাসী। কিন্তু আমিও আমার নিজের কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এ ভিক্ষার প্রার্থী নহি—কেবল ধর্ম্মসাধন মানসেই তোমার নিকট এই ভিক্ষার প্রার্থী হইয়াছি।

চৌধুরী। আমায় ধর্ম্মচ্যুত করিয়া আপনার ধর্ম্মসাধন কিরূপে হইবে—আমি তাহা বুঝিলাম না।

সন্ন্যাসী। আমার প্রার্থিত ভিক্ষা দানে তুমি স্বীকৃত হইলে আমি তোমায় সে কথা বুঝাইতে পারিতাম।

চৌধুরী। আমায় ক্ষমা করিবেন। আর আমি আপনার ধর্ম্মসাধনের কারণ জানিতেও ইচ্ছুক নই। কারণ, আমার ধর্ম্মই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা বড়। বোধ করি—আপনার ন্যায় সাধুলোক এই জন্য আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইবেন না।

সন্ন্যাসী। না বৎস্য, আমি তোমার প্রতি অপ্রসন্ন নই। বড় আশায় নৈরাশ হইলেও তোমার এতাদৃশ ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া আমি বরং সন্তুষ্ট হইয়াছি। তবে আমি এখন চলিলাম।

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন হঠাৎ কি একটা কথা স্মরণ হওয়ায়, চৌধুরী মহাশয় তাড়াতাড়ি কহিলেন—"এখনও এক উপায় আছে।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া ছিলেন, পুনরায় আসন গ্রহণ করিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন—"বল—বল শীঘ্র বল— কি উপায় আছে আমায় শীঘ্র বল।"

চৌধুরী মহাশয় কহিলেন—"বাদসাহের অনুমতি পত্র না

দেখাইলে আর আয়ের বিশ গুণ পণ না দিলে আমি বিক্রয় করিব না—সাহেবের সহিত এই সর্ত্ত করিয়াছি।”

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—“আয়ের বিশ গুণ পণ তাহারা অনায়াসেই দিতে পারিবে। আর বাদশাহের অনুমতি? তাহাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। তবে আমি এ অনুমতি পাইবার চেষ্টায় প্রাণপণে বাধা দিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি - একবার দেখিব।”

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী পুনরায় গাত্রোত্থান করিলেন। তখন চৌধুরী মহাশয় আতিথ্যস্বীকারের জন্য সন্ন্যাসীকে অনেক অনুনয়বিনয় করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি সে বিষয়ে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী কোন পরিচয়ও দিলেন না। কেবল যাইবার সময় এই মাত্র কহিলেন—“যদি আমার এই চেষ্টায় আমি কখন কৃতকার্য্য হইতে পারি, তখন আতিথ্যস্বীকার করিব এবং পরিচয়ও দিব।”

বলা বাহুল্য—এ সন্ন্যাসী অন্য কেহই নহেন, ইনি আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সেই শঙ্কররাম স্বামী।

—•:০:•—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"কে তুমি?"—একজন অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া রোষকষায়িতনেত্রে শোভা সিংহ কহিলেন—"কে তুমি?"

আগন্তুক নির্ভীকচিত্তে সহাস্যবদনে উত্তর করিলেন—"শত্রু নই—আমি মিত্র।"

আগন্তুক যে ভাবে এই উত্তর করিলেন, তাহাতে শোভা সিংহ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"যে সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও আমার বিনা অনুমতিতে চোরের ন্যায় আমার গুপ্ত অস্ত্রকারখানায় প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে আমি শত্রু ভিন্ন কখনই মিত্র মনে করিতে পারি না।"

স্থির, গম্ভীর ও প্রশান্ত মূর্ত্তি আগন্তুক পূর্ব্বের ন্যায় অবিচলিত-ভাবে কহিলেন—"শত্রু কি মিত্র সে কথা কাহার গায়ে লেখা থাকে না, ব্যবহারেতেই প্রকাশ পায়। আমার সহিত ব্যবহারে আমি শত্রু কি মিত্র—সে পরিচয় আপনি শীঘ্রই পাইবেন।"

শোভা সিংহ বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"কিন্তু একজন অপ-

রিচিত বিধর্ম্মী মুসলমান আমার কোন ব্যবহারেই আসিতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই কোন কু-অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছিলে, এক্ষণে ধরা পড়িয়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমায় প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিতেছ।"

সে কথায় যেন তৎক্ষণাৎ এক সুপ্ত সিংহ গর্জ্জিয়া উঠিল! সেই বীর ও প্রশান্তমূর্ত্তি আগন্তুক রোষভরে কহিলেন—"আমি বিধর্ম্মী মুসলমান বটে, কিন্তু মোগল নই—পাঠান বীর। পাঠান বীর মিথ্যা কাহাকে বলে জানে না—পাঠান বীর কখন প্রতারণা করে না!"

এই অযথা বীরত্বের আস্ফালনও তখন শোভা সিংহের অসহ্য হইল। আগন্তুকের আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া শোভা সিংহ সিংহনাদে কহিলেন—"বীরত্বের বড়াই দেখাইতে যদি এখানে আসা হইয়া থাকে, তবে অচিরেই সে দর্প চূর্ণ করিব। এস, বীরত্বের পরিচয় দাও।"

বলিতে বলিতে কোষমধ্যস্থিত অসি কোষমুক্ত করিয়া শোভা সিংহ একবারে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন!

"রহিম খাঁ কখন যুদ্ধার্থ আহ্বানে পশ্চাৎপদ হয় না।" বলিতে বলিতে সেই পাঠান বীরও কোষমুক্ত অসিহস্তে শোভা সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তখন সবিস্ময়ে শোভা সিংহ কহিলেন—"আপনারই নাম কি রহিম খাঁ?"

রহিম। হাঁ, আমারই নাম রহিম খাঁ।

শোভা। সে পরিচয় প্রথমেই দিলেন না কেন?

রহিম। মুখের কথায় যদি আপনার বিশ্বাস না হয়।

আমি রহিম খাঁ কি না অসিতে অসিতে না হয়, সে পরিচয়টা হউক।

কোষমুক্ত অসি পুনরায় কোষবদ্ধ করিয়া শোভা সিংহ কহিলেন—"আপনি যে রহিম খাঁ আমার সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু রহিম খাঁ যে শোভা সিংহের মিত্র সে বিশ্বাস আমার কি রূপে হইবে?"

রহিম। কি করিলে সে বিশ্বাস হয়, আমায় বলুন।

শোভা সিংহ অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আপনাদের ধর্ম্মপুস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করুন, আপনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের ইষ্ট ভিন্ন কখন কোনরূপ অনিষ্ট করিবেন না।"

রহিম খাঁ কহিলেন—"এখানে আপনার গৃহে কোরাণত নাই। কিন্তু কোরাণ অপেক্ষাও অতি পবিত্র—অতি উচ্চ—এই অসি এখন আমার হস্তেই রহিয়াছে। আমি এই অসি স্পর্শে শপথ করিতেছি—যত দিন মোগলের রাজ্য ধ্বংশরূপ আমাদের উভয়ের সংকল্প এক থাকিবে, তত দিন আমি আপনাদের দলে থাকিব এবং আপনাদের ইষ্ট ভিন্ন কখনই কোন অনিষ্ট করিব না।"

শোভা। আপনার এ শপথে আমি বিশ্বাস করিলাম। এখন প্রথমেই আমি জানিতে চাই—আপনার অধীনে এখন কত সৈন্য আছে?

রহিম। অধিক সৈন্য নাই—অর্থাভাবে অধিক সৈন্য আমি দলভুক্ত করিতে পারি নাই। এখন পাঁচশত পাঠান সৈন্যের সহিত আমি আপনাদের দলে মিলিতে পারি। কিন্তু মোগলের

প্রতি প্রজাগণ যেরূপ অসন্তুষ্ট দেখিতে পাই, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের সৈন্যবলের অভাব হইবে না। একবার মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেই তখন দলে দলে সৈন্যগণ আসিয়া আমাদের দল পুষ্ট করিবে। সৈন্যের সংখ্যা অনায়াসেই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, এখন সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহের অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই হয়।

শোভা। কিরূপে সে অর্থ সংগ্রহ করা যায়? এত অর্থত আমার নাই।

রহিম। তারও এক উপায় আছে।

শোভা। কি উপায় বলুন?

রহিম। জোর যাহার এ দুনিয়া তাহারই—যাহার ধনভাণ্ডারে প্রচুর অর্থ আছে, আমরা সেই ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিব। আমার মনে হয়, এক বর্দ্ধমান রাজার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিলেই আমাদের যথেষ্ট অর্থলাভ হইতে পারে।

শোভা। আমারও সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমার গুরু শঙ্কররাম স্বামী সে ইচ্ছায় বাধা দিলেন। বর্দ্ধমান রাজকে আমাদের দলভুক্ত করাই তাঁহার অভিপ্রায়। সে অভিপ্রায় অনুযায়ী চেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

রহিম। তাহা হইলে বর্দ্ধমানরাজের নিকট সে অভিপ্রায় প্রকাশ করাত ভাল হয় নাই। এখন অগ্রে জানা কর্ত্তব্য—বর্দ্ধমানরাজ এখন আমাদের শত্রু না মিত্র?

"শত্রু—ভয়ঙ্কর শত্রু"—বলিতে বলিতে আলুলায়িতকেশা

এক সুন্দরী রমণী আসিয়া উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়ে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিল—সম্মুখে মুন্না বিবি। অল্পক্ষণ পরেই রহিম খাঁ প্রশ্ন করিলেন—"মুন্না বিবি, তুমি এ সংবাদ কিরূপে জানিলে ?"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুন্না কহিল—"খাঁ সাহেব, আমি জানি না—এ দুনিয়ায় এমন সংবাদ কি থাকিতে পারে ? আরো এক ভয়ঙ্কর গোপনীয় সংবাদ বলি শোন—রাজা কৃষ্ণরাম রায় তাহার পুত্র জগৎরামকে ঢাকার নবাব নাজিমের দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শোভা সিংহ তখন আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি উদ্দেশ্যে ?"

মুন্না। নবাব ফৌজ পাঠাইয়া তোমায় ধরিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া।

শোভা। কেন—আমার অপরাধ ?

মন্না বিবি এবার হাসিতে হাসিতে কহিল—"যাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর নাই—তুমি রাজদ্রোহী। মোগল রাজ্য ধ্বংশ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনপ্রয়াসী।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে তখন শোভা সিংহ কহিলেন—"কি সর্ব্বনাশ ! তবে এখন উপায় ?"

রহিম। এখনই বর্দ্ধমানরাজের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করা ভিন্ন আর অন্য উপায় কি থাকিতে পারে ? সেই বিশ্বাসঘাতকের এখনই উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

শোভা। কিন্তু গুরুদেব এখানে নাই—তাঁর আজ্ঞার বিরুদ্ধে—

রহিম খাঁ শোভা সিংহের কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—"কিন্তু বৰ্দ্ধমান রাজের এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতার কথা কি সে সময় স্বামীজী জানিতেন? এ সংবাদের বিন্দুমাত্র জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই সে সময় আপনার প্রস্তাবে তিনি সম্মতি প্রদান করিতেন। তিনি এখন কোথায়?"

শোভা। এখন যে কোথায় আছেন—আমি ত সে সংবাদ কিছুই জানি না।

মুন্না বিবি তৎক্ষণাৎ কহিল—"কিন্তু আমি সে সংবাদ জানি। তিনি সাহাজাদা আজিম-ওশ্বানের নিকট গিয়াছেন।"

শোভা সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি! সাহাজাদার নিকট গিয়াছেন কেন?"

মুন্না। যাহাতে ইংরেজ বাঙ্গালা মুলুকে কোন জমীদারী খরিদ করিতে না পারে—সেই চেষ্টায়।

শোভা। তবেত তাঁহার আর শীঘ্র ফিরিবার আশা নাই! পাঠান সর্দ্দার, আপনার মতই আমি শিরোধার্য্য করিলাম। আপনি আপনার অধীনস্থ সৈন্য লইয়া যে দিন আমার সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইবেন, সেই দিনই আমি বৰ্দ্ধমান অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিব।

মুন্না তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি কহিল—"তবে আমি আর এখানে থাকিব না—আমি চলিলাম।"

রহিম। কোথায় যাইবেন—বিবি সাহেব।

"আবার কোথায়? তোমাদেরই কার্য্যে—সেই বৰ্দ্ধমানে।" এই কথা বলিতে বলিতে মুন্না কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, আর উভয়ে তখন বিস্মিতনেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক সুন্দর ও সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ। সে প্রকোষ্ঠ দৈর্ঘে প্রায় বত্রিশ হাত। হর্ম্মতলে সেই পরিমাণ একখানি গালিচা বিস্তৃত। গালিচার উপর সারি সারি তাকিয়া। মধ্যস্থলে এক উচ্চ বিছানার উপর একটা প্রকাণ্ড তাকিয়া শোভা পাইতেছিল। সেই তাকিয়ায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া বর্দ্ধমানরাজ রাজা কৃষ্ণ-রাম রায় স্বর্ণখচিত আলবোলায় ধূমপান করিতে করিতে মধ্যাহ্নিক বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার ঈষৎ তন্দ্রা দেখা গেল। তখন হস্তস্থিত আলবোলার নলটি হস্তচ্যুত হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সে তন্দ্রা নিদ্রায় পরিণত হইল; তখন নাসিকাধ্বনিতে সেই নিস্তব্ধ-গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। এমন সময় সহসা বহির্দ্দেশ হইতে কে সে দ্বারে আঘাত করিল। সে আঘাতে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। আর দ্বারোদ্ঘাটনশব্দের সঙ্গে সঙ্গেই

কৃষ্ণরামের নিদ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল। কৃষ্ণরাম সন্ত্রস্তভাবে দ্বারোদ্ঘাটনকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি?"

আগন্তুক প্রণাম করিয়া নিবেদন করিল—"সংবাদ বড়ই ভয়ঙ্কর!"

আগন্তুক রাজসরকারের একজন দূত। রাজা শয়ন করিয়াছিলেন, দূতের কথায় উঠিয়া বসিলেন এবং ভয়বিহ্বলচিত্তে আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কিরূপ ভয়ঙ্কর আমায় খুলিয়া বল।"

দূত। শোভা সিংহ সসৈন্যে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। আর পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁও তাহার সহিত যোগ দিয়াছে। যদিও তাহারা বাঁকার পরপারে আছে, কিন্তু শীঘ্রই নগর আক্রমণ করিবে।

কৃষ্ণ। চৈৎ সিং এ সংবাদ জানে?

দূত। তাঁহাকে সে সংবাদ অগ্রে দিয়া মহারাজকে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

কৃষ্ণ। তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।

"যে আজ্ঞা"—বলিয়া দূত প্রস্থান করিল। কৃষ্ণরাম ধীর ও স্থিরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। রাজা চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার কতোয়াল চৈৎ সিং সম্মুখে উপস্থিত। রাজা কহিলেন—"চৈৎ সিং, এখন উপায়?"

চৈৎ সিং রণসাজে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। সেলাম করিয়া উত্তর করিল—"আমার সাজসজ্জা দেখিয়া কি বুঝিতে পারিতেছেন না মহারাজ? যখন বিপক্ষ একবারে দ্বারে আসিয়া

উপস্থিত, তখন আর অন্য উপায় কি থাকিতে পারে? এখন কেবল মহারাজের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছি। মহারাজের অনুমতি পাইলেই আমি সসৈন্যে গিয়া বিপক্ষের সম্মুখীন হইব। যাহাতে তাহারা বাঁকা নদীর এ পারে আসিতে না পারে, সে বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

রাজা। উত্তম—কিন্তু কৃতকার্য্য হইবে কি? শুনিতেছি —উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁও নাকি শোভা সিংহের সহিত যোগদান করিয়াছে। এরূপ প্রবল তুফানের মুখে ক্ষুদ্র তরী লইয়া যাওয়া উচিত কি না—সে বিষয়ও একবার বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

চৈৎ। এখন কি সে বিবেচনার সময় আছে মহারাজ যুদ্ধ ভিন্ন এখন আর অন্য উপায় কি আছে?

রাজা। অর্থ লোভেই তাহারা এ নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে, অর্থ পাইলেই তাহারা ফিরিয়া যাইতে পারে।

চৈৎ। এরূপ ঘৃণিত প্রস্তাব কি মহারাজের মুখে শোভা পায়? পরাজিত হই—যুদ্ধে এ জীবন বিসর্জ্জন দিব। মৃত্যুত একদিন নিশ্চয়ই হইবে, যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জনইত ক্ষত্রিয়ের বাঞ্ছনীয় মৃত্যু।

রাজা। এমন সময় আমার জগৎরাম এখানে নাই! তবে আমি নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু পরিবারগণকে কে রক্ষা করিবে? তাহারা বিপক্ষহস্তে পতিত হইলে তখন তাহাদের কি উপায় হইবে?

চৈৎ। বিপক্ষহস্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারাও না হয়

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। ক্ষত্রি রমণীর পক্ষে সে ত অতি সহজ কাজ।

রাজা কিছুক্ষণ নীরবে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"চৈৎ সিং তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম। তুমি সসৈন্যে এখনই রহনা হও, আমিও যুদ্ধার্থে শীঘ্রই তোমার অনুগমন করিব।"

এক লম্বা সেলাম করিয়া চৈৎ সিং তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। রাজা আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিলেন, এবং কিছু দূর গিয়া অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। ইহাই বর্দ্ধমানাধিপের অস্ত্রাগার। তাহাতে অনেক প্রকার অস্ত্র সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত ছিল। তীর, তরবারি, বর্শা, বন্দুক, বর্ম প্রভৃতি যথা স্থানে শোভিত ছিল। তিনি একটি সুদৃঢ় বর্মে সেই বিপুল দেহখানি আবৃত করিয়া কটিদেশে একখানি বহুমূল্য তরবারি ঝুলাইলেন। আর একখানি ক্ষুদ্র কিরিচও কটিবন্ধের নিম্নে লুক্কায়িত রাখিলেন। তাহার পর দক্ষিণ হস্তে এক বন্দুক গ্রহণ করিয়া সে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। দেখিতে দেখিতে দ্রুতগতিতে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজান্তঃপুর তখন মধ্যাহ্নিক ভোজনের কলরবে প্রতিধ্বনিত। অন্যান্য সকলের ভোজন শেষ হইলেও দাসদাসীগণের ভোজন তখনও শেষ হয় নাই - সেই কারণই এই কলরব। রাজা অন্তঃপুর চত্বরে প্রবেশ করিবা মাত্র, সেই কলরব নীরব হইল। যুদ্ধবেশে রাজাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাসদাসীগণের প্রা

ভয়ে তৎক্ষণাৎ গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! তাহাদের হাতের গ্রাস আর মুখে উঠিল না! কোন দিকে দৃষ্টিপাৎ না করিয়া রাজা রাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। রাণী অহল্যা সুন্দরী তখন সুকোমল শয্যায় বিশ্রামসুখ অনুভব করিতে ছিলেন, আর রাজকুমারীও তাঁহারই পার্শ্বে বসিয়া রামায়ণপাঠে অভিনিবিষ্টা। রাণী প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের সন্ধিস্থলে উপনীতা, কিন্তু কন্যা মানকুমারী তখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া, সুতরাং যৌবনোন্মুখী রাজকন্যার রূপরাশি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় যেন চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রাণী শয্যায় শায়িতা হইলেও নিদ্রিতা ছিলেন না। এরূপ অসময়ে যোদ্ধৃ-বেশে রাজাকে দেখিয়া মা ও মেয়ে উভয়েই একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিলেন—"এরূপ অসময়ে এ বেশে কেন রাজা?"

রাজা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"বড় বিপদ উপস্থিত রাণী। শোভা সিংহ সসৈন্যে বাঁকার অপর পারে আসিয়া উপস্থিত। শুনিতেছি—রহিম খাঁও নাকি তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে!"

সে কথা শুনিয়া রাণীর প্রাণ ভয়ে যেন কোথায় উড়িয়া গেল। বুকের ভিতর অকস্মাৎ গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। ভয়-বিহ্বলনেত্রে রাণী রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—মুখে আর একটি কথাও নাই। কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে কহিলেন—"তুমি কি যুদ্ধ করিতে যাইবে?"

রাজা। সেই উদ্দেশ্যেই তোমাদের নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।

রাণী। না—না—কিছুতেই তাহা হইবে না। এ বয়সে আমি তোমায় কিছুতেই যুদ্ধে যাইতে দিব না। ওগো—কথাটা শুনিয়াই আমার প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?

এই সময় মানকুমারী কহিল—"এ কি কথা মা! বিপক্ষ দ্বারে উপস্থিত—দাদা এখানে নাই, আর তুমি বাবাকে যুদ্ধে যাইতে নিবারণ করিতেছ?"

প্রফুল্লমুখে রাজা তখন কন্যাকে কহিলেন—"বেশ মা—বেশ। ক্ষত্রিয় কন্যার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছ।"

রাণীকে কহিলেন—"রাণী, আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিব না। এ সময় বিষণ্ণমুখে থাকিলে চলিবে না। আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।"

রাণী এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"আমার প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?"

মানকুমারী কহিল—"বাবা, আমার বড় দুঃখ—এ সময় দাদা বাড়ীতে নাই। তিনি থাকিলে, আমি আজ স্বহস্তে তাঁহাকে রণসাজে সাজাইতাম।"

কন্যার এই কথায় রাজার ম্লান মুখখানি পুনরায় প্রফুল্লিত হইল। রাজা মানকুমারীকে কহিলেন—"মা, যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তোমরা আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইবে ত?"

মানকুমারী উত্তর করিল—"বাবা, সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। ক্ষত্রিয়কন্যা আত্মরক্ষায় কখন পরাঙ্মুখ না।"

এই সময় রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"ও কি সর্ব্বনেশে কথা বলিতেছিস্ মা? ভগবান কি শেষে এমন করিবেন যে আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হইতে হইবে! তোর কথা শুনে আমার প্রাণ যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে মা।"

রাজা রাণীকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিলেন—"তুমি কেন কাঁদ রাণী? মন্দটাই আগে ভাবিতে হয়। ভগবান না করুন—যদি সে অবস্থাই হয়, সেই কারণ মানকুমারীকে আমি একটি উপদেশ দিয়া যাইতেছি।"

তাহার পর সস্নেহে মানকুমারীর চিবুক ধরিয়া কহিলেন—"দেখ মা, স্ত্রীলোকের আত্মরক্ষার ত অনেক উপায় আছে। তবে আত্মরক্ষার পূর্ব্বে যদি প্রতিশোধ লইতে পার, সে চেষ্টাও দেখিও। সেই কারণ এই বিষাক্ত অস্ত্র আমি তোমায় দিয়া চলিলাম।"

বলিতে বলিতে রাজা আপনার কটিবন্ধ হইতে সেই ক্ষুদ্র কিরিচখানি বাহির করিয়া কন্যার হস্তে প্রদান করিলেন। রাণী সে অস্ত্র দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন! মানকুমারী পিতার চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল—"বাবা, আশীর্ব্বাদ করুন—যদি আবশ্যক হয়, তবে আমি যেন সেই প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হই।"

রাজা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। যে অস্ত্র তোমায় দিলাম, সে অস্ত্রে যে দেহের এক বিন্দু শোণিতও পাৎ হইবে, তৎক্ষণাৎ সে দেহের মৃত্যু ঘটিবে—এই কথা মা, স্মরণ রাখিও। আমি চলিলাম—

তোমার জননীর রক্ষার ভারও তোমার উপর দিয়া চলিলাম। আর বিলম্ব করিতে পারি না. তবে আসি মা—আসি রাণা।”

এই কথা বলিয়া রাজা দ্রুতগতিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। অশ্রুপূর্ণলোচনে রাণী সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর মানকুমারী সেই পিতৃদত্ত কিরিচ খানি পুনরায় কোষবদ্ধ করিয়া অতি যত্নে আপনার বক্ষমধ্যে লুকাইয়া রাখিল!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈৎ সিং আপনার অধীনস্থ সৈন্যগণকে বাঁকা নদীর তীরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় বীরসাজে রাজা কৃষ্ণরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়াই চৈৎ সিংকে কহিলেন—"আমাদের একখানিও নৌকা দেখিতে পাইতেছি না কেন?"

চৈৎ সিং উত্তর করিল—"পাছে শত্রুরা সে সকল অধিকার করে, সেই কারণ সকল গুলি জলমগ্ন করিয়া রাখিয়াছি।"

রাজা। ভালই করিয়াছ, কিন্তু এরূপভাবে নদীতীরে একটি একটি সৈন্য দাঁড়করাইয়া রাখিলে চলিবে না। বিপক্ষেরা সংখ্যায় আমাদের সৈন্যবল অপেক্ষা যখন অনেক অধিক, তখন তাহাদের গতিরোধ করিবে কি রূপে? চর পাঠাইয়া জানিতে হইবে, তাহারা কোন্ ঘাটে নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের অধীনস্থ সৈন্যগণকে তাহারা অপর একত্রিত করিতে হইবে। তাহারা জলে নামিয়া যখন নদী পার হইবে, সেই সময় আমরা উপর হইতে বন্দুক চালাইতে থাকিব। বন্দুক আমাদের অধিক নাই, সুতরাং যে সকল বন্দুকাজ সৈন্য আছে, তাহা-

রাও সেই সঙ্গে থাকিবে। প্রথমে বন্দুক ও তৎপশ্চাতে তীরন্দাজ সৈন্য রাখা চাই। সেরূপ গুপ্ত চর পাঠান হইয়াছে কি?

চৈৎ। হাঁ, চারিজন গুপ্ত চর পাঠান হইয়াছে, কিন্তু এখনও একজনও ফিরিয়া আইসে নাই।

এমন সময় একজন গুপ্তচর আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। চৈৎ সিং তাহাকে দেখিয়াই কহিলেন—"এই যে গণেশ রাম। কি সংবাদ গণেশ রাম?"

গণেশ রাম উত্তর করিল—"বিপক্ষ সৈন্য বাবুঘাটেই পার হইবে। তাহারা বাবু ঘাটে জমায়েৎ হইতেছে।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি স্বচক্ষে ইহা দেখিয়া আসিয়াছ?"

গণেশ রাম উত্তর করিল—"আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিয়া আসিয়াছি।"

তখন রাজার আজ্ঞায় সকল সৈন্য বাবুঘাটের অপর পারে একত্রিত হইতে লাগিল।

এদিকে শোভা সিংহের ও রহিম খাঁর অধীনস্থ দেড় সহস্র সৈন্যকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এক ভাগের অধিনায়ক শোভা সিংহ স্বয়ং এবং অপর ভাগের পরিচালক রহিম খাঁ। শোভা সিংহের অধীনস্থ সৈন্যই বাবু ঘাটে একত্রিত করা হয়, কিন্তু রহিম খাঁ সে স্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অন্য এক ঘাটে পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। শোভা সিংহের সঙ্গে দুইটি কামান ছিল। নদীর অপর-পারে বর্দ্ধমান রাজের সৈন্য সমাবেশ দেখিয়া, শোভা সিংহ প্রথমেই সেই কামানদ্বয় দাগিতে অনুমতি দিলেন। কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ

নদীবক্ষ কম্পিত হইয়া দিক্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কামানের নিক্ষিপ্ত গোলা গিয়া নদীর অপর পারস্থিত বিপক্ষসৈন্য মধ্যে পতিত হইতে লাগিল। রাজাও অধীনস্থ সৈন্যগণকে বন্দুক ও তীর চালাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শোভা সিংহের সৈন্যগণ তখনও অদৃশ্য ছিল, আর যে চারিজন গোলন্দাজ সৈন্য সেই দুই কামান দাগিতেছিল, তাহারাও এরূপভাবে কামান সাইয়াছিল, যে বিপক্ষের বন্দুকের গুলি ও তীর তাহাদের গাত্র স্পর্শ করিতেও পারিল না। এ দিকে তাহাদের নিক্ষিপ্ত গোলা রাজার সৈন্যের সমূহ ক্ষতি করিতে লাগিল। এমন সময় পর একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল—"নদীর কামার পাড়ার ঘাটে পার হইয়া রহিম খাঁর অধীনস্থ সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন রাজপ্রাসাদ রক্ষা করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হইয়া ছিল। রাজাজ্ঞায় নদীতীরস্থ সমস্ত সৈন্য তখন প্রাসাদ রক্ষার্থে ধাবিত হইল।

অবিলম্বে প্রাসাদের সম্মুখে অবশিষ্ট রাজসৈন্য শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। রহিম খাঁর সৈন্য গিয়া তখন তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজা ও চৈৎ সিং অসীম সাহসে ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের ও কন্যা প্রভৃতি ও পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত ধনভাণ্ডার রক্ষার জন্য একজন বীরপুরুষের যতদূর যুদ্ধ করা সাধ্য, রাজা সে পক্ষে কোন ত্রুটী করিলেন না। আর প্রভুভক্ত বীর চৈৎ সিং আজ রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইল, তাহা বর্ণনাতীত। রহিম খাঁও রণক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়া বীরমদে উন্মত্ত। জয় পরাজয় কোন দিকে হয় বলা যায় না,—এমন সময় শোভা সিংহ সসৈন্যে

নদী পার হইয়া আসিয়া রহিম খাঁর সহিত যোগ দিলেন। তখন মিলিত উভয় সৈন্য সমস্বরে এক বিকট হুঙ্কার করিয়া উঠিল। সেই এক হুঙ্কারেই রাজসৈন্য একবারে নিরুৎসাহ হইয়া গেল। তাহার পর শোভা সিংহের সুশিক্ষিত সৈন্যগণ শ্রাবণের ধারার ন্যায় যখন বন্দুকের অজস্র গুলিবর্ষণ আরম্ভ করিল, তখন একে একে অধিকাংশ রাজসৈন্যই হত বা আহত হইতে লাগিল। এক গুলির আঘাতে প্রভুভক্ত বীর চৈৎ সিংহেরও পতন হইল, তখন অবশিষ্ট সৈন্য ভীত হইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু রাজা কৃষ্ণরাম তখনও সে অবস্থায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না, প্রধান তোরণদ্বার রক্ষার্থে যথাসাধ্য একাকী যুদ্ধ করিতেলাগিলেন। এমন সময় শোভা সিংহ সসৈন্যে হুঙ্কার করিয়া রাজার উপর আসিয়া পড়িলেন। রাজাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করাই শোভা সিংহের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু শোভা সিংহকে দেখিয়া রাজা ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্ফ প্রদান করিয়া যুদ্ধার্থে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন শোভা সিংহ আপনার উদ্দেশ্য ভুলি[illegible] গেলেন। রাজার সহিত অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক যুদ্ধের পরেই রাজা কৃষ্ণরাম রায়েরও পতন হইল। তখন শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর সৈন্যগণ একটা জয়োল্লাস করিয়া উঠি[illegible] এবং সেই জয়োল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নবাঁধ জলস্রোতে[illegible] ন্যায় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল। তখন লুণ্ঠনের এ[illegible] ধুম পড়িয়া গেল। শোভা সিংহ ও রহিম খাঁ বর্দ্ধমান [illegible] ভাণ্ডারস্থিত বংশাবলি সংগৃহিত ধনরাশি বিনা বা[illegible] হস্তগত করিলেন। উন্মত্ত সৈন্যেরা প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্র[illegible] করিতেছিল এবং বহুমূল্য দ্রব্যাদি যে যাহা পাইল, আত্ম[illegible]

করিতে লাগিল। রাজার বহির্বাটী তখন একবারে জনমানবশূন্য। সুতরাং শত্রুর পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দেয়,এমন কেহই তখন সেখানে ছিল না।

লুণ্ঠনকার্য্য শেষ হইলে শোভা সিংহ রহিম খাঁকে কহিলেন —"দেখুন খাঁ সাহেব, আপনি এখনই এই রাজপুরী ও নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করুন। কি জানি—জগৎরাম নবাব বা অন্য কাহার ফৌজ লইয়া নগর ও পুরী উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারে। সৈন্যগণকে বিশেষ করিয়া বলিবেন—নগরবাসী ও পুরবাসী কাহার উপর কোনরূপ অত্যাচার যেন না করে। আর এক কথা—আমি একাকী রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিব—তথায় আর সকলের প্রবেশ নিশেধ জানিবেন।"

রহিম খাঁ অবনতমস্তকে উত্তর করিলেন—"আপনার হুকুম যথাসাধ্য তামিল হইবে।"

তাহার পর শোভা সিংহ প্রফুল্লমনে মানকুমারীদর্শনে অন্তঃপুর দিকে চলিলেন। রাজবাটী রাজভৃত্যশূন্য হইলেও অন্তঃপুর দ্বারে শোভা সিংহ এক ব্যক্তিকে লাঠিহস্তে দণ্ডায়মান দেখিলেন। সে অন্য কেহ নহে—সে সেই রাজকুমারেরই অনুগত ভৃত্য রঘুরাম। রঘুরামের নিকট অন্য অস্ত্র ছিল না—কেবল মাত্র ছিল—এক লাঠি। রঘুরাম দূর হইতে শোভা সিংহকে অন্তঃপুর দ্বার দিকে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ রহ।"

রঘুরামের সাহস দেখিয়া শোভা সিংহ প্রথমে বিস্মিত হইলেন। তাহার পর মনে মনে একটু হাসিয়া কহিলেন—

"আমি কোন কু-অভিপ্রায়ে এখানে আসি নাই। রাণী ও রাজকুমারীকে সান্ত্বনা করিতেই আসিয়াছি।"

রঘুরাম শোভা সিংহকে কখনও দেখে নাই। সে যোদ্ধৃবেশী অপরিচিত যুবার মুখে উপরোক্ত কথা শুনিয়া বিস্মিতস্বরে কহিল—"রাণী ও রাজকুমারীকে সান্ত্বনা করিতে! কে তুমি—পরিচয় দাও।"

শোভা সিংহ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—"আমি—আমি শোভা সিংহ।"

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র হঠাৎ সম্মুখে শিকার দেখিতে পাইলে, যেমন উল্লাসে একটা গর্জ্জন করিয়া উঠে, সেইরূপ একটা বিকট হুঙ্কার ছাড়িয়া রঘুরাম কহিল—"রঘুরাম বাঁচিয়া থাকিতে, শোভা সিংহ কখনই অন্দরে যাইতে পারিবে না। প্রভুহন্তা ডাকাতকে উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া রঘুরামও কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিবে না।"

বলিতে বলিতে রঘুরাম বন্ বন্ শব্দে লাঠি ঘুরাইতে লাগিল। বিস্মিতনেত্রে শোভা সিংহ দেখিলেন—একজন ক্ষুদ্র লাঠিয়াল তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! এরূপ একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকাবধে তাঁহার আদৌ প্রবৃত্তি ছিল না, কেবল আত্ম রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি কোষ হইতে অসি মুক্ত করিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য্য! রঘুরাম তাহাতেও ভীত হইল না। বন্ বন্ শব্দে লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিল! তখন শোভা সিংহ অগত্যা আক্রমণকারীর বিপক্ষে অসি চালনা করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুক্ষণ অসি ও লাঠিতে একটা তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে লাঠিয়ালের অপূ

লাঠিচালনাকৌশল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন! অসির আঘাত লাঠির দ্বারা এরূপভাবে যে নিবারিত হইতে পারে, পূর্ব্বে শোভা সিংহের সে ধারণা ছিল না। তাহার পর সেই লাঠির আঘাতে যখন তাঁহার দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ অসি দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তখন তিনি একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীকে আর অবজ্ঞা করা চলে না। তখন ক্রোধপ্রদীপ্ত শোভা সিংহ সেই লাঠিয়ালকে হত্যা করিবার মানসে ক্ষীপ্রহস্তে আপনার কোটিবন্ধসংলগ্ন এক গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেন। নির্ভীক রঘুরাম তাহাতেও ভীত না হইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে কেবল লাঠি ঘুরাইতে লাগিল! উপর্য্যুপরি দুইবার পিস্তলের শব্দ হইল, কিন্তু তখনও সেই অন্তঃপুর দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রঘুরাম অক্ষত শরীরে কেবল লাঠি ঘুরাইতেছে! রঘুরাম কি কোন যাদুমন্ত্র জানে নাকি? বিস্মিত ও স্তম্ভিত শোভা সিংহের মনে তখন কেবল এই প্রশ্নই বারম্বার উত্থিত হইতে লাগিল।

এ দিকে পিস্তলের শব্দে আকৃষ্ট হইয়া হিম্মৎ সিংহ শতাধিক সৈন্য লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হিম্মৎকে সমস্ত ঘটনা শোভা সিংহ সংক্ষেপে কহিলেন, এবং উভয় ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রঘুরামকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিতে সৈন্যগণকে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রে সেই শতাধিক সৈন্য রঘুরামকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহাকে ধৃত করিতে আর কাহারও সাহসে কুলাইল না। নির্ভীক রঘুরাম তখনও একস্থলে দাঁড়াইয়া অবিশ্রান্ত বেগে কেবল বন্ বন্ শব্দে লাঠি ঘুরাইতে ছিল। শোভা সিংহ বিরক্ত হইয়া সৈন্যগণকে

তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। তখন চারিদিক হইতে সৈন্যগণ তাহাকে ধরিতে গেল। চব্বিশজন সৈন্য ভূতলশায়ী হইবার পর, রঘুরাম ধৃত হইল। স্বচ্ছন্দবনবিহারী পশুরাজ পিঞ্জরাবদ্ধ হইলে ক্রোধে যেরূপ ফুলিতে থাকে, ধৃত হইয়া রঘুরামও সেইরূপ ফুলিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এইবার কম্পিতহৃদয়ে ধীরে—অতি ধীরে একাকী শোভা সিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রণক্ষেত্রে যে বীরের হৃদয় কিঞ্চিৎমাত্রও বিচলিত হয় নাই, কি জানি কেন—এখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবামাত্র সেই বীরের হৃদয় যুগপৎ কম্পিত হইয়া উঠিল! শোভা সিংহ দেখিলেন—অন্তঃপুর জনমানব শূন্য—কোন সাড়াশব্দ নাই! আকুলপ্রাণে চমকিতনেত্রে তিনি চারিদিক চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সকল প্রকোষ্ঠই শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, কেবল দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠ ভিতর হইতে অর্গলাবদ্ধ। বুঝিলেন—সেই প্রকোষ্ঠই মানকুঞ্জ—তথায় তাঁহার মানময়ী মানকুমারী বিরাজ করিতেছে। ধীরে ধীরে আঘাত করিতে করিতে কহিলেন—“কোন ভয় নাই—এ গৃহের মধ্যে কে আছ—দরজা খুলিয়া দাও।”

এই কথা তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ভিতর

হইতে কোন উত্তরই তিনি পাইলেন না। অবশেষে কহিলেন —"এ গৃহের দরজা ভঙ্গ করা আমার পক্ষে কঠিন নহে, কিন্তু যাঁহারা এই গৃহের মধ্যে আছেন, পাছে তাঁহাদের সম্মানের হানি হয়, এই ভয়ে দরজা ভাঙ্গিবার আমার ইচ্ছা নাই। অনুগ্রহ করিয়া দরজা খুলুন।"

তখন গৃহের মধ্যে অস্ফুট কথোপকথনের শব্দ শোভা সিংহ বাহির হইতে শুনিতে পাইলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই সেই অর্গলাবদ্ধ দরজা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। সে গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াই বাহির হইতে শোভা সিংহ দেখিলেন— এক রোরুদ্যমানা প্রৌঢ়া মহিলাকে তাঁহার সেই চিত্তহরণকারিণী অপূর্ব্ব সুন্দরী সান্ত্বনা করিতেছে, আর অন্য এক সুন্দরী দরজা খুলিয়া দিয়া ভয়বিহ্বলনেত্রে তাঁহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বুঝিলেন—সেই প্রৌঢ়া মহিলাই বর্দ্ধমান রাজমহিষী। তখন সসম্ভ্রমে তিনি কহিলেন—"বিধাতার মনে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন আর আপনাদের অন্য কোন ভয় নাই। আপনারা পূর্ব্বে যে ভাবে এই অন্তঃপুর মধ্যে বাস করিতেছিলেন, এখনও সেই ভাবে বাস করিবেন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি—আপনাদিগের উপর কোনরূপ অত্যাচর হইবে না। আপনারা পুরাঙ্গনা, আপনাদের সহিত আমাদের কোন বিবাদই নাই।"

সেই দ্বারোন্মুক্তকারিণী সুন্দরী ধীরে ধীরে কহিল— "আপনি কে?"

"এ অধীনের নামই শোভা সিংহ।"—বলিয়াই শোভা সিংহ মস্তক অবনত করিলেন। সে কথা শুনিয়াই অহল্যা সুন্দরী মুচ্ছিতা

হইলেন এবং মানকুমারীর হৃদয়ও কম্পিত হইল। কিন্তু সুরবালা কোনরূপ ভীত না হইয়া কহিল—"বন্দিনীদিগের প্রতি আপনার এই সৌজন্য ব্যবহার—চিরকাল আমাদের স্মরণ থাকিবে। এক্ষণে রাণী-মা ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাইতেছেন, একজন চিকিৎসক পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষার উপায় করুন। আর মহারাজ ও চৈৎ সিংহের অন্তেঃষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত আয়োজন আপনি করিবেন কি ?"

"এ অধীন যথাসাধ্য সে কর্ত্তব্য সাধন করিবে।" এই বলিয়া শোভা সিংহ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া শোভাসিংহের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল—তথায় রাজবৈদ্য প্রেরণ। তাহার পর তিনি রাজা ও রাজকতোয়ালের যথোপযুক্ত অন্তেঃষ্টিক্রিয়ায় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই কার্য্য শেষ হইতে রাত্রি প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল। এতক্ষণের পর তিনি বিশ্রামসুখানুভবের অবসর পাইলেন। শয্যায় শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু এরূপ গুরুতর পরিশ্রমের পর, তাঁহার যেরূপ সুনিদ্রা হওয়া উচিত, সেরূপ নিদ্রা কিছুই হইল না। অবশিষ্ট অধিকাংশ রাত্রি তিনি নিদ্রা অপেক্ষা মানকুমারীর চিন্তায় অধিকতর সুখানুভব করিতে লাগিলেন। যদি বা অল্পক্ষণস্থায়ী তন্দ্রা আসিল, সে তন্দ্রায় তিনি কেবল মানকুমারীকেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

এ দিকে মানকুমারীর দুঃখের নিশি অতিকষ্টে প্রভাত হইয়া গেল। রাজবৈদ্যের ঔষধের গুণে এখন তাহার জননী আর সেরূপ মূর্চ্ছা যাইতে ছিলেন না। কন্যা ও সুরবালার শুশ্রূষা ও সান্ত্বনায় তিনি এখন কতকটা প্রকৃতিস্থও হইয়াছেন।

এমন সময় সেই পাগলিনী বৈষ্ণবী আসিয়া তাহাদের অর্গলাবদ্ধ দ্বারে ধীরে ধীরে আঘাত করিল। সুরবালা উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া বৈষ্ণবীকে পূর্ব্বাহ্ণেই দেখিতে পাইয়াছিল, সুতরাং আঘাৎ শুনিবামাত্র দ্বার খুলিয়া দিল। অতি বিমর্ষভাবে পাগলিনী সেই গৃহে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোন কথাই নাই। অবশেষে পাগলিনীই প্রথম বক্তা হইল। বলিল—"তোমরা আমায় একটু আশ্রয় দিবে ?"

সে প্রশ্নের উত্তরে সুরবালা কহিল—"আমরাই যখন নিরাশ্রয়, তখন আমরা আশ্রয় দিব কিরূপে ?"

পাগ। তোমরা নিরাশ্রয়ই বলেই—আমি তোমাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। তোমরা এ সময় আসল কথা ভুলিয়া যাও কেন ? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যে আমার সেই ব্রজেশ্বর। তাঁহাকে ডাক—প্রাণভরে—মনভরে একবার ডাক দেখি—ডাকিলে তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু ডাকিবার মতন ডাকা চাই,দেখিবে—মথুরার রাজকার্য্য তুচ্ছ করে তোমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একবার ডাক না—একবার ভাল করিয়া ডাকিয়া দেখ না—যথার্থ তিনিই একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। আমি পাপিষ্ঠা—"

বলিতে বলিতে নয়নাশ্রুতে বৈষ্ণবীর কপোলদেশ প্লাবিত হইতে লাগিল। বৈষ্ণবী কাঁদিল—কিছুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল। সে ক্রন্দনের পর, তাহার সে ভাব দূর হইল—পাগলিনী হাসিল। পাগলিনী হাসিল বটে, কিন্তু সে হাসি খল্‌খল্‌ অট্টহাসি নহে, বৈদ্যুতিক জ্যোৎস্নাময়ী হাসি। হাসিতে হাসিতে পাগলিনী কহিল—"এখন ত তোমাদের দাসদাসী

কেহ নাই, আমায় একটু স্থান দিবে কি? আমি তোমাদের দাসী হইয়া থাকিব।"

এরূপ বিপন্ন অবস্থায় পাগলিনীর উপরোক্ত কথায় তিন জনেই সে বিপদের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেল। স্বচ্ছ সরোবরজলতলের ন্যায় পাগলিনীর নির্ম্মল হৃদয়নিহিত স্নেহরাশি দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইল! পাগলিনী এই সময় একবার সচকিতে চারিদিক চাহিয়া কহিল—"এই যে কাণ্ডটা হইয়া গেল, এটা কোন্ পর্ব্ব?"

পাগলিনীর এই প্রশ্নে পুনরায় তখন সেই উপস্থিত বিপদের কথা তাহাদের মনে জাগিয়া উঠিল। তথাপি সুরবালা উত্তর করিল—"এটা বোধ হয়, উদ্যোগ পর্ব্ব।"

পাগলিনী শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"ও মা! তবেত স্বর্গারোহণ পর্ব্বের এখনও অনেক দেরী! তা তোমরা বল আর না বল, আমি এখানে থাকি মা, থাকি।"

সুরবালা কহিল—"তা থাক। এখন রাণী-মার সেবা কর। আমরা একবার বাহির হইতে আসি।"

এই কথা বলিয়া সুরবালা মানকুমারীকে সঙ্গে লইয়া সে প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিল। সেই সময় পাগলিনী বলিল—"দেখ, যেন দুর্য্যোধনের হাতে পড়িও না।"

পাগলিনীর এই কথায় সুরবালার অনেক কথাই মনে পড়িল। কোন নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া মানকুমারীর মনোভাব জানিবার জন্য তাহার বড়ই কৌতূহল জন্মিল। কিন্তু এ সময়ত সকল স্থানই নিভৃত, সুতরাং অদূরে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তাহাদের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতে লাগিল।

সুরবালা। আমরা ত শোভা সিংহের বন্দিনী। সেই শোভা সিংহ তোমার প্রণয়াভিলাষী—সেই শোভা সিংহ আবার তোমার পিতৃহন্তা। এখন উপায় কি রাজকুমারী?

রাজকুমারী। উপায় ভগবান।

সুরবালা। তা'ত জানি—কিন্তু এখন আমরা কোন্ পথে চলিব?

রাজকুমারী। ধর্ম্ম পথে।

সুরবালা। কিন্তু শোভা সিংহও যে তোমায় ধর্ম্মপত্নী করিতে চায়।

রাজকুমারী। সে অধিকার শোভা সিংহের নাই, অন্ততঃ এখনও হয় নাই। শোভা সিংহ মাত্র বর্দ্ধমান জয় করিয়াছে, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ এখনও জয় করে নাই। শোভা সিংহ এখনও জেতা নামে অভিহিত হইতে পারে নাই—শোভা সিংহ এখনও একজন সামান্য বিদ্রোহী মাত্র। আমায় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার তাহার কি অধিকার সুরবালা?

"আর শোভা সিংহ যদি বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গবিজেতা নাম গ্রহণ করিতে পারে?"—বলিতে বলিতে স্বয়ং শোভা সিংহ সেই বারাণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আকাশে বহুদূরব্যাপী বিদ্যুৎ হঠাৎ চমকিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে প্রাণটা যেরূপ চমকিত হয়, সেইরূপ চমকিত প্রাণে মানকুমারী উত্তর করিল—"তাহা হইলে পিতৃহন্তাকেও স্বইচ্ছায় বরণ করিয়া মানকুমারী আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে। পিতৃহন্তাকে হৃদয়দানে অক্ষম হইলেও, পাণিগ্রহণে বাধা দিবে না।"

উত্তর শুনিয়া শোভা সিংহও একবারে স্তম্ভিত হইলেন, আর

বিস্মিতনেত্রে মানকুমারীর সেই উত্তেজিত আরক্তিম মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া শোভা সিংহ এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন---"তিনিত মহাপুরুষ যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করা উচিত নয়।"

এবার অধিকতর উত্তেজিতকণ্ঠে মানকুমারী কহিল—"যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিলে আমরাও শোক করিতাম না। কিন্তু সেটা কি যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন—না, দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ? শোভা সিংহ যোদ্ধা—না শোভা সিংহ দস্যু?"

বলিতে বলিতে উন্মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় মানকুমারী সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরবালাও তাহার অনুগামিনী হইল। নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ শোভা সিংহ কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে নিম্নতলে নামিয়া আসিলেন। অন্তঃপুরচত্বরে তাঁহার সহিত মুন্না বিবির সাক্ষাৎ হইল। মুন্নাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"মুন্না বিবি! তুমি এখানে?"

মুন্না উত্তর করিল—"কেন—আমি ত তোমাদের পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানে আসিয়াছি। আসিবার সময় তোমায়ত সে কথা বলিয়া আসিয়াছিলাম, এখন স্মরণ নাই কি?"

শোভা। হাঁ, স্মরণ আছে। কিন্তু কি প্রয়োজনে আসিয়াছ—তখন সে কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

মুন্না। আমার নিজের আবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে? এখন তোমাদের প্রয়োজনই আমার প্রয়োজন। প্রয়োজনটা শোন—পথে চটিতে চটিতে কে তোমাদের সৈন্যের রসদ যোগাইয়া

ছিল? সে এই মুন্না বিবি! বর্দ্ধমানরাজের সৈন্যসমাবেশ সংবাদ কে দিয়াছিল—সে এই মুন্না বিবি। বাবুঘাটে ও কামার পাড়ার ঘাটে যে অল্পজল, সুতরাং পারাপারের সুবিধা—এ সংবাদ কে দিয়া ছিল?—সে এই মুন্না বিবি। এখন আমার প্রয়োজন বুঝিলে?

শোভা। এখানে এখন কি প্রয়োজনে আসিয়াছ মুন্না?

মুন্না। তোমারই প্রয়োজনে।

শোভা। মুন্না—মুন্না—তুমি আমার যথার্থই হিতৈষিণী। আমার আর একটি উপকার কর। যাহাতে রাজকুমারী আমায় ভালবাসে, এই খানে থাকিয়া প্রাণপণে তুমি সেই চেষ্টা কর।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে শোভা সিংহের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মুন্না গর্জ্জিয়া উঠিল—"সয়তান! এইরূপে তুমি মোগলবিজয়ী হইবে? তোমার আস্নাইয়ের কার্য্যে আমায় নিযুক্ত রাখিয়া আমার বিনা সাহায্যে তুমি বাঙ্গালাদেশ জয় করিবে? এখানে আমার কি প্রয়োজন শোন—আমি তোমায় খুঁজিতেছি। কেন জান? রহিম খাঁ তোমার জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। এখানকার সমস্ত বন্দোবস্ত তাহার সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে—এখন চল, এখান হইতে এখনই চল; কিন্তু যাইবার পূর্ব্বেই প্রাণ থেকে তোমার ঐ নীচ জঘন্য ভালবাসাটাকে উৎপাটিতকরিয়া ফেল। আর সেইস্থানে বিজয়লালসা রোপিত কর—তবে এই বিশাল মোগলরাজ্য ধ্বংশ করিতে সক্ষম হইবে, নচেৎ কিছুতেই নয়। এখন আইস—"

মুন্নার কথায় প্রভুভক্ত সারমেয়ের ন্যায় শোভা সিংহ তাহার অনুগমন করিলেন।

—০:০:০—

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যশোহর চাক্‌লার মির্জ্জানগর কপোতাক্ষ নদীতীরে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান ফৌজদারের নাম— নুর-উল্লা খাঁ। নুর-উল্লা নামে যশোহরের ফৌজ-দার হইলেও, প্রকৃত পক্ষে যশোহর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদনীপুর ও হিজ্‌লীর ফৌজদার ছিলেন। সে কেবল তাঁহার তীক্ষ্মবুদ্ধিশালী ও দূরদর্শী দেওয়ান রামভদ্র রায়ের অসাধারণ বুদ্ধিবলে। নচেৎ নুর-উল্লার সেরূপ কোন গুণই ছিল না। এরূপ বৃদ্ধ ভীরু ও অকর্ম্মণ্য ফৌজদার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

মির্জ্জানগর এক সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। আজও তাহার ধ্বংশাবশেষ অতীত গৌরেব প্রমাণস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কপোতাক্ষ নদী সে সময় নানাদেশের বাণিজ্য তরীকে

পরিপূর্ণ থাকিত। দেশ দেশান্তর হইতে বণিকগণ এই নগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। নদীর যে ঘাটে এই সকল বাণিজ্যতরী আসিয়া লাগিত, সাধারণ লোকে তাহার "বেণে ঘাট" নাম করণ করিয়াছিল। এই বেণে ঘাটে বাণিজ্যতরীর মধ্যে আজ একখানি বজরা আসিয়া নঙ্গর করিল। বজরা মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া তীরে নামিল। এই দুই জনই আমাদের পরিচিত। প্রথম বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎরাম, আর দ্বিতীয় তাঁহারই অনুগত ভৃত্য রঘুরাম। জগৎ রাম ঢাকার নবাব সরকার হইতে ফৌজদারের নামে এক পরোয়ানা লইয়া মির্জ্জা নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং সে পরোয়ানা নুর উল্লা খাঁর নামে ছিল। পরোয়ানায় তাঁহাকে শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনের আদেশ প্রকটিত। রঘুরাম শোভা সিংহ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া ছিল বটে, কিন্তু রঘুরামের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী সুচতুর লাঠিয়ালকে অধিকক্ষণ বন্দীভাবে থাকিতে হয় নাই। সেই দিন রাত্রেই প্রহরীগণের চক্ষে ধূলি দিয়া রঘুরাম পলায়ন করে। কিন্তু পলায়ন করিয়া রঘুরাম আর এখন কোথায় যাইবে? ঢাকায় তাহার প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কেবল লাঠির উপর ভর করিয়া এক অদ্ভুত কৌশলে দিবারাত্র অবিশ্রান্ত দৌড়িয়া দশদিনের পথ তিন দিনেই রঘুরাম ঢাকায় পৌছায়। রঘুরামের মুখে জগৎরাম বর্দ্ধমানের সমস্ত সংবাদ জানিতে পারেন। হঠাৎ শোভা সিংহের বর্দ্ধমান আক্রমণ, যুদ্ধে পিতার মৃত্যু, পরাজয়ে জননী ও ভগিনী প্রভৃতি বন্দিনী—আকস্মিক এই সকল ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার সংবাদে প্রথমে তিনি একবারে অধীর হইয়া

পড়িলেন। এরূপ বিপদে কি করিবেন—প্রথমে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শেষে বৈরনির্য্যাতনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত স্থির হইল। নবাব ইব্রাহিম খাঁর দরবারে আর্জ্জি করিয়া অনেক কষ্টে শোভা সিংহের দমনের পরোয়ানা বাহির করিলেন। সেই পরোয়ানা লইয়াই আজ জগৎরাম মির্জ্জা নগরে উপস্থিত হইয়াছেন।

নগর তোরণে প্রবেশ করিয়া নগরের বড় সড়ক দিয়া তিনি ফৌজদারের প্রাসাদ অভিমুখে চলিয়াছেন, সঙ্গে একমাত্র প্রভুভক্ত রঘুরাম—এমন সময় হঠাৎ একটা কোলাহল তাঁহার কর্ণে গিয়া পশিল। আর সম্মুখে দেখিলেন—অসংখ্য লোক চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে, এবং তাহারাই সেই কোলাহলের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—এক মাউথহীন সুসজ্জিত মত্ত-মাতঙ্গ দৌড়িয়া আসিতেছে। মাতঙ্গ পৃষ্ঠের হাওদার উপর ষোড়শ বর্ষীয় এক বালক। মাতঙ্গ যেরূপ উন্মত্ত দেখা গেল, তাহাতে সেই বালকের জীবনে আশায় সকলেই হতাশ। সেই কারণেই এই সকল লোক কেবল 'হা হুতাশ' করিয়া কোলাহল উত্থিত করিতেছিল। এত লোক, তত্রাচ সেই মাতঙ্গ পৃষ্ঠ হইতে বালককে রক্ষা করে, এমন সাহস কাহার হইল না।

জগৎরাম যখন সেই মত্তমাতঙ্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন রঘুরাম একবার প্রভুর দিকে চাহিল। জগৎরাম সে চাহনির অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতেই অনুমতি দিলেন। প্রভুর অনুমতি পাইয়া রঘুরাম লাঠিহস্তে সেই দ্রুতগামী উন্মত্ত মাতঙ্গের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সাহস দেখিয়া সকলেই তাহারও জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া

"হাঁ হাঁ" করিয়া উঠিল। কিন্তু রঘুরামের লাঠিচালনার কৌশলে যখন সেই উন্মত্ত হস্তী স্থির হইল, তখন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। হস্তী স্থির হইতে না হইতেই জগৎরাম হস্তীপৃষ্ঠ হইতে বালককে উদ্ধার করিলেন। আর চারিদিক হইতে অমনি একটা ভয়ঙ্কর আনন্দ কোলাহল উত্থিত হইল। বালক অপর কেহ নহে—এখানকার ফৌজদার নুরউল্লা খাঁরই একমাত্র পুত্র জবরদস্ত খাঁ। জবরদস্ত খাঁর জীবন রক্ষা হওয়ায় অনেকেই জগৎরাম ও রঘুরামের পরিচয় জানিতে ব্যগ্র হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সুবোধরাম রায়ের নামই উল্লেখযোগ্য।

সুবোধ রাম ফৌজদারের দেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুত্র। রামভদ্র বঙ্গজ কায়স্থ। সুবোধ দৌড়িয়া আসিয়া জগৎ রামকে কহিলেন—"মহাশয়, আপনাকে একজন বিদেশী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আপনি ও আপনার সঙ্গী আজ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের সহিত পরিচিত হইতে আমি নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি—অনুগ্রহ করিয়া পরিচয় প্রদান করুন।"

জগৎরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আমার পরিচয় এখন আপনাকে আর কি দিব? সে দিন কখন হয়, তখন পরিচয় দিব। আপনার অনুমান ঠিক—আমি একজন বিদেশী বটে। এই মাত্র নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এখনও বজরায় সমস্ত দ্রব্যাদি রহিয়াছে, একটা বাসার অনুসন্ধানে আমরা বাহির হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার একটা বাসা স্থির করিয়া দিলে, বড়ই অনুগৃহীত হইব।"

সুবোধ। কি উদ্দেশ্যে এখানে আশা হইয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিতে বাধা আছে কি ?

জগৎ। নবাবের নিকট হইতে এক পরোয়ানা লইয়া আমি ঢাকা হইতে এই নগরে এই মাত্র পৌঁছিয়াছি।

সুবোধ। পরোয়ানার বিষয়টা কি জানিতে পারি কি ?

জগৎ। বিদ্রোহী শোভা সিংহের দমনের হুকুম ইহাতে আছে। চেতোয়া বর্দ্দার শোভা সিংহ যে বিদ্রোহী হইয়াছে—সে সংবাদ আপনারা জানেন কি ?

সুবোধ। হঁা, আমি পিতার মুখে সে কথা শুনিয়াছি। শোভা সিংহ বৰ্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়কে পরাজিত করিয়া বৰ্দ্ধমান অধিকার করিয়াছে—সে সংবাদও আমি জানি।

জগৎ। আপনার পিতা কে ?

সুবোধ। আমার পিতার নাম রামভদ্র রায়। তিনিই ফৌজদারের দেওয়ান।

জগৎ। আপনি সেই দেওয়ানজীর পুত্র ? আপনাকে আমার প্রকৃত পরিচয় দিবার এখন আর কোন বাধা নাই। আমিই সেই বৰ্দ্ধমান রাজকুমার হতভাগ্য জগৎরাম।

সুবোধ। আর কোন কথা বলিতে হইবে না, এখন আর এখানে অপেক্ষা করিবারও আবশ্যক নাই। চলুন—অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাড়ীতে চলুন। আমি যদি আপনার কোন উপকার করিতে পারি—সে পক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

জগৎ। এই অযাচিত বন্ধুভাব আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আজ হইতে আপনি আমার বন্ধু হইলেন। আপনার গৃহে যাইতে আর আমার দ্বিধা নাই।

সুবোধ। সে গৃহ এখন আপনার নিজের গৃহ মনে করিবেন। তবে আসুন।

এই কথা বলিয়া সুবোধরাম অগ্রে অগ্রে চলিলেন, আর তাঁহার পশ্চাতে জগৎরাম, এবং জগৎরামের পশ্চাতে রঘুরাম চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজীর বাড়ী পৌছিয়াই সুবোধরাম সম্মুখে পিতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সুবোধরাম কহিলেন—"বাবা, আজ আমাদের বড়ই শুভ দিন। বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎরাম আমাদের গৃহে অতিথি।"

জগৎরাম তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"কেবল অতিথি নই,—শরণাগত, কারণ আমি বড়ই বিপন্ন।"

রামভদ্র রায় রাজকুমারের বিশেষ আদর ও অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—"আমার দ্বারা যতদূর উপকার হওয়া সম্ভব, সে পক্ষে কোন ত্রুটি হইবে না।"

সুবোধরাম কহিলেন—"শোভা সিংহের বিদ্রোহ দমনের জন্য নবাব সরকার হইতে ফৌজদারের উপর একখানা পরোয়ানাও ইনি আনিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্যেই ইনি মির্জ্জা নগরে উপস্থিত।"

রামভদ্র পুত্রের কথার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"নবাব উপযুক্ত পাত্রে এ ভার অর্পণ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে

হয় না। কারণ শোভা সিংহের সহিত রহিম খাঁ যোগ দিয়াছে। আর ক্রমে ক্রমে বহু হিন্দু ও পাঠান সৈন্য তাহাদের দলভুক্ত হইতেছে। আমাদের সরকারে সেরূপ সৈন্য বল নাই যে, এরূপ প্রবল শত্রুকে দমন করিতে পারে। আর ফৌজদারও এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন। কোনরূপ যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার আদৌ উৎসাহ নাই। আমি প্রভুনিন্দা করিব না, তিনি কৃতকার্য্য হইলে বরং বড়ই সুখী হইব।"

সুবোধ। আবার রাজকুমার নগরে পৌছিয়াই ফৌজদারের এক বিশেষ উপকারও করিয়াছেন।

রাম। কি উপকার?

সুবোধ। জবরদস্ত খাঁর জীবন রক্ষা করিয়াছেন।

পুত্রের এই কথায় দেওয়ানজী বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"কি রূপে?"

তখন বড় সড়কের উন্মত্ত হস্তীর সমস্ত ঘটনা সুবোধরাম পিতৃসন্নিধানে বর্ণনা করিলেন। সে কথা শুনিয়া দেওয়ানজী কহিলেন—"ভালই হইয়াছে। এই ঘটনা ফৌজদারের রাজকুমারকে সাহায্য প্রদানের বিশেষ প্রবর্ত্তক হইবে।"

এই সময় রাজকুমার কহিলেন—"আর আপনার ন্যায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আমার সহায় হইলে, আমি এ সরকার হইতে বিশেষ সাহায্য পাইব—আশা করিতে পারি।"

রামভদ্র কহিলেন—"রাজকুমার, সে পক্ষে কোন ত্রুটি হইবে না। আপনার ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলে আমি নিজেকেই ধন্য মনে করিব।"

সুবোধরাম পুনরায় কহিলেন—"বাবা, রাজকুমার আমার

বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আপনাকে অধিক কথা আর কি বলিব—এরূপ বিপন্ন বন্ধুর জন্য আমি নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত।”

রামভদ্র রায় কহিলেন—“তোমার বন্ধু নিশ্চয়ই এখন বড় ক্লান্ত হইয়া থাকিবেন। তুমি বিধিমতে তাঁহার শারিরীক ক্লান্তি ও মানসিক চিন্তা দূরের ব্যবস্থা কর। আমি তোমার উপর সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। আজ আর রাজকুমারের দরবারে যাইবার আবশ্যক নাই। আগামী কল্য সে ব্যবস্থা আমিই করিব।”

এই কথা বলিয়া দেওয়ানজী কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন এবং দেওয়ানখানার সরকারী কার্য্য শেষ হইবার পর, ফৌজদার নুর-উল্লার সহিত তাঁহার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

নুর। দেওয়ানজী, আজ জবরদস্তের জীবন বড়ই শঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। দাঁতলা হাতী যেরূপ ক্ষেপিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই সে মারা পড়িত, যদি একজন বিদেশী যুবা আর তাহারই এক অনুচর কৌশলে সে হাতীকে থামাইয়া জবরদস্তের জীবন রক্ষা না করিত।

রামভদ্র। আজ্ঞে—হাঁ হুজুর, আমিও সে কথা শুনিয়াছি।

নুর। তুমি কাহার নিকট শুনিলে?

রাম। আমার পুত্র সুবোধরাম সে স্থলে উপস্থিত ছিল, আমি তাহারই মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছি হুজুর।

নুর। কিন্তু সে বিদেশী যুবকের আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সে সন্ধান পাইলে, আমি এই সাহসিক কার্য্যের জন্য তাহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক দিতাম।

রাম। জনাব, আমি সে যুবকের সন্ধান জানি।

নূর উল্লা আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কি রূপে জানিলে? সে যুবা এখন কোথায়?"

রামভদ্রও তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে জনাব, সে যুবা এখন আমারই গৃহে অতিথিস্বরূপ রহিয়াছেন।"

নূর উল্লা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কিরূপে এই ঘটনা হইল?"

রাম। যুবার এইরূপ অসাধারণ সাহস দেখিয়া আমার পুত্র তাঁহার সহিত আলাপ-পরিচয় করে, এবং সে যত্ন করিয়া সেই বিদেশী যুবাকে আমার গৃহে লইয়া আইসে।

নূর। আগামী কল্যের দরবারে যেন তাহাকে উপস্থিত করা হয়। আমি উপযুক্ত পুরস্কার দিব।

"যে আজ্ঞে, হুজুর।"—এই কথা বলিয়া দেওয়ানজী নত শীরে প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন পারিষদ পরিবেষ্টিত ফৌজদারী দরবারে দেওয়ানজী জগৎরামকে উপস্থিত করিলেন। জগৎরাম যথারীতি কুর্ণিশ করিয়া ফৌজদারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দেওয়ানজী সসম্মানে কহিলেন—"হুজুর, এই সেই বিদেশী যুবক। ইনিই গতকল্য জবরদস্তের জীবন রক্ষা করিয়াছেন।"

নুর-উল্লা জগৎরামের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—"আপনি আমার একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনাকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি। আপনি কি পুরস্কার প্রার্থনা করেন বলুন?"

জগৎরাম পুনরায় কুর্ণিশ করিয়া কহিলেন—"আমি পুর

য়ারের কার্য্য কিছুই করি নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি মাত্র, সুতরাং কোন পুরস্কারই প্রার্থী নই।"

নুর-উল্লা ঈষৎ বিস্মিতস্বরে কহিলেন—"এ দরবারে আপনার কি কোন প্রার্থনাই নাই?"

জগৎ। প্রার্থনা আছে।

নুর। কি প্রার্থনা বলুন।

জগৎ। পিতৃহন্তা বিদ্রোহী শোভা সিংহের মস্তক!

নুর-উল্লা শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"আপনি কে?"

জগৎরাম অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন—"বর্দ্ধমানরাজ স্বর্গীয় কৃষ্ণরাম রায়ের পুত্র—হতভাগ্য জগৎরাম রায়।"

নুর-উল্লা তখন জগৎরামকে পার্শ্বস্থিত এক আসন দেখাইয়া কহিলেন—"আপনি এই কুশীতে বসুন।"

জগৎরাম আসন গ্রহণ না করিয়াই কহিলেন—"এ দরবারে আমার আর এক আর্জ্জী আছে। আমি বিদ্রোহী দমনের জন্য নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে হুজুরের নামে এক পরোয়ানা আনিয়াছি। সে পরোয়ানা এই—গ্রহণ করুন।"

এই বলিয়া জগৎরাম সসম্মানে সেই পরোয়ানা ফৌজদারের হস্তে প্রদান করিলেন। ফৌজদার সে পরোয়ানা পাঠান্তে কহিলেন—"উত্তম। এত পরোয়ানা নয়—কড়া হুকুমনামা—এ হুকুম তামিল করিতে আমি ত বাধ্য। কিন্তু এতে আপনারত কোন উপকার করা হইল না।"

জগৎ। বিদ্রোহদমন কার্য্যে ফৌজদারের একজন সামান্য সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইলেই আমি বিশেষ উপকৃত মনে করিব।

নুর। এতেত ফৌজদারই উপকৃত হইবে—আপনার উপকার কিরূপে হইবে বুঝিলাম না।

জগৎ। আমার পিতা যে শত্রুহস্তে হত—মাতা ও ভগিনী যে শত্রু করে বন্দিনী, সেই শত্রুকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্যে আমার হৃদয়ে কি যে প্রতিশোধবহ্নি জ্বলিতেছে—আপনি তাহা কিরূপে বুঝিবেন হুজুর? এখন আমার সৈন্যদল ছিন্নভিন্ন ও পলাতক—আমি সম্মুখযুদ্ধে একবার সেই পিতৃহন্তা শোভা সিংহকে পাইবার জন্যে এখন অস্থির। প্রতিশোধ—কেবল প্রতিশোধ ভিন্ন এ হৃদয়ে আর অন্য কোন বৃত্তিরই স্থান নাই। এখন আপনার বিদ্রোহীদমনেচ্ছু সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেই আমার হৃদয়ের প্রজ্জ্বলিত প্রতিশোধবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার সুযোগ পাইতে পারি। আমার পক্ষে একি সামান্য উপকার হুজুর?

নুর। তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। দেওয়ানজী, অবিলম্বে কোতোয়ালকে বিদ্রোহী দমনের উপযোগী সৈন্য প্রস্তুত করিতে বল—আমি স্বয়ং যুদ্ধযাত্রা করিয়া বর্দ্ধমান রাজকুমারের প্রত্যুপকার চেষ্টা করিব।

এই কথা বলিয়াই নুর-উল্লা গাত্রোত্থান করিলেন, তখন উপস্থিত সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল। সে দিনকার মতন দরবারও ভঙ্গ হইয়া গেল।

—•:০:•—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দরবার ভঙ্গের পর, ফৌজদার সেই সকল পারিষদ-গণ সহিত বিলাস-উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারিষদগণ মধ্যে ফতে খাঁ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। এই ফতে খাঁ সম্পর্কে আবার তাঁহার শালপাত ভাই—পত্নী করিমন্নেসা বিবির ভগ্নী-পতি। ফতে খাঁ দেখিতেও সুপুরুষ ছিলেন এবং সর্ব্বদাই আমোদ ও কৌতুক লইয়া থাকিতেন। ফৌজদার উদ্যানস্থিত বিলাসগৃহে আসিয়াই ফতে খাঁকে আজ্ঞা করিলেন—"খাঁ সাহেব, যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে একটা ভাল রকম আমোদের যোগাড় কর। কি জানি—যদি যুদ্ধে মরি, তবে ত আর আমোদ করিতে পাইব না।"

খাঁ সাহেব শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"এ খোদা! অমন কথা মুখে আনিবেন না হুজুর। জনাব, এ কি আবার একটা যুদ্ধ? হুজুর সসৈন্যে বাহির হইয়াছেন—শুনিলেই শোভা সিংহ ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। তবে আমোদের কথা যাহা বলিতেছেন, সে বিষয়ে আমারও সম্পূর্ণ মত। আমোদে উমের বাড়িয়া যায়

—আর আমার এই যে খাপসুরৎ চেয়ারাখানা হুজুর, দেখিতেছেন, এ কেবল আমোদ করে করেই এত খাপসুরৎ হইয়াছে। আমোদে আমার দিল্ বড় খোস থাকে। তবে ভাল রকম আমোদের যোগাড়টা কি রকমে করিব—হুজুর, সেটা হুকুম করুন।"

নুর-উল্লা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"তাও কি আবার খাঁ সাহেবকে বলিয়া দিতে হইবে? আচ্ছা আচ্ছা মেয়ে মানুষ আর খুব বড়িয়া সরাপ—এই দুই হইলেই ত ভাল রকম আমোদ হইবে।"

খাঁ সাহেব তখন হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"সে পক্ষে কোন কসুর হইবে না হুজুর। একবারে ডানা-কাটা পরী আনিয়া হাজির করিয়া দিব। আর এসা বড়িয়া সরাপ এবার তৈয়ার করিয়াছি যে, সে রকম সরাপ হুজুরেরও অদৃষ্টে কখন জোটে নাই।"

এই সময় প্রথম পারিষদ কহিল--"কিন্তু ডানা-কাটা পরী একটি আধটি হইলে চলিবে না—একবারে ঝাকে ঝাকে চাই; আর বড়িয়া সরাপ একবারে দরিয়ার মতন চালাইতে হইবে—তবে ভাল রকম আমোদ হইবে।"

দ্বিতীয় পারিষদ কহিল—"লাল পরী, সবুজ পরী, জরদা পরী এইরূপ রকম রকম পরী চাই জনাব। সরাপবি রকমারী হোনে চাইয়ে।"

নুর। আলবৎ। খাঁ সাহেব?

খাঁ। গোলাম হাজির হ্যায় জনাব।

নুর। হামারা তবিয়াৎ আচ্ছা নেহি হ্যায়—দেরী মৎ করিয়ে।

তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফতে খাঁ সাহেব উৰ্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল। নুর-উল্লা উপস্থিত পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি আগামী কল্যই লড়াই করিতে বাহির হইব। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাইবে?"

তখন সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"সকলেই যাইব।"

প্রথম পারিষদ। হুজুরের তফাতে আমরা এক লহমা থাকিতে পারিব না।

দ্বিতীয় পারিষদ। জান কবুল—জনাব যেখানে আমরাও সেখানে।

তৃতীয় পারিষদ। কায়া ছাড়া ছায়া কি কখন থাকিতে পারে হুজুর?

চতুর্থ পারিষদ। পানি ছাড়া মছ্‌লী বরং থাকিতে পারে, কিন্তু—

তখন চতুর্থ পারিষদের কথায় বাধ দিয়া নুর-উল্লা কহিলেন—"বস্ কর। একটা কথা আগে তবে বলিয়া রাখি—আজিকার সেরা পরী আর সেরা সরাপ তোমরা সঙ্গে লইও। লড়াইয়ের সঙ্গেও আমোদ চাই।"

১ম পারি। তার আর সন্দেহ কি হুজুর? আর এ কি সে রকম লড়াই? আমোদ করিতে করিতেই আমরা এ দিকে লড়াই ফতে করিয়া ফেলিব।

২য় পারি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক পেয়ালা সরাপ আর রোজ রোজ নয়া নয়া পরী মিলিলে জনাব, লড়াই আপনি ফতে হইয়া যাইবে, আমাদের বড় কিছু করিতে হইবে না।

৩য় পারি। আর হুজুর যখন স্বয়ং লড়াইয়ে চলিয়াছেন,

তখন সে লড়াই ফতে হইয়া যাইবে কি—একবারে ফতে হইয়া গিয়াছে।

৪র্থ পারি। আর এ দিকে যে ফতে খাঁ দেরী করিয়া সব জাহান্নমে দিল। একে হুজুরের তবিয়ৎ আচ্ছা নাই, তার উপর এত দেরী! এতক্ষণ যে কেল্লা ফতে করিয়া দিতে পারিতাম।

এমন সময় গৃহের বাহিরে নূপুরের ঝমর্ ঝমর্ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল। সকলে আগ্রহের সহিত দরজার দিকে চাহিল। দেখিতে দেখিতে নর্ত্তকীগণ সহিত ফতে খাঁ প্রবেশ করিলেন। তখন প্রথমেই কেবল "আদাব—আদাব" এই কথা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দকোলাহলও উত্থিত হইল। নর্ত্তকীগণ আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই সরাব ও পিয়ালা প্রভৃতি পৌঁছিল। তখন যেন একবারে সোণায় সোহাগা হইয়া গেল।

ফতে খাঁ পেয়ালায় সুরা ঢালিয়া প্রথমেই নুর-উল্লাকে প্রদান করিলেন। নুর-উল্লা নিজে পান করিবার পর সকলকে পান করিতে অনুমতি দিলেন। তখন পেয়ালায় ঠুন্ ঠুন্ শব্দে সকলেরই প্রাণ ভর্ হইয়া গেল। ক্রমে বাদ্যকরগণ আসিয়া জুটিল। তখন সুন্দর বাদ্যরবে মজলিস্ জমিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে নর্ত্তকীগণও উঠিয়া দাঁড়াইল। একত্রে অসংখ্য বিদ্যুৎসমষ্টি যেন আকাশে চমকিল। নৃত্য আরম্ভ হইল—সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে সকলের প্রাণ ভরিয়া গেল। আবার সেই মন-ভুলান প্রাণ-মজান নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গেই সুরতাললয় সঙ্গত ও অপ্সরীগণের বীণানিন্দিত কণ্ঠের সঙ্গীত। তখন আবদ্ধ আনন্দস্রোতের যেন একটা বাঁধ

ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিক হইতে "তোফা"—"জীতিরহ বাইজী" "সোভান আল্লা" প্রভৃতি প্রশংসাসূচকবাক্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে সে সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে দস্তুরমত সুরাপও চলিল।

এইরূপ প্রায় এক প্রহরকাল নৃত্য গীতের পর গভীর রাত্রে সে মজলিস্ ভঙ্গ হইল। কিন্তু তখন নুর-উল্লা সুরাপানে একেবারে চৈতন্যহীন, ধরাধরি করিয়া একটা পার্শ্বের গৃহে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ফতে খাঁর বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল মাত্র। এইরূপ সুরাস্রোতেও ফতে খাঁ কখন বিকৃতমস্তিষ্ক বা চৈতন্যহীন হইতেন না। স্ফূর্ত্তিমুখে সেই বিলাসগৃহ হইতে বাহির হইয়া জ্যোৎস্নালোকে উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে ফতে খাঁ হঠাৎ সম্মুখে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিতনেত্রে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! তাহার পর কহিলেন—"দৌলৎ বিবি, এত রাত্রে তুমি এখানে ?"

দৌলৎ বিবি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"আমি খসম্ খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।"

ফতে। আজ এমন নূতন কথা কেন দৌলৎ ?

দৌলৎ। নিজের খসম্ নয়—পরের খসম্।

ফতে। আর নিজের জন্য কি কিছুই করিবে না; কেবল পরের খসমই কি চিরকাল খুঁজিয়া বেড়াইবে; তোমার এ যৌবন—তোমার এ রূপ কিন্তু চিরকাল থাকিবে না। জানি না—খোদা কাহার উপভোগের জন্য ইহা রাখিয়া দিয়াছেন।

দৌলৎ। দেখ খাঁ সাহেব, গরীবের ঘরে আমার পয়দা হইয়াছে। আমি বাঁদীর কাজ করি—সেই জন্য ইমাম্ মানিয়া চলি। আমার রূপযৌবন উপভোগ করিবার জন্যে অনেক ধনী আমায় সাদী করিতে সম্মত হইবেন—কিন্তু আমি আজীবন বাঁদী হইয়া থাকিব—সেও ভাল, তবু সে সাদী চাই না।

ফতে। কি চাও দৌলৎ?

দৌলৎ বিবি তখন যেন গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"আমি কি চাই! যা চাই—তা বুঝিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। ইস্‌লাম ধর্ম্ম: মাথায় থাকুক—কিন্তু আমি মুসলমানের জরু হইতে চাই না—আমি হিন্দুর সহধর্ম্মিনী হইতে চাই।"

ফতে। অসম্ভব—অসম্ভব! এমন আশা কেন হৃদয়ে স্থান দিয়াছ দৌলৎ?

দৌলৎ। তোমাদের সাদীর কাণ্ডকারখানা দেখে। বিশেষতঃ ধনীর ঘরের। যত ইচ্ছা সাদী করিবে—যত ইচ্ছা নিকা করিবে—তার পর যত দিন জরুর রূপযৌবন থাকিবে, ততদিন খসমের সঙ্গে কখন কদাচ সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে—এই পর্য্যন্ত বস্। অন্দরে এত অধিক জরু থাকিতেও তোমরা বাহিরে নানা ফুলের মধু খাইয়া বেড়াইবে। এই সকল দেখে শুনে আমার মুসলমানের সাদীতে একবারে ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে। আবার যেমন খসম তেম্নি জরু। ধনীর গৃহের জরুরাও টেকা মারিয়াছে। এদিকে প্রকাশ্যে যেমন খোজা ভিন্ন অন্দরে মদ্দা পীঁপিল-

কারও যাইবার উপায় নাই, ওদিকে গোপনে গণ্ডা গণ্ডা মরদ চলিয়াছে! সকল ধনীর কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু অধিকাংশ ধনীর গৃহেই এইরূপ। ধনীর জরু আমি কখনই হইব না—দেখে শুনে ধনের প্রতিও আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে।

ফতে। আর আমি যদি সেই গরীব হই, আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে দৌলৎ, তোমায় লইয়া কুঠিয়ে গিয়া বাস করি।

দৌলৎ। এও অসম্ভব—খাঁ সাহেব—এও অসম্ভব। আমার হিন্দুর সহধর্ম্মিনী হওয়া যেমন অসম্ভব, এও তেমনি অসম্ভব। তুমি করিমন্নেসা বিবির জার হইয়া তারই বাঁদী দৌলতের খসম্ হইবে? যে প্রভুপত্নীর জার হইতে পারে, দৌলৎ তাহাকে সাদী করিবে? অসম্ভব—খাঁ সাহেব, অসম্ভব।

ফতে খাঁ অনেকক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"খোদা জানেন—আমি স্ব-ইচ্ছায় এ পাপ কাজ করি না, বাধ্য হইয়া করি। স্ব-ইচ্ছায় কখন তাহার শয়ন গৃহে যাই না—বাধ্য হইয়া যাই। এ কথাত তুমিও জান দৌলৎ।"

দৌলৎ। জানি। কিন্তু তোমার মনের সে বল থাকিলে তুমি এ পাপ কাজ করিবে কেন? এই এখন আমি তোমায় ডাকিতেই আসিয়াছি—এখনই তুমি সুর সুর করিয়া আমার সাথে যাইবে। এই কি তোমার—বাধ্য হওয়া?

কিছুক্ষণ ধরিয়া ফতে খাঁ মনে মনে কি চিন্তা করিলেন,

তাহার পর কহিলেন—"দৌলৎ, তোমার কথাই ঠিক্—যথার্থই আমার মনের সে বল নাই। আমায় করিম্‌ন্নেসা ডাকিয়াছেন, শুনিয়া আমিত এখনই স্থির থাকিতে পারিতেছি না। আমি যথার্থই পাপী, কিন্তু তুমি আমাদের এ পাপ কার্য্যের সহায় হও কেন দৌলৎ?"

দৌলৎও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া কি চিন্তা করিল, তাহার পর উত্তর করিল—"কেন হই জান—আমি যে তাঁর বাঁদী। প্রভুপত্নীর আজ্ঞাপালন ভিন্ন বাঁদীর আর অন্য উপায় কি থাকিতে পারে? যত দিন এখানে বাঁদী থাকিব—ততদিন নিমকহারাম হইতে পারিব না। যদি কখন বাঁদীগিরী ছাড়িতে পারি, তখন দেখিও এমন কাজের মাথায় দৌলৎ লাথি মারিবে। এ কথা এখন থাক্—আমার মন খারাপ করিও না—এখন চল—পাপ হউক—পুণ্য হউক, খোদা তার মালেক। আমার কাজ আমি করি—তোমায় করিমন্নেসার গৃহে পৌছিয়া দিয়া আসি।"

এই কথা বলিয়া দৌলৎ অগ্রে অগ্রে চলিল, আর চিন্তিত মনে ও ধীরপদবিক্ষেপে ফতে খাঁ তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে লাগিল। বিলাস উদ্যান অতিক্রম করিয়া অন্দরের পশ্চাতের এক ক্ষুদ্র দ্বারে উভয়ে উপস্থিত হইল। তাহার পর দৌলতের সাঙ্কেতিক শব্দে সে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। একজন খোজা সেই দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ফৌজদারের শয়নকক্ষে পৌছাইয়া দিল। সেই খোজাকে সঙ্গে দেখিয়া অন্দরস্থিত অন্য খোজারা আর কোন কথা কহিল না। অবিলম্বে

সে শয়নকক্ষের দ্বারও উদ্ঘাটিত হইল। খোজা ও দৌলৎ তখন চকিতের মধ্যে সে স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হইল, আর ফতে খাঁ সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফৌজদারের সে শয়নকক্ষ সুন্দররূপে সুসজ্জিত। যে দিকে দৃষ্টিপাৎ কর, সুখসচ্ছন্দতা অপেক্ষা কেবল বিলাসিতা—কেবল কামোদ্দীপক শোভা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ফৌজদারমহিষী—করিমন্নেসা বিবি সুবর্ণখচিত আলবোলায় সুগন্ধী তামাকু সেবন করিতেছিলেন। মদিরাতে তাঁহার সেই আকর্ণবিস্তৃত কজ্জলরঞ্জিত চক্ষু দুইটি ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। ফতে খাঁকে দেখিয়া সেই আকুঞ্চিত চক্ষু তৎক্ষণাৎ পূর্ণ বিস্ফারিত হইল! করিমন্নেসা কহিলেন—"খাঁ সাহেব, এ গরীবের প্রতি তোমার পূর্ব্বের সে মেহেরবানী এখন আর নাই কেন?"

কথা শুনিয়া খাঁ সাহেবের মুখ শুকাইয়া গেল! বিচারপতির সম্মুখে খুনী আসামী যেরূপ ভীতমনে দণ্ডায়মান হয়, খাঁ সাহেব সেইরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিবি সাহেবের কথার আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বিবি সাহেব পুনরায় কহিলেন—"আমার কথার উত্তর দাও খাঁ সাহেব।"

তখন খাঁ সাহেব ভীতমনে ধীরে ধীরে কহিলেন—"বান্দা ত বরাবর হাজির আছে, গোলামের কি কসুর বলুন।"

করিমন্নেসা বিবি কহিলেন—"দৌলৎ ত অনেকক্ষণ তোমায় ডাকিতে গিয়াছে, এতক্ষণ মেহেরবানী হয় নাই কেন?"

ফতে। নুর-উল্লার হুকুমে বাগিচায় আমোদের বন্দোবস্তের ভার এ বান্দার উপর হইয়াছিল, দৌলৎ যে আমার জন্তে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে, সে খবর ত এ গোলাম জানিতে পারে নাই, তাই এ বিলম্ব বিবি সাহেব।

করিম। বেশ—উত্তম—তোফা। তোমরাই আমোদ করিতে পয়দা হইয়াছ, তোমরাই আমোদ করিবে, আর আমি কেবল তোমার মুখ চেয়ে এত রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব নয়? বেইমান—আমার বহিন মেহেরুন্নেসার মৃত্যুর পর কে তোমায় এখানে আনিয়াছে—কাহার জন্য তুমি এখানে স্থান পাইয়াছ? নুর-উল্লার আমোদের বন্দোবস্তের ভার অন্য লোকে লইতে পারিত—সে কাজের জন্য নুরউল্লা দোসরা লোক নিযুক্ত করিতে পারিত। শোন, বেইমান শোন আমার আমোদে বাধা দেয়, তোমার নুর-উল্লারও সে সাধ্য নাই। আমার সুখের জন্যে তোমায় এখানে স্থান দেওয়া হইয়াছে, তুমি অন্য দিকে দেখিবে কেন?

ফতে। তিনি হুকুম করিলে আমি সে হুকুম অমান্য করি—কিরূপে?

করিম। কি রূপে! সে বুদ্ধিও কি তোমার নাই? এত দিন এ সরকারে বাস করিয়া এ কথাটাও তুমি বুঝিতে পার নাই! সে হুকুমের উপর যে আমার হুকুম আছে—এই কথাটা তাহাকে স্পষ্ট বলিলেই যে তোমার আর কোন কসুরই হইত না। সেও আমার যেমন গোলাম, তুমিও আমার তেমনি গোলাম বইত নয়। তার হুকুম বড়—না আমার হুকুম বড়?

ফতে। এবার এ কসুর মাপ করুন—বিবি সাহেব। আমি যে বিবি সাহেবেরই কেবল বিলাসের বস্তু স্বরূপ এখানে রহিয়াছি —এ ধারণা আমার ছিল না।

করিম। কেন? তুমি আমার অনুরোধেই ত এ সরকারে চাকুরী পাইয়াছ—আর সে চাকুরীর অন্য কাজই বা কি আছে? মনে কর না—যে তুমি ভিন্ন আমার অন্য গতি নাই। আমার অনুগ্রহ লাভের জন্য শত শত ব্যক্তি লালায়িত। তোমার সহিত আমার একটা সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কের জোরে তুমি অনায়াসে অন্দরে প্রবেশ করিতে পার, এই জন্যই তোমায় আমি এখানে আনিয়াছি। কিন্তু দিনের বেলায় বা সন্ধ্যার সময় আসিতে পার, এরূপ গভীর রাত্রে আসিতে পার না।

ফতে। তবে কেন আনিলেন বিবি সাহেব?

করিম। কেন আনিলেন জান না? আজ সন্ধ্যার সময় তোমার এখানে আসিবার কথা—সে কথা কি তোমার স্মরণ নাই?

ফতে। স্মরণ ছিল না। কারণ আজিকার দরবারে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে—যে যুবা জবরদস্ত খাঁকে হস্তীপৃষ্ঠ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার পিতৃহন্তা ও পিতৃরাজ্যাপহরণকারী বিদ্রোহী শোভা সিংহের বিপক্ষে ফৌজদার যুদ্ধযাত্রা করিবেন। ফৌজদার স্বয়ং যুদ্ধে যাইবেন, এই কারণে আমরা সকলেই বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই কারণই সে কথা স্মরণ ছিল না বিবি সাহেব।

করিম। কিন্তু এ যে বড় খোস খবর খাঁ সাহেব। এমন

জবর খপর এতক্ষণ আমায় দাও নাই কেন? আমার জবরের জীবনরক্ষকের উপকারের জন্য ফৌজদার নিজেই যুদ্ধে চলিয়াছে —এ খপর ত আমি শুনি নাই।

ফতে। সেই বৰ্দ্ধমান রাজকুমার আজিকার দরবারে নবাব নাজিমের এক পরোয়ানাও পেস্ করেন। সে পরোয়ানায় কুমারের শত্রু শোভা সিংহকে দমন করিবার হুকুমও থাকে! আজই সে যুদ্ধ যাত্রার বিষয় স্থির হইয়াছে, সেই কারণ আপনি একথা শুনিতে পান নাই।

করিম। সে রাজকুমারের কত উমের?

ফতে। তিনি যুবা পুরুষ।

করিম। দেখিতে কেমন?

ফতে। বড়ই খাপ্সুরৎ।

করিম। যুবা পুরুষ—দেখিতেও বড়ই খাপ্সুরৎ—আর তিনিই আমার জবরের জীবনদাতা—খাঁ সাহেব, আমি তাঁহাকে দেখিতে চাই।

ফতে। কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে বিবি সাহেব?

করিম। অসম্ভব কিরূপে—আমায় অগ্রে বুঝাও। আমার ইচ্ছাই যে অসম্ভবকে সম্ভব করে, তা কি তুমি জান না? কেন তুমি বলিলে তিনি যুবা পুরুষ—কেন তুমি বলিলে তিনি দেখিতে বড়ই খাপসুরৎ—কেন তুমি আমার নিদ্রিত কামনাকে জাগাইয়া তুলিলে? এখন তোমাকেই এ কাজ করিতে হইবে—এই আমার হুকুম।

ফতে। বান্দা সাধ্য মতে চেষ্টা পাইবে।

করিম। চেষ্টার অসাধ্য কোন কাজই এ দুনিয়ায়

নাই। আচ্ছা, সে পরের কথা—এখন আমার পদসেবা কর।

এই কথা বলিয়া করিমন্নেসা ফতে খাঁর উরুর উপর আপনার দক্ষিণ পদ স্থাপন করিলেন। বিষণ্নমনে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও ফতে খাঁ অগত্যা পদসেবায় নিযুক্ত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে জবরদস্ত যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তখনও তাহার জননীর নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কিন্তু পুত্র প্রবেশ করিবা মাত্র জননীর সে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জননী সাদরে পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন, কিন্তু জননীর সে চুম্বনে পুত্রের মুখমণ্ডল তৎক্ষণাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল! যেমন দুইটি পৃথক পদার্থের সংমিশ্রনে হঠাৎ একটা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে, এ পরিবর্ত্তনও সেইরূপ। তাহার পর জননী সস্নেহে পুত্রের চিবুক ধরিয়া কহিলেন—"কি মনে করে এত সকালে আমার ঘরে এসেছিস্ মেয়া বাপধন?"

জবরদস্ত জননীর সে আদরে কিঞ্চিৎ মাত্রও উল্লাসিত হইল না। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিলে, সে যেমন তৎক্ষণাৎ আকুঞ্চিত হয়, জননীর স্পর্শে পুত্রের সেই সুন্দর দেহ সেইরূপ আকুঞ্চিত হইয়া গেল। অবনত মস্তকে জবরদস্ত কহিল—"মা, আমি পিতার সঙ্গে যুদ্ধে যাইব স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছি, তাই তোমায় সেই সংবাদ দিতে আসিলাম।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পুত্রের সেই অবনত মুখের দিকে

চাহিয়া জননী কহিলেন—"সে কিরে জবর! আমি প্রাণ থাকিতে, তোমায় যুদ্ধে যাইতে দিব না। তোর এই কোমল অঙ্গে অস্ত্রের আঘাৎ কিছুতেই আমার প্রাণে সহ্য হইবে না। এ বয়সে এ সাধ কেন হইল বাবা?"

জবর। সত্য বলিব—না, মিথ্যা বলিব মা?

করিম। মিথ্যা কেন বলিবি জবর, সত্যই বল্।

জবর। তবে সে সত্য শুনিতে প্রস্তুত হও জননী। আমি যুদ্ধে যাইব কেন জান—এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহত্যা অপেক্ষা যুদ্ধে জান দেওয়া ভাল, তাই আমার—এ যুদ্ধ যাত্রা।

সম্মুখে বিনামেঘে অকস্মাৎ ভীষণ বজ্রাঘাৎ হইলে, পথিক যেরূপ স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, করিমন্নেসা কিছুক্ষণ সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—মুখে একটিও কথা নাই! অনেক ক্ষণের পর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—"তোর মায়ের কাছে এ কি ভয়ঙ্কর কথা আজ বল্‌লি জবর? তুই কি জানিস্‌নে যে তুই আমার জানের জান—তুই আমার প্রাণের প্রাণ—তুই আমার কলিজা। তোর মুখে এই কথা জবর? তোর কি দুঃখ আমায় বল্।

জবর। মা, অল্প দুঃখে কেহ কখন নিজের মৃত্যুকামনা করে না—আমার দুঃখ অগাধ—আমি গভীর দুঃখসাগরে ভাসিতেছি—কিন্তু মা, আমার সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখ এই যে সে দুঃখের কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিতে পারি না।

করিম। কেন প্রকাশ করিতে পার না জবর?

জবর। তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া মা।

করিম। সে কি কথা বাবা! তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়া আমি যে ধন্য হইয়াছি বাপধন।

জবর। আর তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়া, কিসে আমার মৃত্যু হয়, আমি কেবল সেই চেষ্টায় আছি যে মা।

করিম। কেন?

সিংহ শিশুর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া তখন জবরদস্ত কহিল— "আবার কেন? এ কেনর উত্তর ত আমি দিতে পারি না মা। কেন—সে কথা তোমার নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। হা খোদা! তোমার কি সে মনই আছে—তুমি তৃণের ন্যায় কেবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছ। কিসের স্রোত সে কথাও আমায় জিহ্বাগ্রে আসে না। কেন জান—তুমি আমার যে গর্ভ-ধারিণী মা, আর আমি যে তোমার হতভাগ্য পুত্র। আমার দুঃখের কথা—আমার যন্ত্রণার কথা তোমায় আর কি বলিব? তোমার এত স্নেহ—তোমার এত যত্ন—তোমার এত মায়া—এত মমতা আমার যেন বিষতুল্য মনে হয়। কেন তোমার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছিল মা? আমার মতন এমন হতভাগ্য বুঝি আর এ পৃথিবীতে কেহ নাই!"

বলিতে বলিতে জবরদস্ত কাঁদিয়া ফেলিল। জননীর বক্ষে মাথা রাখিয়া পুত্র কাঁদিতে লাগিল। পুত্রের ক্রন্দনে জননীর চক্ষেও জল আসিল—ক্রমে পাষাণ হইতে কল্লোলিনী প্রবাহিতা হইল। জননীও কাঁদিয়া আকুল। এমন সময় সেই গৃহে নুর-উল্লা খাঁ প্রবেশ করিলেন। মাতা পুত্রের সে দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। স্তম্ভিত নুর-উল্লা বিস্মিতনেত্রে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। শেষে আর স্থির থাকিতে পারিলেন

না, কহিলেন—"জবর, জবর, কেন কাঁদ বাবা? এ কি করিমন্নেসা! তুমিও কাঁদিতেছ যে! ব্যাপারখানা কি?"

একটু সুস্থির হইয়া করিমন্নেসা উত্তর করিলেন—"জবর তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে চায়? কিন্তু জবরকে তোমার সঙ্গে যাইতে দিতে আমার প্রাণ চায় না।"

নুর-উল্লা। কেন চায় না?

করিম। ওর কি এখন যুদ্ধে যাইবার বয়স? আর সে কথা মনে হইলেই আমার প্রাণটা এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠে কেন? আমার দিল্ বড়ই ঘাবড়াইয়া যায়।

নুর। সে ভয় কর না—করিমন্নেসা। এ কি সে রকম কোন যুদ্ধ? একজন বিদ্রোহীকে হাসিতে হাসিতে শাসন করিয়া শীঘ্রই আমরা ফিরিয়া আসিব। আমার সঙ্গে যখন যাইবে, তখন তোমার ভয় কি?

তাহার পর ফৌজদার সস্নেহে পুত্রের চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া কহিলেন—"ক্যা মেরা বেটা—তোম্ লড়াইমে জানে মংতা?"

জবরদস্ত ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"আপনার অনুমতি হইলেই আমি চাই বাবা।"

নুর। আচ্ছা প্রস্তুত হও।

করিম। কবে রহনা হইবে?

নুর। আজই রহনা হইবার মৎলব ছিল, কিন্তু আজ সমস্ত প্রস্তুত হইবে না। দেওয়ানজী, আমায় বড় ভয় দেখান—বলেন—শত্রুকে সামান্য মনে করিয়া অবজ্ঞা করা উচিত নয়, ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। যদি দুই চারি দিন বিলম্ব হয়, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

জবর। বাবা, দেওয়ানজী ঠিকই বলিয়াছেন। দেওয়ানজীর কথা আপনি কখন অবজ্ঞা করিবেন না।

নুর। নারে মেরা বেটা—না।

জবর। তবে আমি প্রস্তুত হইতে যাই বাবা।

এই কথা বলিয়া জবরদস্ত খাঁ সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তৎক্ষণাৎ তাহারই পশ্চাতে করিমন্নেসাও কোথায় অন্তর্ধ্যান হইলেন। নুর-উল্লা সেই শূন্য গৃহের চারিদিকে একবার চাহিলেন, তাহার পর এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সেইস্থানে বসিয়া পাড়লেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেওয়ানজী রামভদ্র রায় সদর বাড়ী হইতে অন্দরে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এমন সময় সম্মুখে জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরূপ গভীর রাত্রে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রথমে তিনি ভীত হইলেন, পরে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন সুতরাং তখন তাঁহার আর অন্দরে যাওয়া হইল না। সন্ন্যাসীকে সঙ্গে লইয়া এক নিভৃত প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক আসনে উপবেশন করিতে সন্ন্যাসী অনুরুদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসী উপবিষ্ট হইলে পর, একখানি স্বতন্ত্র আসনে তিনি উপবেশন করিয়া কহিলেন—"কি মনে করিয়া এত রাত্রে এ অধীনের গৃহে আপনার শুভাগমন হইয়াছে—অনুমতি করুন।"

সন্ন্যাসী একবার চারিদিক চাহিয়া কহিলেন—"এ স্থান

নির্জ্জন ত? তোমার সহিত আমার গোপনে বিশেষ কোন কথা আছে—সেই জন্যই এত গভীর রাত্রে আসিয়াছি।”

রাম। আপনি এই স্থানেই তাহা সচ্ছন্দে বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। শুনিলাম—ফৌজদার নাকি শোভা সিংহের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন?

সন্ন্যাসীর মুখে এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া প্রথমে দেওয়ানজী কিছু বিস্মিত হইলেন, তাহার পর সন্ন্যাসীর আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—“আপনার প্রশ্ন শুনিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। আপনি সন্ন্যাসী—আপনার এ সংবাদের কি আবশ্যক?”

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—“তোমার মতন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকের নিকট আমি কোন কথা গোপন করিব না। শুনিয়াছি—তুমিই ফৌজদারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তোমারই বুদ্ধিকৌশলে ফৌজদারের এত উন্নতি ও নবাব সরকারে এত প্রতিপত্তি। আমি সেই জন্য তোমারই শরণাগত হইয়াছি—শরণাগতকে রক্ষা করিবে কি না বল।”

দেওয়ানজী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন—“এ কি কথা! আপনার ন্যায় সাধুসন্ন্যাসীর নিকট আমি এরূপ কথা কখনই আশা করি নাই। কি নিমিত্ত আপনি আমার শরণাগত বলুন—আমি সে বিষয়ে সাধ্যমতে সাহায্য করিতে কোন ত্রুটি করিব না। আপনি কিরূপ বিপদে পড়িয়া আমার শরণাগত হইতে আসিয়াছেন?”

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—“আমার নিজের কোন বিপদ নাই। কিন্তু আমার জন্মভূমি আজ বড়ই বিপন্ন—আমার সনা-

তন হিন্দুধর্ম্ম আজ বড়ই বিপন্ন। আমার জন্মভূমি—আমার হিন্দুধর্ম্ম কেবল আমার নয়—আমারও যেরূপ,তোমারও সেইরূপ, সেই কারণ আমি আজ তোমারই শরণাগত।"

দেওয়ানজীর বিস্ময় আরও অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি সবিস্ময়ে কহিলেন—"আপনার কথাত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। জন্মভূমি বা হিন্দুধর্ম্ম বিপন্ন কিসে? যদি শোভা সিংহের বিদ্রোহ বশতঃ এইরূপ ঘটিয়াছে মনে করেন, তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—অচিরে শোভা সিংহ তাহার কার্য্যের উপযুক্ত শাস্তি পাইবে।"

বজ্রগম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী তখন কহিলেন—"কে বলে শোভা সিংহ বিদ্রোহী? শোভা সিংহ জন্মভূমি উদ্ধারের জন্যই জীবন সমর্পণ করিয়াছে—শোভা সিংহ বিধর্ম্মী রাজার অত্যাচার হইতে হিন্দুধর্ম্মের রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে—শোভা সিংহ বিদ্রোহী নয়—শোভা সিংহ বিজেতা। শোভা সিংহ হইতে হিন্দুরাজ্য পুনঃ স্থাপিত হইবে—শোভা সিংহ হইতে হিন্দুধর্ম্মেরও পুনরুদ্ধার হইবে। আমি শোভা সিংহের শত্রু নই, শোভা সিংহের মিত্র—আরো শোন—শোভা সিংহ আমারই শিষ্য—শোভা সিংহের মঙ্গল কামনায় আমি আজ তোমারই শরণাগত।"

দেওয়ানজী তখন একটু চিন্তিত হইলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার দ্বারা শোভা সিংহের কি মঙ্গল হইতে পারে?"

সন্ন্যাসী। শোভা সিংহ ফৌজদারকে ভয় করে না, কিন্তু ভয় করে তোমাকে। নুর-উল্লার ন্যায় একজন অকর্ম্মণ্য বিলাসী

দ্ধ ফৌজদারকে শোভা সিংহ অনায়াসেই পরাজয় করিতে পারে, যদি তুমি তাহাকে কোনরূপ সাহায্য না কর।

রাম। নুর-উল্লার আমি কে জানেন?

সন্ন্যাসী। জানি—তুমি তাহার দেওয়ান।

রাম। তবে এরূপ কার্য্য আমি কিরূপে করিতে পারি? তিনি প্রভু, আর আমি তাঁহার ভৃত্য। কায়মনোবাক্যে প্রভুর মঙ্গলকামনা করাই কি ভৃত্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নয়?

সন্ন্যাসী। কিন্তু প্রভুর মঙ্গলের প্রতি তোমার যেরূপ প্রখর দৃষ্টি আছে, জন্মভূমির মঙ্গলের প্রতি—তোমার ধর্ম্মের মঙ্গলের প্রতি সেরূপ দৃষ্টি রাখাও কি তোমার উচিত নয়? তোমার অত্যাচারী প্রভু বড় না তোমার ধর্ম্ম বড়?

রাম। যদি দিন প্রভুর সেবায় আমি নিযুক্ত থাকিব, তত দিন প্রভুই আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড়। প্রভুর মঙ্গল কামনাই—আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সন্ন্যাসী। জন্মভূমি ও স্বধর্ম্মের সেবা পরিত্যাগ করিয়া এরূপ বিধর্ম্মী ও ধর্ম্মদ্রোহী প্রভুর সেবা করা কি তোমার উচিত?

রাম। কিন্তু আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা জন্মভূমির কি সেবা হইতে পারে—হিন্দু ধর্ম্মেরই বা কি উন্নতি সাধন হওয়া সম্ভব?

সন্ন্যাসী। তুমি শোভা সিংহকে সাহায্য করিলে শোভা সিংহ জন্মভূমির উদ্ধার সাধন করিতে পারে—আর জন্মভূমির উদ্ধার সাধন হইলে হিন্দুধর্ম্মেরও পুনরুত্থান হইবে।

রাম। শোভা সিংহকে আমি সাহায্য করিব? যে শোভা সিংহ

অন্যায়রূপে বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করিয়া তাঁহা যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে—যে শোভা সিংহ কৃষ্ণরামের স্ত্রী ও কন্যাকে আজও বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে—যে শোভা সিং আমার প্রভু মোগলের শত্রু—যে দেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, আমি সেই বিদ্রোহী শোভা সিংহকে সাহায্য করিব? আপনি সাধু—আপনি সন্ন্যাসী আপনার মুখে এই কথা! আপনারই নাম শঙ্কর রাম স্বামী নয়?

শঙ্কর। হাঁ—তোমার অনুমান ঠিক্।

রাম। স্বামিজী, আপনি বড়ই একটা ভ্রমে পড়িয়াছেন আপনি অপাত্রে গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আপনার শিষ্যের প্রতি অগাধ স্নেহ বশতঃই এই ভ্রম ঘটিয়াছে। শোভা সিং হইতে বঙ্গভূমির উদ্ধার হইবে না।

"বৎস্য, তোমার ভবিষ্যদ্বাণীই শেষে ফলবতী হইবে"—বলিতে বলিতে সেই প্রকোষ্ঠে এক পরম যোগী পুরু প্রবেশ করিলেন। যোগীকে দেখিয়া রামভদ্র রায় সসম্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং দৌড়িয়া গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসীও উঠিয়া দ'াড়াইতে ছিলেন, কিন্তু যোগী ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁহাকে দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়া তাঁহারই পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। যোগী সন্ন্যাসী বা দেওয়ানজীর কাহার অপরিচিত ছিলেন না। যোগী রামভদ্র রায়ের গুরু—সেই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাপুরুষ হস্তসঞ্চালনের দ্বারা সন্ন্যাসীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া ইঙ্গিতের দ্বারাই সে

প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রামভদ্র রায় করযোড়ে কহিলেন—“প্রভু, আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে—আপনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন—যোগবলে আমার সেই কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর করুন।”

মহাপুরুষ রামভদ্রকে কি ইঙ্গিত করিয়া যোগাসনে বসিলেন। অনেকক্ষণ পরে রামভদ্রের প্রথম প্রশ্ন হইল—“এ মোগল রাজ্য স্থায়ী হইবে কি না?”

ধ্যানস্তিমিতলোচনে মহাপুরুষ উত্তর করিলেন—“মোগল রাজ্য আর স্থায়ী হইবে না—শীঘ্রই এ রাজ্যের পতন হইবে।”

উত্তর শুনিয়া সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল আনন্দে প্রফুল্ল হইল। তখন রামভদ্রের দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল—“মোগলের পর, এ দেশের শাসন দণ্ড কে গ্রহণ করিবে?”

সেই ভাবে উত্তর হইল—“বিদেশী বণিক—ইংরেজ।”

সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার সেই প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিতে দেখিতে বিষাদে পরিপূর্ণ হইল। রামভদ্রের তৃতীয় প্রশ্ন হইল—“শোভা সিংহের কি পরিণাম হইবে?”

উত্তর হইল—“অপঘাত মৃত্যু।”

গৃহের আলো—কি জানি কেন—অকস্মাৎ নির্ব্বাপিত হইল। তৎক্ষণাৎ গৃহ অন্ধকারময়। সন্ন্যাসী দেখিলেন—সব অন্ধকার!

—•:০:•—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে দেওয়ানজীর বাড়ীসংলগ্ন উদ্যানে জগৎরামের সহিত শঙ্কররামের সাক্ষাৎ হইল। স্বামীজী জগৎরামকে এস্থলে দেখিয়া কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না, কারণ জগৎরামের মির্জ্জা-নগরে দেওয়ানজীর গৃহে বাসের কথা তিনি পূর্ব্বেই জানিতেন। কিন্তু জগৎরাম স্বামীজীকে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"এ কি—স্বামীজী এখানে!"

শঙ্কররাম উত্তর করিলেন—"হাঁ, আমি তোমারই অনুসন্ধানে আসিয়াছি।"

জগৎরাম কহিলেন—"আপনি বর্দ্ধমানের সংবাদ জানেন কি?"

শঙ্কররাম পুনরায় উত্তর করিলেন—"সমস্ত সংবাদই জানি। আমি বর্দ্ধমান হইয়াই এখানে আসিয়াছি।"

তখন জগৎরাম আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার জননী আর মানকুমারী কেমন আছেন—তাহা জানেন কি?"

শঙ্কর। ভাল আছেন—আর যাহাতে তাহাদের কোন কষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থাও আমি করিয়া আসিয়াছি।

জগৎ। তাঁহারা কি অবস্থায় আছেন—আমায় বিশেষ করিয়া বলুন।

শঙ্কর। পূর্ব্বে যে ভাবে তাঁহারা রাজ অন্তঃপুরে থাকিতেন, এখনও সেইভাবেই আছেন। দাসদাসীর বন্দোবস্ত পূর্ব্বের ন্যায় আছে, আর তোমার মানকুমারীর সহচরী সুরবালা আর সেই পাগলিনী বৈষ্ণবী তাঁহাদের মানসিক কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টাও করিয়া থাকে।

জগৎ। আপনি স্বচক্ষে কি তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছেন?

শঙ্কর। হাঁ—আমি স্বচক্ষেই তাঁহাদের দেখিয়া আসিয়াছি।

জগৎ। এখানে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন?

শঙ্কর। তোমার সহিত সাক্ষাতের জন্য। তোমার স্বর্গীয় পিতা আমার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে —এখন তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইবে কি না বল।

জগৎরাম আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আপনার কি প্রস্তাব আমি জানি না, কিন্তু জানি—শোভা সিংহ আপনার অনুগত শিষ্য—শোভা সিংহ আপনার অনুমতি ভিন্ন কোন কার্য্যই করে না। শোভা সিংহের বর্দ্ধমান আক্রমণ আপনার অনুমতিক্রমে কি না, অগ্রে আমার এই প্রশ্নের উত্তর করুন, পরে আপনার প্রস্তাব শুনিব।

শঙ্কর। না—শোভা সিংহের বর্দ্ধমান আক্রমণ আমার

অনুমতি লইয়া হয় নাই। অর্থ সংগ্রহের জন্য শোভা সিংহ এক সময়ে আমার নিকট এই প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহা অনুমোদন করি নাই।

জগৎ। তবে কেন এরূপ হইল?

শঙ্কর। রহিম খাঁর প্ররোচনায় ঘটিয়াছে। আর তোমার পিতা আমার নিকট সমস্ত শুনিয়া, সে সকল গোপনীয় কথা প্রকাশে নবাবের প্রিয় পাত্র হইবার উদ্দেশ্যে তোমায় ঢাকায় প্রেরণ করায় শোভা সিংহের ক্রোধের কারণও যথেষ্ট জন্মিয়াছিল। তথাপি আমি উপস্থিত থাকিলে এ ঘটনা কখনই ঘটিত না। আমি কোন কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গমন করিয়াছিলাম, আমার অবর্ত্তমানে আমার বিনা অনুমতিতে এই ঘটনা ঘটিয়াছে।

জগৎ। পূর্ব্বে আপনার উপর আমার যে এক ভয়ঙ্কর অভিমান জন্মিয়াছিল, আপনার এই কথায় এখন তাহা দূর হইল। এক্ষণে আপনার প্রস্তাব কি আমায় বলুন।

শঙ্কর। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে তুমি শোভা সিংহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হও—শোভা সিংহের দলে মিলিত হইয়া দেশোদ্ধারে জীবন বিসর্জ্জন কর। এই অত্যাচারী বিধর্ম্মী মোগলের সাহায্য লইয়া শোভা সিংহকে শাস্তি দিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর।

সুষুপ্ত সিংহ শরবিদ্ধ হইলে সে যেমন ক্রোধে ফুলিয়া উঠিয়া গর্জ্জন করে, স্বামীজীর উপরোক্ত প্রস্তাবে সেইরূপ ফুলিয়া উঠিয়া জগৎরাম গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"অসম্ভব—অসম্ভব—পিতৃহন্তা শোভা সিংহের সহিত আমি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইব?—যাহা

কর্ত্তৃক আমার জননী ও ভগিনী এখনও বন্দিনী অবস্থায় রহিয়াছেন, সেই শোভা সিংহের দলে আমি মিলিত হইব? অসম্ভব—অসম্ভব। মোগল ত দেশের রাজা, যদি শোভা সিংহকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য আমায় চণ্ডালের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইব না। কি বলিব—এ প্রস্তাব আপনি উপস্থিত করিয়াছেন, অন্যে উপস্থিত করিলে—”

বলিতে বলিতে জগৎরামের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহের যে অবস্থা হয়, জগৎরামেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। শঙ্কররাম তাহা দেখিয়া সে ভাবের আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। কেবল বিদায় গ্রহণকালে কহিলেন—“এ দেশ যে স্বাধীন হয়, বোধ হয়, তাহা জগদম্বার অভিপ্রেত নহে। তাহা না হইলে এরূপ অভাবনীয় ঘটনাই বা ঘটিবে কেন? তবে আমি এ কথা নিশ্চয় বলিতে পারি—এ রাজ্য আর অত্যাচারী মোগলের কখনই থাকিবে না। প্রজা অসন্তুষ্ট হইলে রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিবে। এখন কাহার অদৃষ্টে যে সুপ্রসন্ন—তাহা সেই জগদম্বাই জানেন। বুঝি বা যোগীর ভবিষ্যদ্বাণীই পূর্ণ হয়—এ রাজ্য বণিক ইংরেজেরই হয়। দেখি জগদম্বার মনে কি আছে?”

এই কথা বলিয়া শঙ্কররাম সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। জগৎরাম ধীর ও স্থির ভাবে কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া সেই চিন্তায় একবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। এই ভাবে কতক্ষণ রহিলেন তাহাও জগৎরাম স্থির করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না। এমন

সময় রঘুরাম সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমার তখনও গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন, সুতরাং রঘুরাম যে সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্যই ছিল না। শেষে রঘুরাম ডাকিল—"রাজকুমার!"

তখন রাজকুমারের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট হইল, এবং রঘুরামকে দেখিয়া তিনি কহিলেন—"রঘুরাম, তোমার আর এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই। তুমি বর্দ্ধমানে যাও। সেখানে গিয়া গোপনে গোপনে আমাদের পলাতক অবশিষ্ট সৈন্যগণকে একত্রিত করিয়া নূতন সৈন্যদল গঠনের চেষ্টা করিবে। এখানকার অবস্থা আমার ভাল বোধ হইতেছে না। ফৌজদারের সেরূপ সৈন্যবল নাই। এ অবস্থায় যতদূর পার, সৈন্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। তোমায় অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। তবে এক কথা—এ কার্য্যে অর্থের বিশেষ আবশ্যক, কিন্তু তোমায় আমি এখন সে অর্থ সাহায্যও করিতে পারিলাম না। তবে তোমার বুদ্ধিবলের উপর আমার বিশেষ আস্থা আছে, বুদ্ধি বলে যতদূর সাধ্য করিও। আর আমি সংবাদ পাইয়াছি—আমার জননী ও ভগিনী বন্দিনী অবস্থায় যতদূর সুখে থাকা সম্ভব, সেই ভাবেই আছেন। তাঁহাদের উপর কোনরূপ অত্যাচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। সুবিধা হয়, তাঁহাদেরও সংবাদ লইবে, তোমায় আর অধিক কি বলিব? ফৌজদার সসৈন্যে প্রথমে হুগলী দুর্গে গিয়া অবস্থান করিবেন স্থির করিয়াছেন—সেই স্থানে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে। তবে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের সাহায্য পাইবার চেষ্টায় আমায় সে স্থানেও একবার যাইতে হইবে। সুবোধরাম

ও আমি ফৌজদারের পত্র লইয়া তথায় যাইব স্থির করিয়াছি। হুগলী হইতে চুঁচুড়া ত আর অধিক দূর নয়। ফৌজদারসৈন্য ঐ অঞ্চলে পৌছিলে, হয় হুগলী, না হয় চুঁচুড়ায় আমার অনুসন্ধান করিবে।"

রাজকুমারের কথা শেষ হইলে রঘুরাম প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। রঘুরাম চলিয়া গেলে পর, কুমার পুনরায় চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এমন সময় ফতে খাঁ তথায় উপস্থিত হইলেন। ফতে খাঁ নানা স্থানে জগৎরামের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন,শেষে এইনির্জ্জন উদ্যানমধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। জগৎরাম ফৌজদারের দরবারে ফতে খাঁকে পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি যে ফৌদারের কর্ম্মচারী, তাহা ফতে খাঁর মুখ দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। প্রথম দর্শনের শিষ্টাচার শেষ হইয়া গেলে, জগৎরাম কহিলেন—"এখানে আপনি কাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছেন?"

ফতে। হুজুরের অনুসন্ধানে আসিয়াছি।

জগৎ। কি আবশ্যক বলুন।

ফতে। আপনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র জবরদস্ত খাঁর জীবন রক্ষা করিয়াছেন, সেই কারণ ফৌজদারমহিষী আপনার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষিণী হইয়াছেন।

জগৎরাম বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন—"আমার সহিত ফৌজদারমহিষীর সাক্ষাৎলাভ কিরূপে হইতে পারে?"

ফতে। আপনি একটু মেহেরবানী করিলেই হয়।

জগৎ। ফৌজদার এ কথা জানেন?

ফতে। না, তাঁহাকে এ কথা জানাইবার কোন আবশ্যক নাই। ফৌজদারমহিষী গোপনে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

জগৎ। কোথায় আমাদের এ সাক্ষাৎ হইবে?

ফতে। আপনাকে অন্দরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।

জগৎ। ফৌজদারের বিনা অনুমতিতে তাঁহার অন্দরে আমি প্রবেশ করিব? নিশ্চয়ই আপনি একটা পাকচক্রে আমায় কোন বিপদে ফেলিবার মৎলবে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। আপনার কি মৎলব আমায় খুলিয়া বলুন। আমার চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্যই কি এই প্রস্তাব?

ফতে। না মহাশয়—আল্লার কীরে—আমি কোন কুমৎলবে আসি নাই। করিমন্নেসার হুকুম অমান্য করা আমার সাধ্য নয়—এই কারণ এ কথা বলিতে আমি সাহসী হইয়াছি।

জগৎ। করিমন্নেসা কে?

ফতে। ফৌজদারের স্ত্রী।

জগৎ। ফৌজদারের স্ত্রী আমার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী কেন?

ফতে। আপনি তাঁহার পুত্রের জীবন রক্ষা করিয়াছেন; সেই কারণ আপনার সহিত তিনি সাক্ষাতের অভিলাষী।

জগৎ। আপনার সহিত তাঁহার কি কোন সম্পর্ক আছে?

ফতে। আমি তাঁহার মৃতা ভগিনী মেহেরন্নেসার স্বামী।

জগৎ। তাঁহাকে আমার সেলাম দিয়া বলিবেন—আমি তাঁহার সে সম্মানের উপযুক্ত নই।

ফতে খাঁ আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। তৎক্ষণাৎ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। জগৎরাম কি চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সুবোধ রাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জগৎরাম সুবোধের নিকট সে সকল কথা প্রকাশ করিলেন। সুবোধ ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া কহিলেন—"আপনি অসম্মতি প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। ফৌজদারের এ স্ত্রী মায়াবিনী পিশাচী। এমন জঘন্য চরিত্রের স্ত্রীলোক কল্পনাতেও আনিতে পারা যায় না। মুন্না নামে ফৌজদারের আর এক স্ত্রী ছিল, সে সতীলক্ষ্মী। তার নির্ম্মল চরিত্রে ঐ করিমন্নেসাই কলঙ্ক আরোপ করিয়াছে—ঐ করিমন্নেসা হইতেই সে এখন পথের ভিখারিণী হইয়াছে। ঐ পাপিষ্ঠা হইতেই সেই সতীলক্ষ্মী স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়াছে। মায়াবিনী কি মৎলবে তোমায় গোপনে অন্দরের মধ্যে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক, তাহা জানি না—কিন্তু পাপিষ্ঠার মুখদর্শনেও মহাপাতক হয়।"

ক্রোধে সুবোধরামের সর্ব্বশরীর তখন কাঁপিতে লাগিল, সুবোধরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অস্থিরভাবে উদ্যানমধ্যে বেড়াইতে লাগিলেন। একটা ভয়ঙ্কর বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলে লোকের মনের অবস্থা যেরূপ হয়, জগৎরামের মনের অবস্থা এখন সেইরূপ।

—০:০:০—

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

দেওয়ান রামভদ্র রায়ের সুবন্দোবস্তে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল সৈন্য ভালরূপ শিক্ষিত ছিল না। দেওয়ানজীর অসাধারণ চেষ্টা ও অধ্যবসায় গুণে রাজস্বাদি সুচারুরূপে সংগৃহিত হইত। সেই কারণ নুর-উল্লা অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া বহু সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজস্বসংগ্রহ সম্বন্ধে কোনরূপ গোলযোগ না থাকায়, ফৌজদার সৈন্য যুদ্ধকার্য্যাদি একরূপ বিস্মৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, দেওয়ানজীর আন্তরিক চেষ্টায় কেবল এই তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য সংগৃহিত হয়। দেওয়ানজীর পুত্র সুবোধরাম বন্ধু জগৎরামের উপকারার্থে এই সৈন্য দলভুক্ত হইলেন। দেওয়ানজী তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে বুঝিয়া ছিলেন যে এই তিন সহস্র সৈন্য যথেষ্ট হইবে না; আর বিশেষতঃ বিদ্রোহী শোভা সিংহের কামান ও বন্দুক যথেষ্ট আছে, সেই কারণ তিনি জগৎরাম ও সুবোধরামকে চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কামান ও বন্দুকাদি সাহায্য-প্রার্থনা করিতে উপদেশ

ন এবং সেই মর্ম্মে নুর-উল্লার স্বাক্ষরিত একখানি পত্রও য়া ছিলেন। সৈন্যগণের রসদ পূর্ব্বাহ্নেই চালান হইয়াছিল। নতঃ দেওয়ানজী যুদ্ধযাত্রার সকল বন্দোবস্ত সুচারুরূপে পন্ন করিয়াছিলেন।

আজ নুর-উল্লা যুদ্ধযাত্রা করিবেন, সুতরাং মির্জ্জা নগরে জ একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। অশ্বগণের হ্রেসারব সৈন্যগণের কোলাহলে নগর প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত তেছে। পূর্ব্বদিন সমস্ত রাত্রি নুর-উল্লা উদ্যানস্থিত বিলাস-হ অতিবাহিত করিয়া আজ প্রভাতে করিমন্নেসার নিকট দায় লইতে আসিয়াছেন। ফৌজদার করিমন্নেসাকে ভয় রিতেন, সেই কারণ তাঁহার নিকট বিদায় না লইয়া যুদ্ধযাত্রা রিতে সাহসী হইলেন না। নুর-উল্লা অন্দরস্থিত শয়ন কক্ষে বেশ করিয়া দেখিলেন—করিমন্নেসা নানা বেশভূষায় ভূষিতা ইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই ভুবনমোহিনী রূপের স্থান যেন ার অঙ্গে সঙ্কুলান হইতেছে না। করিমন্নেসার বয়ঃক্রম এখন ায় বত্রিশ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে বিশ বৎসরের নধিক বলিয়া সকলকেই অনুমান করিতে হইবে। এরূপ ময় এই বেশভূষা দেখিয়া নুর-উল্লা প্রথমে কিছুক্ষণ বিস্মিত ইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন--"করিমন্নেসা, এ সময় তামার এত সাজসজ্জা কেন?"

করিমন্নেসা উত্তর করিলেন—"মেরা খোস্। তোমার চক্ষে ক ভাল দেখায় না?"

নুর। ক্যা মেরা জান্—তোমার রূপে আমি যে মোহিত ইয়া আছি, তোমার মুখে এই কথা!

করিম। কেবল মুখের কথায় হয় না। কাজের সময় কিছুই দেখিতে পাই না। মেহেরবান, কদরদান, তোমার মুখখানিতেই সব।

নুর। ক্যা মেরা পিয়ারে—আমি তোমায় ভাল বাসি না তোমার জন্যে মুন্না বিবিকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করি দিয়াছি—তুমি যখন যাহা বল, আমি অনুগত গোলামের ন্যা তোমার হুকুম তামিল করিতেছি। তোমার কোন সাধ কো কামনা আমি অপূর্ণ রাখি নাই। তবে তোমার মুখে আ কেন এমন কথা করিমন্নেসা?

করিম। আমার এ বেশভূষা কেন? তবে শোন। আমি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে মনস্থ করিয়াছি। জবরকে ছাড়ি আমি এখানে একা থাকিতে পারিব না। আমি যাইে প্রস্তুত, এখন তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।

নুর। এ কি কথা বিবিজান?

করিম। এই আমার সাধ—এই আমার হুকুম—তু আমার এ সাধ মিটাইবে কি না—তুমি আমার এ হুকুম তামি করিবে কি না?

নুর। এ যে বড় বিষম সাধ—এ যে বড় ভয় হুকুম।

করিম। তবে নয় তুমি এই মাত্র আমার নিকট বড়া করিলে—তুমি গোলামের ন্যায় আমার হুকুম তামিল কর- আমার কোন সাধ—কোন কামনা অপূর্ণ রাখ নাই? এ অতি তুচ্ছ সাধ—অতি তুচ্ছ হুকুম।

বলিতে বলিতে করিমন্নেসার ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল আরক্তিক ব

ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া ফৌজদার ভীত মনে কহিলেন—"আচ্ছা, তোমার এ সাধও মিটাইব—এ হুকুমও তামিল করিব। এখন আর বিলম্ব করিলে চলিবে না—তাহার বন্দোবস্ত করিতে তবে আমি যাই ?"

এই কথা বলিয়া ফৌজদার গমনোদ্যত হইয়া মাত্র দুই এক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় করিমন্নেসা কহিলেন—"আমার আর এক হুকুম আছে।"

নুর-উল্লা আর অগ্রসর হইলেন না। তৎক্ষণাৎ বিবি পত্নীর দিকে ফিরিলেন। তখন বিবি সাহেবার দ্বিতীয় হুকুম হইল—"আমার জবরের জীবনদাতা বর্দ্ধমান রাজকুমারের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতে চাই। এখনই তাঁহাকে আমার এই গৃহে আনিয়া হাজির কর।"

নুর উল্লা সে হুকুম শুনিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন! মুখে কোন কথাই তখন আর আসিল না। করিমন্নেসা পুনরায় কহিলেন—"আমি সেই বীরের হস্তে আমার পুত্রকে অর্পণ করিব। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পুত্রের রক্ষক হইবেন। আমি তাহাকে আমার হৃদয়নিহিত কৃতজ্ঞতা জানাইয়া—

নুর। বস্ বস্—আর বলিতে হইবে না। আমি একটি কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি—তুমি যে আমার জেনানা, সে কথা কি ভুলিয়া গিয়াছ ? আর জবর তোমারও যেমন পুত্র আমারও সেইরূপ পুত্র। তোমার পরিবর্ত্তে আমি সে কৃতজ্ঞতা জানাইলে কি হইবে না ?

করিম। জবর তোমার যেমন পুত্র, কখনই আমার সেরূপ

পুত্র নয়—জবর আমার জানের জান—তুমি পয়দা করিয়াছ মাত্র, কিন্তু আমি তাহাকে দশ মাস দশ দিন কাল গর্ভে ধারণ করিয়াছি—আজ ষোল বৎসরকাল নিজহস্তে লালনপালন করিয়াছি। পুত্রস্নেহ যাহাকে বলে তোমাতে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। আমার সহিত তোমার তুলনা? তোমার হস্তে আমি আমার জবরকে সমর্পণ করিতে পারি না। সেই জন্যই ত আমি জবরের সঙ্গে যাইতেছি। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার বীরত্ব আমার জানা আছে। সেই জন্যই ত আমি বর্দ্ধমান রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই। পুত্রের মঙ্গলের জন্য আমি লজ্জাসরম সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি। পুত্রের মঙ্গলের জন্য জননীর প্রাণ যে কি করে, তা তুমি কিরূপে বুঝিবে? মত্ত হস্তীর হস্ত হইতে যিনি আমার জবরকে রক্ষা করিয়াছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্ত হইতেও রক্ষার ভার আমি তাঁহারই করে অর্পণ করিব। এতে দোষ কি—এতে নিন্দার ভয় কি—এতে তোমার ক্ষতি কি?

নুর উল্লা খাঁ অবনত মস্তকে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর মস্তক উন্নত করিয়া কহিলেন—"ভাল, তাহাই হইবে—বর্দ্ধমান রাজকুমার জগৎরামের সহিত তোমার সাক্ষাতে আমার কোন আপত্তি নাই।"

"তবে এখনই তোমায় তাঁহাকে এই গৃহে পাঠাইয়া দিতে হইবে।" করিমন্নেসা এই কথা বলিয়াই উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—"দৌলৎ।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই দৌলৎ সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া যোড়হস্তে কহিল—"হাজির হ্যায় বেগম সাহেব।"

করিম। তুমি এখনই তোমার প্রভুর সঙ্গে গিয়া বর্দ্ধমান রাজকুমারকে আমার এই প্রকোষ্ঠে সঙ্গে করিয়া আন। আর যাইবার সময় জবরকেও এইখানে একবার পাঠাইয়া দিও।

প্রথম আদেশ শুনিয়া দৌলৎ শিহরিয়া উঠিল! কিন্তু প্রভুর সম্মুখেই যখন এই আদেশ হইল, তখন সে আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে প্রভুর পশ্চাতে পশ্চাতেই চলিল। অল্পক্ষণ পরে জবরদস্ত খাঁ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীর পদবিক্ষেপে ও বিষণ্ণভাবে সেই গৃহে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। পুত্রের সেই বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া জননীর প্রাণ একবারে অধীর হইয়া পড়িল। জননী আগ্রহের সহিত কহিলেন—"ক্যাহেরে মেরা বেটা—তেরা মু এসা মলিন ক্যাহে?"

পুত্র একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—"মা, যাহার প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই আগুন জ্বলিতেছে, তাহার মুখ প্রফুল্ল দেখিবে কিরূপে জননি?"

করিম। তোর অমন কোমল প্রাণে কোথা হইতে এ আগুন আসিয়া পশিল বাপধন?

জবর। কি জানি মা, এ নিশ্চয়ই আমার নসিবে ছিল। যে মুহূর্ত্তে আমি তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, বোধ হয়, সেই মুহূর্ত্তেই—এ আগুন আমার প্রাণে প্রাণে—আমার মর্জ্জায় মর্জ্জায়—আমার শিরায় শিরায়—আমার অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিয়াছে।

করিম। সে কি কথা বাবা! শুনিয়া আমার প্রাণ যে শিহরিয়া উঠিতেছে!

জবর। সে বড় ভয়ঙ্কর কথা মা।

করিম। আমার মাথার কীরে—তুই প্রাণের ভিতর কিছু রাখিস্ না—আমার কাছে সব প্রকাশ করিয়া বল্।

জবর। শত বার বলিয়াছি—সহস্র বার বলিয়াছি—সে কথা যে তোমার কাছে প্রকাশ করিবার নয় মা।

করিম। আচ্ছা, অন্য কাহার কাছে প্রকাশ করিয়া বল্—আমি তাহার মুখে শুনিব।

জবর। এ কথা অন্য কাহার কাছেও যে প্রকাশ করিবার নয় মা। কেবল খোদা আমার এ প্রাণের কথা জানেন। তাঁহার কাছে মুখে কখন প্রকাশ করিয়া বলি নাই—মুখে সে কথা উচ্চারণ করিলে নিশ্চয়ই জিহ্বা খসিয়া পড়িয়া যাইবে—খোদা জানেন—অন্তর্য্যামী বলিয়া—খোদা জানেন—আমার অন্তরে আছেন বলিয়া।

খোদার নামে করিমন্নেসা যেন শিহরিয়া উঠিল! করিমন্নেসার প্রাণ আতঙ্কে গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! করিমন্নেসা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। তখন জবরদস্ত প্রশ্ন করিলেন—"আমায় কি নিমিত্ত ডাকিয়াছ জননি?"

করিমন্নেসা এইবার সম্নেহদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের প্রতি চাহিয়া ছল্‌ছল্‌নেত্রে কহিলেন—"তোকে যুদ্ধে পাঠাইতে আমার দিল্ বড়ই ঘাবড়াইতেছে। না, আমি তাহা কখনই পারিব না। তোকে ছেড়ে এক লহমা আমি থাকিতে পারিব না। আমি তোর সঙ্গে যাইব—শিবিরে—রণক্ষেত্রে—আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব। তোর পিতার ইহাতে মত হইয়াছে। আর এক কথা—রণক্ষেত্রে কে তোকে রক্ষা করিবে? তোর

পিতার উপর সে ভার দিতে আমার দিল্ চায় না। যে বীর মত্ত মাতঙ্গের হস্ত হইতে তোকে রক্ষা করিয়াছিলেন, রণভূমিতে সেই বীরের হস্তে আমি তোর রক্ষার ভার অর্পণ করিব।”

জবর। এ কি কথা মা! তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইবে? এ বিষয়ে পিতা কেন যে মত দিয়াছেন, তা আমি জানি। এই জানি—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার দণ্ডায়মান হইবার ক্ষমতা নাই—আরো জানি—তুমি প্রবল স্রোতস্বিনী, আর তিনি সেই স্রোতে পতিত ক্ষুদ্র তৃণ মাত্র। যা'ক সে কথা—তিনি যখন মত দিয়াছেন, তখন তুমি স্বচ্ছন্দে যাইতে পার মা। কিন্তু আমার রক্ষার ভার আমি তোমায় অন্য কাহার হস্তে দিতে দিব না। কেন জান মা—আমি যে তোমারই গর্ভজাত সন্তান—তাই আমি রক্ষা চাই না—আমি বিনাশ চাই—আর না—

বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে জবরদস্ত খাঁ সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আর অনিমিষনয়নে করিমন্নেসা সেই উন্মুক্ত দ্বারদেশে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে দৌলৎ বিবি জগৎরামকে সঙ্গে লইয়া করিমন্নেসার সম্মুখে দাঁড়াইল। জগৎরাম সসম্ভ্রমে যথাবিধি কুর্ণিশ করিলেন। করিমন্নেসা তখন একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, সেই কারণ হঠাৎ রাজকুমারকে গৃহ মধ্যে দেখিয়া প্রথমে একটু থতমত খাইলেন। পরে তাঁহাকে সম্মুখস্থিত এক আসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। জগৎরাম আসন গ্রহণ না করিয়া করযোড়ে কহিলেন—“এ গোলামের প্রতি কি হুকুম ফরমাজ করুন।”

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া করিমন্নেসা দৌলৎকে

কহিলেন—"দৌলৎ, এখন তোমার কার্য্য শেষ হইয়াছে—তুমি যাইতে পার।"

অবনত মস্তকে এক লম্বা সেলাম করিয়া দৌলৎ সে গৃহ হইতে দ্রুত বেগে প্রস্থান করিল। তখন করিমন্নেসা কুমারকে কহিলেন—"এরূপভাবে আমার নিকট আপনার দাঁড়াইয়া থাকিবার আবশ্যক নাই। আপনি স্বচ্ছন্দে আসন গ্রহণ করুন—আপনার সহিত আমার অনেক বাৎচিৎ আছে।"

অগত্যা তখন অবনত মস্তকে কুমার আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ আর কাহার মুখে কোন কথাই নাই। করিমন্নেসা দেখিলেন—কুমারের মস্তক পূর্ব্বের ন্যায় অবনত অবস্থাতেই রহিয়াছে—কুমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার দিকে চাহিতেছেন না। করিমন্নেসার তাহা মনঃপূত হইল না। করিমন্নেসা কহিলেন—"আপনি ঐরূপ ভাবে বসিয়া আছেন কেন? আমার দিকে চাহিয়া দেখুন—আমার প্রশ্নের উত্তর করুন।"

তখন মস্তক ঈষৎ উন্নত করিয়া কম্পিতস্বরে কুমার কহিলেন—"আপনার কি প্রশ্ন বলুন।"

করিম। আপনি কি সে দিন আমার পুত্র জবরদস্ত খাঁর জীবন রক্ষা করিয়াছেন?

জগৎ। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন—আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

করিম। আপনিই আমার সেই ভগবান। আপনাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য এই কষ্ট দিয়াছি। আপনি আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিতেছেন না কেন? কোন ভয় নাই—এখানে আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। আমি নিতান্ত কুৎসিতা নই—বরং সুন্দরী বলিয়া

আমার একটা বদনামও আছে। আপনিও সুন্দর যুবা পুরুষ—আমার এ সৌন্দর্য্য আপনার মনোমত কি না—আমি জানিতে চাই। একবার ভাল করিয়া আমার দিকে চাহিয়া দেখুন!

জগৎ। আমার প্রতি কি হুকুম বলুন, আমি আর অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে পারিব না।

করিম। কেন? আপনার এখানে থাকিতে কি কষ্ট হইতেছে বলুন।

জগৎ। আমার এখানে আসাই কর্ত্তব্য হয় নাই, কেবল ফৌজদারের হুকুমেই আসিয়াছি।

করিম। আমার হুকুম যে ফৌজদারের হুকুমের অপেক্ষা অনেক বড়। আমার হুকুমেই ত ফৌজদার আপনাকে এখানে আসিতে হুকুম দিয়াছে।

জগৎ। কেন—আমার প্রতি আপনার এ দয়া হইয়াছে বলুন।

করিম। প্রথম কথা—রণক্ষেত্রে আমার পুত্রের জীবন রক্ষার ভার আপনার উপর দিলাম। আর এখন তোমায় দেখিয়া আমার প্রাণও তোমার জন্য পাগল হইয়াছে। আমার এ প্রাণ তুমি কি রক্ষা করিবে না?

জগৎ। আপনার কথা আমিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

করিম। তবে স্পষ্ট কথাই বলি—আমি তোমায় ভালবাসি।

এই কথা বলিয়া করিমন্নেসা দৌড়িয়া গিয়া জগৎরামকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন, তখন হঠাৎ সম্মুখে কালভুজঙ্গিনী দেখিলে লোকে যেরূপ ব্যাকুল হয়, সেইরূপ ব্যাকুল প্রাণে

জগৎরাম প্রকোষ্ঠের এক কোণে দৌড়িয়া গিয়া কহিলেন—"খবরদার!"

করিমন্নেসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! এরূপ অপমান তাঁহার জীবনে কখন ঘটে নাই। তাহার পর পদ-দলিতা ফণিণীর ন্যায় ক্রোধে ও অভিমানে যেন ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিলেন। করিমন্নেসার উপযাচিত প্রণয় প্রত্যাখান করে, এ পৃথিবীতে এমন কেহ যে থাকিতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বে তাঁহার ছিল না। তাঁহার নিজের মনে দৃঢ় বিশ্বাস—তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—এ পৃথিবীর সকলেই! তবে যাহার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ হয়, সেই আপনাকে ধন্য মনে করে। কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া করিমন্নেসাও কহিলেন—"সাবধান! তোমার সাহসকে আমি বাহাদুরী দিতেছি—তোমার এতদূর বুকের পাটা যে আমার কার্য্যে বাধা দিতে সাহসী হও! আমার অনুগ্রহ পদদলিত করিয়া তুমি নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আন! কি বলিব—তুমি জবরের জীবন রক্ষা করিয়াছ—কি বলিব—তোমার রূপ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়াছি, নচেৎ আমার এ অপমানের প্রতিশোধ এখনই আমি লইতে জানি। আবার বলি—খুব হুঁসিয়ার!"

জগৎরামেরও তখন ক্রোধের সীমা ছিল না। তিনিও ক্রোধভরে কহিলেন—"আমি এত নীচ এত ঘৃণিত নই—আর এত ঘৃণিতবংশে আমার জন্ম নয়—যে তোমার এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে আমি সম্মত হইব। এরূপ পাপকার্য্য কখনই হইবে না।"

করিম। কিসের পাপ? কিসের পুণ্য? ভালবাসায় আবার পাপপুণ্য আছে নাকি? আমি জানি—আমার দিল্ যাহাকে

চাহিবে, আমি তাহাকেই ভালবাসিব—আমি জানি—আমার ভালবাসা যে পাইবে, সেই আমার গোলাম হইবে—আমি জানি—আমার গোলাম যে হইবে, সেই নিজেকে ধন্য মনে করিবে। আমার রূপের দিকে একবার চেয়ে দেখ—তুমি কি মানুষ নও—তোমার কি রক্তমাংসের শরীর নয়—আমার এ রূপ দেখিয়া তোমার কি মনে হয়?"

তখন জগৎরাম গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিলেন—"পরস্ত্রী সহস্র সুন্দরী হইলেও তাহাকে দেখিয়া ভদ্রসন্তানের যাহা মনে হওয়া উচিত—আমারও তাহাই মনে হয়। মনে হয়—তুমি আমার গর্ভধারিণী মা, আর আমি তোমার সন্তান—তোমার জবরদস্তও যে, আর আমিও সে!"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া করিমন্নেসা কহিলেন—"আর না—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

জগৎরাম আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া দ্রুতবেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তৃতীয় খণ্ড।
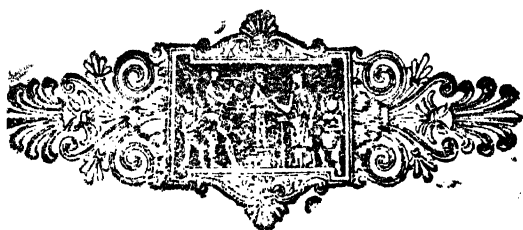
প্রথম পরিচ্ছেদ।

রঘুরাম তাহার প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানে আসিয়া প্রথমেই রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের উপায়োদ্ভাবনে রঘুরাম ব্যস্ত হইল। যেরূপ প্রহরীর বন্দোবস্ত, তাহাতে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তখন রঘুরাম গোপনে প্রবেশের পন্থা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে রঘুরাম অন্দরের পশ্চাৎভাগের প্রাচীর উল্লম্ফনই প্রকৃষ্টোপায় স্থির করিল। তাহার সেই চিরসঙ্গী লাঠির সাহায্যে একদিন রাত্রে রঘুরাম সেই উচ্চ প্রাচীর উল্লম্ফন করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। প্রথমেই সেই পাগলিনী বৈষ্ণবীর সহিত রঘুরামের সাক্ষাৎ। রঘুরামকে দেখিয়া বৈষ্ণবী প্রথমে চিনিতে না পারিয়া বড়ই

ভীতা হইল, কিন্তু রঘুরাম বৈষ্ণবীকে চিনিতে পারিয়া চুপি চুপি কহিল—"কোন ভয় নাই—আমি রঘুরাম। আমাদের রাণী মা আর রাজকুমারী কোথায় তুমি জান?"

বৈষ্ণবী উত্তর করিল—"জানি—আমার সঙ্গে এস। তুমি কি রাজকুমারের কোন সন্ধান জান?"

রঘুরাম। জানি—আমি তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছি।

বৈষ্ণবী। তবে শীঘ্র এস—আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না—রাণী-মাকে সে সংবাদ দিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা কর।

বৈষ্ণবী দ্রুতপদে অগ্রে অগ্রে চলিল, আর রঘুরামও তাড়াতাড়ি তাহার অনুগমন করিতে লাগিল। শেষে এক প্রকোষ্ঠ মধ্যে বৈষ্ণবী রঘুরামকে লইয়া প্রবেশ করিল। সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া রঘুরাম দেখিল—রাণী-মার যেন আসন্নকাল উপস্থিত। স্বামী ও পুত্র শোকে একবারে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সুরবালা সে সময় ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছিল—আর মানকুমারী—সাশ্রুনয়নে জননীর পদ সেবায় নিযুক্ত। রঘুরাম সে গৃহে প্রবেশ করিলে প্রথমেই মানকুমারী তাহাকে দেখিয়া "রঘুদাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে কথা শুনিয়া রাণী অহল্যার মুদ্রিত চক্ষু উন্মুক্ত হইল। রাণী রঘুরামের দিকে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিলেন। রঘুরামকে দেখিয়া তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্লাবিত হইতে লাগিল। মানকুমারী সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া রঘুরামকে জিজ্ঞাসা করিল—"রঘু দাদা, তুমি আমার দাদার সংবাদ জান?"

রঘুরাম উত্তর করিল—"আমি তাঁহারই নিকট হইতে আসিতেছি।"

মানকুমারী তখন আগ্রহের সহিত কহিল—"তাঁহার সংবাদ কি?"

রঘু। সমস্ত মঙ্গল।

মান। এখন তিনি কোথায় আছেন?

রঘু। মির্জ্জা নগরে।

মান। সেখানে কেন?

রঘু। ফৌজদারের সৈন্য লইয়া শোভা সিংহের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থায় আছেন।

মান। ফৌজদার কি সে সাহায্য করিবেন?

রঘু। এর জন্য ফৌজদারের উপর নবাবেরও এক পরো-য়ানা জারি হইয়াছে।

এই সময় রাণী অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"বাবা রঘু-রাম, আমি কি আর জগৎকে দেখিতে পাইব? জগৎকে না দেখে, আমি জগৎসংসার সমস্তই অন্ধকার দেখি-তেছি। একবার আমার দেখা—জন্মের মত একবার আমি দেখি।"

বলিতে বলিতে রাণীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়না-শ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল। মানকুমারীও কাঁদিল—তখন সুরবালা আর থাকিতে পারিল না—ধীরে ধীরে কহিল—"কেন কাঁদ রাণী-মা? কুমারের সংবাদের জন্য এক-বারে ধরাশায়ী হইয়াছিলেন, এখনত সে সংবাদ পাইলেন। আর একটু ধৈর্য্য ধরুন—তিনি ত আপনাদেরই উদ্ধারের চেষ্টায়

আছেন। শীঘ্রই সে সুযোগ হইবে—আবার আপনি আপনার হারানিধিকে পাইবেন।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে পুনরায় রাণী উত্তর করিলেন—"তত দিন আর আমি কি বাঁচিব সুরবালা? আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত। রাজার সেরূপ শোচনীয় মৃত্যু না ঘটিলে, আমিত নিশ্চয়ই সহমরণে যাইতাম—আমি ত নিশ্চয়ই তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতাম। আমি যাই মা, আমি যাই—ঐ যে বীরবেশে রাজা আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—ঐ যে রাজা আমায় ডাকিতেছেন—তোরা আমার মানকুমারীকে দেখিস্—তোরা আমার জগতের সংবাদ রাখিস্—মা—ন—কু—মা—"

বলিতে বলিতে রাণীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল। মানকুমারী "মাগো, তুমি আমায় ফেলিয়া কোথায় চলিলে গো" বলিয়া এক হৃদয়বিদারক চীৎকার করিয়া উঠিল। সুরবালা স্নীগ্রহস্তে তাহাকে আপন বক্ষে ধারণ করিল। মানকুমারী কাঁদিল—সুরবালাও সে কান্নায় যোগ দিল উভয়ে তখন কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল এই আকস্মিক বিপদে রঘুরামও কাঁদিয়া অস্থির হইল কিন্তু পাগলিনী বৈষ্ণবীর চক্ষে বিন্দুমাত্রও অশ্রু নাই! পাগলিনী স্তম্ভিত—পাগলিনী বিস্মিত! সেই আকস্মিক ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তাহার সেই পরোপকারপ্রবণ হৃদয় যেন গলিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার সেই বিকৃত মস্তক যেন ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইল।

অনেকক্ষণ এইরূপ কান্নাকাটি চলিল। শেষে সুরবালা

একটু স্থির হইয়া সেই পিতৃমাতৃহীনা মানকুমারীকে নানারূপ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। সুরবালা কহিল—"রাজকুমারী, আমাদের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তোমার আর শোক করা উচিত হয় না। তুমি নিজে স্থির না হইলে, তোমায় প্রবোধ দিবার আমাদের আর কি আছে?"

মানকুমারী সে কথায় আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। সুরবালার বক্ষে মস্তক রাখিয়া কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরবালা পুনরায় কহিল—"বাপ-মা কখন কাহার চিরকাল থাকেন না। আর রাণী-মা স্বামীশোকে যেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিক দিন বাঁচিবেন না—সে কথা ত জানা-কথা। এ বিপদের জন্য ত আমরা প্রস্তুতই ছিলাম রাজকুমারী তবে হঠাৎ মৃত্যুটা হওয়াতেই যা দুঃখ।"

এইবার মানকুমারী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"না সুরবালা—তা নয়। মা যে আমায় ফেলিয়া চলিয়া যাইবেন—একথা আমি স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই—আমার কল্পনাতেও কখন আসে নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বে শত্রু-হস্তে পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু মার এ যে ইচ্ছা-মৃত্যু সুরবালা।"

সুর। দেখ রাজকুমারী, জন্ম হইলেই মৃত্যু আছেই। মৃত্যু কাহার হাত-ধরা নয়। তুমি কেন বৃথা শোক কর?

মান। সুরবালা, আমি কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছি না। বাবার সেই শোচনীয় মৃত্যু—রাজ্যহারা হইয়া দাদার সেই

ভ্রমণ—তার পর মার মুখ দেখিয়া আমি এতদিন স্থির ছিলাম, সে মাও আজ আমায় ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন! আমার যে একে একে আজ সব কথাই মনে হইতেছে—মার মতন কে আর আমায় ভাল বাসিবে? মার মতন কে আর আমায় যত্ন করিবে—মার মতন কে আর আমায় স্নেহ করিবে?

এতক্ষণের পর বৈষ্ণবীর নয়নপ্রান্তে দুইটি মাত্র অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। সেই পতনোন্মুখ অশ্রুবিন্দুদ্বয় মুছিয়া বৈষ্ণবী মানকুমারীর কথার উত্তরে কহিল—"আমি। আমি তোমায় ভাল বাসিব—আমি তোমায় যত্ন করিব—আমি তোমায় স্নেহ করিব। আর আমি রাই-উন্মাদিনী নই—এখন আমি রাণী অহল্যাসুন্দরী। তোর সে মা স্বামীশোকে অধীর হইয়াছিল, কিন্তু তোর এ মা মৃতস্বামীর শোক হৃদয়ে চাপিয়া রাখিয়া স্নেহনীড়ে তোকে ঢাকিয়া রাখিবে—এ পাষাণ হৃদয়ে স্নেহের ঝরণা ছুটাইবে। মা, মা, মা, তুই আর কাঁদিস্ না মা।"

স্তম্ভিত মানকুমারীর প্রাণে একটা বিস্ময়ের প্রবল স্রোত বহিল—সে স্রোতে তাহার মাতৃশোকের উত্তাল তরঙ্গও ভাসিয়া গেল। সুরবালাও দেখিল—বৈষ্ণবী আর বাস্তবিকই সেই রাই-উন্মাদিনী শ্যামবিরহিনী পাগলিনী নয়—বৈষ্ণবী এখন মূর্ত্তিমতী স্নেহ-স্রোতস্বিনী জগদম্বাস্বরূপিনী মা! চণ্ডাল রঘুরামের সেই প্রভুভক্ত দৃঢ়হৃদয়েও সেই স্রোতের বেগ গিয়া পৌঁছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সে হৃদয়েও একটা ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া গেল। রঘুরাম সাশ্রুনয়নে কহিল—"কে মা তুমি?

আমার দিদিমণির জীবন বাঁচাইবার জন্যে আবার এ কি মূর্ত্তি ধরিলে মা ?”

“আয় মা, আয় মা—আমার কোলে আয় মা।” বলিতে বলিতে তখন বৈষ্ণবী দৌড়িয়া মানকুমারীকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। তাহার নয়নাশ্রু মুছাইয়া দিয়া অতি যত্নে—অতি আদরে তাহার মুখ চুম্বন করিল। প্রবল ঝঞ্ঝাবাৎপীড়িত নিরাশ্রয় পথিক হঠাৎ একটা আশ্রয় পাইলে তাহার মনের অবস্থা যেরূপ হয়, মাতৃশোকাতুরা মানকুমারীর মনের অবস্থাও এখন সেইরূপ।

* * * *

যথাবিধি রাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্নেহময়ী বৈষ্ণবীর অগাধ স্নেহে—সুচতুরা সুরবালার সুস্নিগ্ধ ভালবাসায়—প্রভুভক্ত রঘুরামের আন্তরিক সেবায় পিতৃমাতৃহীনা মানকুমারীর শোকেরও কতক পরিমাণ লাঘব হইয়াছে, এমন সময় এক দিন রাত্রে রঘুরাম মানকুমারীকে কহিল—“দিদিমণি, আমি আর এখানে চোরের ন্যায় লুকায়িত থাকিতে পারি না। তোমার দাদা আমাকে যে গুরুতর ভার দিয়াছেন, এখনও আমার তাহার কিছুই করা হয় নাই। আমি এইবার সেই চেষ্টায় যাইব।”

মানকুমারী প্রশ্ন করিল—“দাদা তোমায় কি গুরুতর ভার দিয়াছেন রঘু দাদা ?”

রঘু। আমাদের পলাতক সৈন্যগণকে একত্র করিয়া আর প্রজাদের মধ্যে হইতে আরো নূতন লোক বাছিয়া বাছিয়া লইয়া একটি নূতন সৈন্যদল তৈয়ার

করিতে ভার দিয়াছেন দিদিমণি। ফৌজদার সৈন্য আমাদের রাজ্য উদ্ধার করিয়া দিলে, সে রাজ্য রক্ষার জন্য সৈন্য বলের আবশ্যক, সেই জন্যই তিনি আমায় এই ভার দিয়াছেন।

সেখানে সুরবালাও উপস্থিত ছিল। রঘুরামের মুখে এই কথা শুনিয়া সুরবালা কহিল—"সৈন্য সংগ্রহ করিতে গেলে ত অর্থ চাই, সে এখন অর্থ কোথায় পাইবে রঘুরাম?"

তখন মানকুমারী কহিল—"কতক অর্থ আমি তোমায় দিতে পারি রঘুদাদা। আমার মার নিকট যে অর্থ ছিল, এখন সে অর্থ আমার নিকট আছে। আর মার ও আমার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও তুমি অনেক অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে।"

রঘুরাম উত্তর করিল—"তোমার অলঙ্কার আমি লইতে পারিব না দিদিমণি। তবে মার অর্থ ও অলঙ্কার আমায় দায়ে পড়িয়া লইতে হইতেছে।"

মান। যদি দাদার রাজ্যোদ্ধার হয়, তবে সেই আমার অলঙ্কার। আমাদের এ অবস্থায় আমার এ তুচ্ছ অলঙ্কারে কি হইবে রঘুদাদা?

রঘু। মার অর্থ ও অলঙ্কার তোমারই। এখন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। পরে অর্থের অনাটন হইলে আমি তোমার অলঙ্কার লইতেও কুণ্ঠিত হইব না। তবে আজ রাত্রে আমার সেই সকল লইয়া গোপনে পলায়ন করিতে হইবে। আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছি না।

মান। আবার কবে সাক্ষাৎ হইবে রঘুদাদা?

রঘু। যে দিন শোভা সিংহের কাটা মুণ্ড মাটিতে গড়াইবে,

—যে দিন আমাদের রাজ্য উদ্ধার হইবে—সেই দিন আবার দেখা হইবে। তোমরা সকলে আমায় সেই আশীর্ব্বাদ কর।

এই কথা বলিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া রঘুরাম গোপনে সেই দিন রাত্রেই রাজ-অন্তঃপুর হইতে অন্তর্ধান হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রাম নগরের প্রান্তভাগে এক বিস্তৃত প্রান্তরে শোভা সিংহের বিজয়ী সেনার শিবির পড়িয়াছে। এক ক্রোশ ব্যাপিয়া এই সকল শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল। এক্ষণে শোভা সিংহের অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রভৃতি সৈন্যসমষ্টি প্রায় দশ সহস্র হইবে। মোগলের উপর সাধারণ প্রজারা বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, সেই কারণ চারিদিক হইতে দলে দলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু ও পাঠান সেনা আসিয়া বিদ্রোহী সেনার সহিত যোগদান করিতে লাগিল। শোভা সিংহ ষোড়শটি কামানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ এক্ষণে শোভা সিংহের করতলগত হইয়াছে। অর্থেরও কোন অভাব ছিল না, কারণ যে অঞ্চল দিয়া এই বিজয়ী সেনা যাইত, সেই অঞ্চলের ধনীর ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে এই বিদ্রোহীবাহিনী পরাঙ্মুখ হইত না। শোভা সিংহের আর কোনরূপ কষ্ট ছিল না, কেবল এক মনোকষ্ট মানকুমারীর জন্য। এই জয়োল্লাসের মধ্যেও কেবল তাঁহার মানকুমারীকে মনে পড়িত। রণক্ষেত্রে শিবিরে শয়নে

স্বপনে শোভা সিংহ মানকুমারীকে ভুলিতে পারেন নাই। তবে সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করিতে পারিলে তিনি মানকুমারীকে লাভ করিতে পারিবেন, আর মানকুমারীত এখন তাঁহারই বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে—কেবল এই আশায় শোভা সিংহ এখনও এই যুদ্ধবিগ্রহকার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। নচেৎ সমগ্র বঙ্গের সিংহাসনের সহিতও তাঁহার মতে মানকুমারীর তুলনাটা হইতে পারে না। স্বদেশের উদ্ধার ও স্বধর্ম্মের উন্নতি অপেক্ষা মানকুমারীলাভ তাঁহার হিসাবে অনেক উচ্চ ও অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

কোন বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য আজ রহিম খাঁ শোভা সিংহের শিবিরে আসিয়াছেন। সে পরামর্শ শেষ হইলে শোভা সিংহ রহিম খাঁকে কহিলেন—"ভাই রহিম, তোমার জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ কি?"

রহিম খাঁ উত্তর করিলেন—"যুদ্ধে জয়লাভ।"

শোভা। কাহার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিলে তোমার অধিকতর আনন্দ হয়?

রহিম। মোগলের সহিত।

শোভা। কেন?

রহিম। কারণ, মোগল আমাদের শত্রু। এ রাজ্যত পাঠানের ছিল, মোগলেরাইত আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে।

শোভা। তোমাদের পূর্ব্বে এ রাজ্য কাহাদের ছিল?

রহিম। হিন্দুদিগের।

শোভা। হিন্দুদিগের রাজ্য তোমরা কিরূপে পাইলে?

রহিম। হিন্দুদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পাইয়াছিলাম।

শোভা। তবে হিন্দুরাও কি তোমাদের শত্রু নয় রহিম?

রহিম। না শোভা না। তাহাদের রাজ্য আমরা অনেক দিন ভোগ করিয়াছি, সুতরাং হিন্দুদিগের নিকট আমরা বরং ঋণী। এ রাজ্য পুনরায় হিন্দুদিগের হয় হউক, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু মোগলেরা আমাদের এ মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে কেন? সেই কারণই শোভা, আমি তোমার সহিত মিলিত হইয়াছি—কোরাণ স্পর্শ করিয়া বলিতে পারি—রাজ্য লোভে নয়। তুমি আমায় সে ভয় কর না শোভা।

তখন শোভা সিংহ একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন—"না রহিম, আমি সে ভয় করি না। যা'ক এ সকল কথা। তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—এ সংসারে তোমার আর কে আছে রহিম?"

কোষবদ্ধ অসি উন্মুক্ত করিয়া রহিম খাঁ শোভা সিংহের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"এ দুনিয়ার মধ্যে আমার কেবল এই আছে শোভা।"

শোভা সিংহ বিস্মিত হইয়া পুনরায় কহিলেন—"জনক-জননী স্ত্রীপরিবার কেহ নাই?"

রহিম খাঁও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"জনকজননী স্ত্রীপরিবার সকলই আমার এই তলোয়ার।"

শোভা। তুমি এত বয়সেও কি বিবাহ কর নাই?

রহিম। না।

শোভা। কখন কাহাকে ভাল বাসিয়াছ?

রহিম খাঁ হাসিয়া কহিলেন—"আমরা পাঠান—আমাদের হৃদয়ে ভালবাসা কখন স্থান পায় না"

শোভা। হৃদয় ভালবাসা বর্জ্জিত হইলে মনুষ্যত্ব থাকে কোথায় ?

রহিম। আমার মতে বীরত্বেই মনুষ্যত্ব।

শোভা। ভালবাসা বা প্রণয় কি বীরের হৃদয়ের উপযুক্ত নয় ? বীরপুরুষ কি কোন রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইবে না ?

রহিম। না—বীরের হৃদয় কখনই রমণীপ্রণয়ের উপযুক্ত নয়।

শোভা। তবে কিসের উপযুক্ত ?

রহিম। কেবল বিজয়-লালসার। রমণীর প্রণয়ে আবদ্ধ হইলে বীরত্বের বরং অভাব ঘটে।

শোভা। আচ্ছা, স্নেহমমতা, দয়ামায়াও কি বীর হৃদয়ে স্থান পাইবে না ?

রহিম। আমিত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ সকল কোমল প্রবৃত্তি কখনই বীরহৃদয়ের উপযুক্ত হইতে পারে না—স্ত্রীহৃদয়েরই উপযুক্ত—স্ত্রীহৃদয়েই ঐ সকল শোভা পায়।

শোভা সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। রহিম খাঁর কথায় তাঁহার মন বড়ই অস্থির হইল। সেই কারণ—এই সময় তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তৎপরে সেই শিবিরমধ্যে শঙ্কররাম স্বামী প্রবেশ করিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়া শোভা সিংহ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন—

"বৎস্য শোভা সিংহ, আমি তোমার উপর বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এই কি তোমার রাজ্যোদ্ধার? এইরূপে কি তুমি স্বদেশকে স্বাধীন করিবে? এইরূপ অন্যায় অত্যাচারে কখন রাজ্য সংস্থাপন হয় না। এখন দেখিতেছি—তুমিত দেশমধ্যে কেবল বিদ্রোহা নল প্রজ্জলিত করিয়াছ। ইতিহাসে বিদ্রোহী বলিয়া তোমার নাম ঘৃণিত হইবে। বর্দ্ধমানের ঘটনার প্রসঙ্গে আমি পূর্ব্বেই ত তোমায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন ফলই এ পর্য্যন্ত দেখিতেছি না।"

তখন শোভা সিংহ বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"গুরু-দেব, আমায় বৃথা ভর্ৎসনা করিতেছেন। আমি সাধ্যমতে আপনার আজ্ঞাপালনে চেষ্টা করি। কিন্তু আমার সৈন্যই আমার বশীভূত—সকল সৈন্য আমার বশীভূত নয়। রহিম খাঁ নিজেই যখন এ সকল লুণ্ঠনকার্য্যে উৎসাহ দিয়া থাকে, তখন তাহার অধীনস্থ সৈন্যগণকে আমি কিরূপে বশে রাখিতে পারি?"

শঙ্কর। এখন মনে হয়—রহিম খাঁর সহিত মিলিত হওয়া আমাদের উচিত ছিল না। তখন মনে করিয়াছিলাম—'কণ্টকে নৈব কণ্টকং'। এখন দেখিতেছি—সেই কণ্টকই আমাদের দেশোদ্ধারের কণ্টক হইতেছে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বর্দ্ধমান আক্রমণ এই রহিম খাঁ হইতেই ঘটিয়াছে। এখন এ কণ্টক দূর করিবার কি কোন উপায় নাই?

শোভা। কি উপায় আছে—অনুমতি করুন।

শঙ্কর। না—সে উপায় এখন আর নাই। তবে তোমায় একটি কথা বলিয়া রাখি—প্রজার উপর এইরূপ অন্যায় অত্যাচার যত দূর পার, নিবারণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবে।

কি আশ্চর্য্য! কেবল প্রজার উপরই অত্যাচার চলিতেছে—এখনও মোগলসৈন্যের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের সুযোগ হইল না?

"সে সুযোগ উপস্থিত। আমি সেই সংবাদই দিতে আসিয়াছি।"—এই কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ মুন্না বিবি সেই শিবির মধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়ে বিস্মিতনেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। মুন্না কহিল—"অতি নিকটে হাবিলসহরে মোগলফৌজদার তোমাদের সঙ্গে লড়াই দিবার জন্য শিবির স্থাপিত করিয়াছে। আর বিলম্ব করিও না—আজই এখান হইতে শিবির উঠাইয়া তাহাদের আক্রমণ কর। কিন্তু এক কথা—ফৌজদার নুর-উল্লাকে প্রাণে বধ করিও না—পার ত তাহাকে বন্দী করিও—কিন্তু খপরদার! প্রাণে মারিও না। প্রাণে মারিবে না - বরং এই কথা আমার কাছে স্বীকার কর। আর এক কথা—নুর-উল্লার সহিত তাহার বড় পিয়ারের—বড় সোহাগের করিমন্নেসা বিবিও আসিয়াছে, তাহাকেও বন্দী করা চাই-ই। তোমরা আমার কাছে এই দুইটি কথা স্বীকার কর।"

শোভা। এ অনুরোধ কেন মুন্না?

মুন্না। সে কথা পরে প্রকাশ করিব, কিন্তু আজ নয়—যে দিন সস্ত্রীক নুর-উল্লা বন্দী হইবে, সেই দিনই প্রকাশ করিব, কিন্তু আজ নয়।

শোভা। নুর উল্লার সৈন্য সংখ্যা কত তাহার কোন সন্ধান জান?

মুন্না। আমি সব জানি—আমার ছাপাইয়া ফৌজদার

কোন কাজ করিতে পারিবে না। নূর উল্লার সৈন্য সংখ্য তিন সহস্র অশ্বারোহী মাত্র।

শোভা। আর পদাতিক?

মুন্না। পদাতিক যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য প্রা এক সহস্র হইবে।

শোভা। তিন সহস্র অশ্বারোহী!

মুন্না। ভয় পাইও না—সে সকল সৈন্য সুশিক্ষিত নহে—আর তাঁহার কামান তিনটির অধিক নাই। তবে কামান ও বন্দুকের জন্য চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট সাহায্য প্রাপ্তি চেষ্টা হইতেছে।

শঙ্কর। তুমি এ সকল সন্ধান কিরূপে জানিলে মুন্না? আমি স্বয়ং মির্জ্জা নগরে গিয়াও যে সকল সংবাদ জানিতে পারি নাই—তুমি তাহা কিরূপে জানিলে?

মুন্না। সে অনেক কথা—এখন তাহা প্রকাশ করিব না তবে এইটা স্থির নিশ্চয় জানিও—মুন্নার অজানিত ফৌজদারে কোন গোপনীয় কথাই থাকিতে পারে না। আর দেরী কর কেন? আজই তাঁবু উঠাও। হাবিলসহর এখান হইতে অধিক দূর নয়—আজই মোগল সৈন্যকে একবারে ধ্বংস করিয়া ফেল। তাহাদের গঙ্গাপারের বন্দোবস্ত হইতেছে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী দুর্গে একবার প্রবেশ করিলে, তখন যুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিন হইবে।

মুন্নার এই কথায় তখন স্বামীজী একবার শোভা সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আমাদে আর এক কার্য্য আছে। শুনিয়াছি—ইংরেজ বণিকেরা আমাদে

আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য কলিকাতায় দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইয়াছে। আমি মোগলকে তত ভয় করি না—যত ভয় করি—এই বিদেশী বণিকদিগকে। ইহারা দুর্গ নির্ম্মাণে কৃতকার্য্য হইলে, ইহাদিগকে জয় করা তখন বড়ই দুর্ঘট হইবে। আমি বলি—সর্ব্বাগ্রে এই বিদেশী বণিকদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিয়া পরে মোগল সৈন্যকে আক্রমণ করিলেই ভাল হয়। হিম্মৎ কোথায়—আমি তাহার সহিতও পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি।”

তখন জনৈক প্রহরী হিম্মৎ সিংহকে সংবাদ দিতে প্রস্থান করিল, এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় শিবিরে উপস্থিত হইল। হিম্মৎ স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া আজ্ঞার অপেক্ষায় রহিলেন। তখন তিন জনে গোপনে একটা পরামর্শ হইল। হিম্মতের অন্য মত কিছুই নাই—দাদার মতেই তাঁহার মত।

হিম্মৎ সিংহ কহিলেন—“দাদার আজ্ঞাপালনের জন্যই আমার এ জীবন। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।”

শোভা সিংহ কহিলেন—“গুরুদেবের আজ্ঞা পালনই আমার জীবনের এক মাত্র ব্রত। আমি প্রাণপণে সেই আজ্ঞা পালন করিব।”

তখন স্বামীজী কহিলেন—“কেন যে আমি এই বিদেশী বণিককে অধিক ভয় করি, সে কথা বলি শোন। কোন যোগীর ভবিষ্যদ্বাণীতে আমি বড়ই ভীত হইয়াছি। এখন আর অন্য উপায় নাই—যখন কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া গিয়াছে, তখন

একবার প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে। দেখি—জগদম্বার মনে কি আছে?"

শোভা। তবে কি আজই আমাদের এ স্থান হইতে শিবির উঠাইতে হইবে?

শঙ্কর। আর কালবিলম্বের আবশ্যক নাই—আজই।

শোভা। হিম্মৎ, তুমি এখনই সেই ব্যবস্থা কর।

অবনতমস্তকে "যে আজ্ঞা"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ হিম্মৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

তখন মুন্না কহিল—"এইবার ফৌজদারসৈন্য নিশ্চয়ই হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইবে। তখন সে দুর্গ অধিকার করা কি সহজ হইবে?"

শঙ্কর। মুন্না, তুমি আমাদের সহায় থাকিলে, আমার বিশ্বাস—আমরা সহজেই সে দুর্গ অধিকার করিতে পারিব।

মুন্না। কিন্তু মুন্নার প্রাণের জ্বালা তোমরা জান না তোমরা যত দেরী করিবে, বুকজ্বালাটা ততই দাউ দাউ জ্বলিতে থাকিবে। এখনও মোগলের সর্ব্বনাশ করিতে পারিলাম না! এখনও মোগলরাজ্যের ধ্বংশ হইল না! এ কার্য্যে তোমরা যত দেরী করিবে, ততই আমার কলিজাটা জ্বলেপুড়ে খাক্ হইয়া যাইবে। আমি যত দিন বাঁচিব, তোমাদের সহায় থাকিব সত্য, কিন্তু এত দেরী করিলে আমি আর কতদিন বাঁচিব?

শঙ্কর। মুন্না, আমি তোমার পরিচয় জানি। আমি এবার মির্জ্জানগরে গিয়া তোমার পরিচয় পাইয়াছি। তোমার প্রাণের জ্বালাও আমি জানি। আর তুমি—

মুন্না। বস্ বস্—স্বামীজী। যদি জানিয়া থাকেন, চাপিয়া রাখুন—সে কথা কাহার নিকট প্রকাশ করিবেন না—আমার সম্মুখেত নয়ই। আর এখানে থাকিব না—আমি যাই?

শঙ্কর। তুমি এখন কোথায় যাইবে মুন্না?

মুন্না। মোগল শিবিরে।

শঙ্কর। তোমার সাহসকে বলিহারী যাই। যদি কেহ চিনিতে পারে?

মুন্না। সে ভয় করিবেন না। আমি চলিলাম।

এই কথা বলিয়া মুন্না বিবি দ্রুতবেগে সেই শিবির হইতে প্রস্থান করিল, স্বামীজী ও শোভা সিংহ বিস্মিতনেত্রে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।
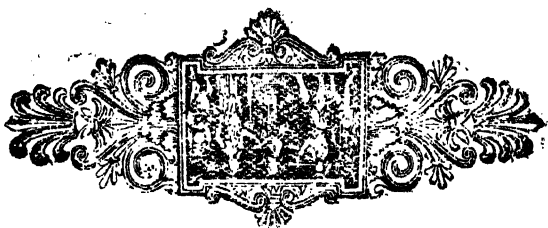
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হাবিলসহরের গঙ্গাতীরস্থ প্রান্তরে মোগল ফৌজদার নুর উল্লার শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে। গঙ্গার অপর পারেই হুগলী দুর্গ। পারের বন্দোবস্ত হইলেই মোগলবাহিনী দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

রাত্রি এক প্রহর অতীত। আজ পূর্ণিমার রাত্রি—জলস্থল স্থাবরজঙ্গম ও চারিদিক শুভ্র জ্যোৎস্নায় প্রদীপ্ত। গঙ্গা-বক্ষে সে জ্যোৎস্না পড়িয়া ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিতেছে। এমন সময় হাবিলসহরের এক নিভৃত বাঁধা ঘাটের সোপানোপরি বসিয়া ফতে খাঁ এক মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন। ফতে খাঁর মনে প্রকৃত সুখ আর আদৌ নাই। তবে কল্পনাবলে মনে মনে কখন কখন ফতে খাঁ অপার সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। সে কাল্পনিক সুখের প্রাণ—দৌলৎ বিবি। এই শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে নদীসৈকতে বসিয়া ফতে খাঁ মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"আমি কি সুখে এখানে আছি? হা খোদা! কেন আমার

এমন মতিগতি হইল? আমি যে ক্রমে ক্রমে একবারেই জাহান্নমে চলিয়াছি। বড় লোকের আশ্রয়ে থাকিলে দেদার কালিয়া-পোলাও খাওয়া চলে—দেদার আমোদ-আহ্লাদ ও চলে, কিন্তু আপনার ইমানকে ভাসাইয়া দিয়া এই সকল আহারবিহারে কি সুখ আছে? এ অপেক্ষা পত্রকুঠিরে বাস ও শাকান্নে উদর-পূরণ যে আমার পক্ষে সহস্র গুণে ভাল। তাহাতে যে আমি অপার সুখে সুখী হইতে পারি। এ সকল প্রলোভন কি ত্যাগ করা যায় না? করিমন্নেসার নাম শুনিলে এখন আমার জান্ চমকিয়া উঠে। সেই মায়াবিনী—সেই পিশাচীই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। দৌলৎ বিবি কি আমার হইবে না? সে বাঁদী হইলেও আমি তাহাকে ভাল বাসি—প্রাণের সহিত ভালবাসি—সে স্বর্গ আর তাহার তুলনায় করিমন্নেসা নরক। দৌলৎ আমার হইলে আমি এ পাপ প্রলোভন সমস্তই ত্যাগ করিতে পারি।"

ফতে খাঁ মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দৌলৎ—দৌলৎ।"

এমন সময় একজন স্ত্রীলোক সম্মুখে আসিয়া এক লম্বা সেলাম করিয়া কহিল—"বাঁদী হাজির হ্যায়—খাঁ সাহেব।"

ফতে খাঁ জ্যোৎস্নালোকে বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখেই সেই দৌলৎ! এই আকস্মিক ঘটনায় খাঁ সাহেব প্রথমে একটু থতমত খাইয়া গেলেন। পরে কহিলেন—"দৌলৎ বিবি, এত রাত্রে তুমি এখানে কেন?"

দৌলৎ। আগে বল—তুমি এখানে কেন?

এতে। আমার মনে সুখ নাই—শিবিরের আনন্দ কোলা-হল আমার কানে যেন বিষ ঢালিয়া দেয়, সেই জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। তুমি কেন এখানে আসিয়াছ—এইবার আমায় বল।

দৌলৎ। যাহাতে তোমার মনে সুখ হয়, আমি সেই জন্যই আসিয়াছি।

তখন আনন্দে অধীর হইয়া ফতে খাঁ কহিলেন—"দৌলৎ—দৌলৎ—এ কথা কি সত্য? আমি কল্পনায় যে সুখ অনুভব করিতেছিলাম, আমার জীবনে সত্যই কি যে সুখ ঘটিবে?"

দৌলৎ। সত্য কি না—এখনই জানিতে পারিবে। আর এখানে একাকী বসিয়া মনোকষ্টে থাকিবার আবশ্যক নাই। এস—তোমায় বেগম সাহেব ডাকিয়াছেন।

ফতে খাঁ শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন—"বেগম সাহেব!"

দৌলৎ উত্তর করিল—"হাঁ—বেগম সাহেব—তোমার করিম-নেসা বিবি।"

ফতে খাঁ তখন যেন একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। বড় আশায় নিরাশ হইয়া কহিলেন—"দৌলৎ, আমি মনে করিয়া-ছিলাম—তুমি আমায় সুখী করিতে আসিয়াছ। আমি নিত্য কল্প-নায় যে সুখ অনুভব করি, তুমি আমার সেই কাল্পনিক সুখ বাস্তব করিতে আসিয়াছ। না—তাহা হইবে না—আমার নসিবে সে সুখ নাই। না থাকুক—কিন্তু তোমার বেগম সাহেবকে বলিও—আমি আর সে পাপ কার্য্যে নাই—আমি আর তাঁহার সে গোলাম নই—আমি আর তাঁহার আজ্ঞাপালনে প্রস্তুত নই।"

দৌলৎ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কি! তুমি বেগম সাহেবের হুকুম অবমাননা করিবে? তার প্রতিফল কি হইবে জান?"

ফতে। জানি—তার প্রতিফল শূল। আমি শূলে যাইব—সেও স্বীকার, তথাপি সে পাপকার্য্যে আর যাইব না।

দৌলৎ। খাঁ সাহেব, এ তোমার জীবনমরণের কথা—বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলিও।

ফতে। আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়াই বলিতেছি—আমার অদৃষ্টে যাই হউক—আমি আর করিমন্নেসার গোলাম নই।

কথাটা শুনিয়া দৌলতের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের তরঙ্গ উঠিল। দৌলৎ কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। তাহার পর এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দৌলৎ কহিল—"তবে আমি যাই—এই কথা বেগম সাহেবকে বলিতে যাই?"

ফতে খাঁ উত্তর করিল—"যাও। এই অপরাধে যদি আমার গর্দ্দান লইতে হুকুম হয়, তবে আমার এক অনুরোধ—গর্দ্দান দিবার পূর্ব্বে আর একবার যেন তোমার সঙ্গে মুলাকাৎ হয়—দৌলৎ।"

গোপনে এক বিন্দু অশ্রু মুছিয়া দৌলৎ তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। ফৌজদারের শিবির সে স্থান হইতে অধিক দূর নহে। দৌলৎ ধীরে ধীরে সেই শিবিরে প্রবেশ করিয়া করিমন্নেসার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া করিমন্নেসা কহিলেন—"তুমি একাকী যে দৌলৎ? খাঁ সাহেবের কি সাক্ষাৎ পাও নাই?"

দৌলৎ। সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, বেগম সাহেব।

করিম। তবে খাঁ সাহেব আসিল না কেন?

দৌলৎ এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না—নীরবে অবনত মস্তকে রহিল। তখন করিমন্নেসা বিরক্ত হইয়া কহিলেন—"আমার—কথার উত্তর দে।"

দৌলৎ ভয়ে থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল—"খাঁ সাহেব আর আসিবেন না।"

করিমন্নেসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কেন?"

ভয়ে দৌলতের প্রাণ গুর্ গুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল! শুষ্ককণ্ঠে দৌলৎ উত্তর করিল—"এ পাপকার্য্যে তাঁহার আর মন নাই।"

করিম। কি! পাপ কার্য্য! দৌলৎ, তুই এ কথা সত্য বলিতেছিস্ না আমার সঙ্গে কৌতুক করিতেছিস্।

দৌলৎ। বাঁদী কি কখন বেগম সাহেবের নিকট মিথ্যা বলিতে বা কৌতুক করিতে পারে?

করিম। তবে এ কি তোর পরিহাস?

দৌলৎ সে কথা শুনিয়া ভীতমনে ধীরে ধীরে কহিল—বেগম সাহেব; আমি আপনার বাঁদী, আমি কি আপনার সহিত পরিহাস করিতে পারি?"

রোষকষায়িতনেত্রে তখন করিমন্নেসা কহিলেন—"তবে সত্য কথা—রুস্তে খাঁ আর আমার হুকুম অমান্য করিয়াছে—সত্য কথা—রুস্তে খাঁ আজ আমার গোলাম নহে-- সত্য কথা—রুস্তে খাঁ আর আমার খিদমোদ খাটিবে না? দৌলৎ সত্য বল্—এ কি সত্য না স্বপ্ন?"

বিবি সাহেবের কথার ভঙ্গিমায় দৌলতের প্রাণ উড়িয়া

গিয়াছিল, সুতরাং দৌলত আর সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন পুনরায় করিমন্নেসা বিবি গর্জ্জিয়া উঠিলেন —"আমার কথার উত্তর দে—খবরদার!"

তখন ভয়ে দৌলতের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া গেল—"সত্য!"

সে ক্ষুদ্র উত্তরে করিমন্নেসা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন—"আর নয়—এখনই তোর নবাব সাহেবকে এইখানে আনিয়া হাজির কর্।"

একবার মাত্র মস্তক অবনত করিয়া তখন দৌলৎ সে প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই নুর-উল্লাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় উপস্থিত। নুর-উল্লা গৃহে প্রবেশ করিয়াই করিমন্নেসার মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন—আজ না জানি কি একটা বিষম কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিলেন—"আজ এমন অসময়ে কেন ডাকিয়াছ করিম?"

করিমন্নেসা গভীর চিন্তায় বাধা পাইয়া প্রথমে একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু মনোভাব গোপনে করিমন্নেসা চিরাভ্যস্তা ছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমান মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন— "বহুৎ জরুরী কাম।"

নুর। কি হুকুম বল?

করিম। লেকেন মেরা এ হুকুম আবি তামিল হোনে চাইয়ে।

নুর। বেসক্—কিন্তু হুকুমটা কি আগে শুনি।

করিম। আজ এই রাত্রেই—আমি তুমার খাঁর মুণ্ড চাই।

হুকুম শুনিয়া নুর-উন্নিসা একবারে শিহরিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে স্থির হইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন করিমন্নেসা পুনরায় কহিলেন—"আমার কথার উত্তর নাই যে?"

নুর। ফতে খাঁর কি অপরাধ?

করিম। সে বিচার করিতে তোমায় ডাকি নাই। আমার হুকুম তামিল করিতে তোমায় ডাকিয়াছি। তুমি সেই কথার উত্তর দাও।

নুর। দেখ, ফতে খাঁ আমার আত্মীয়স্বজন কেহই নহে—ফতে খাঁ তোমারই আত্মীয়—তুমিই তাহাকে এ সরকারে আনিয়াছ। আমিত জানি—তুমি তাহাকে খুবই পেয়ার কর। তবে এরূপ স্থলে একবারে যে তাহার মুণ্ডটা চাও কেন—সে কথা জানিবারও কি আমার অধিকার নাই?

করিম। না—নাই—বস্। সে যখন আমার লোক, তখন ইচ্ছা করিলে আমি তাহাকে মারিতে পারি—কাটিতেও পারি। একে আবার তাহার অপরাধের কথা কেন—বিচারের কথা কেন?

নুর। তবে আমিও ত তোমার লোক—কোন্ দিন তুমি আমারই মুণ্ড চাহিয়া বসিবে।

করিম। হাঁ—চাহিব। যে দিন ইচ্ছা হইবে, সে দিন নিশ্চয়ই চাহিব।

নুর। তোমার এ হুকুম তখন তামিল করিবে কে?

করিম। আমার জবর করিবে।

নুর। জবর আমার তেমন ছেলে নয়—সে বড় জবর ছেলে। সুতরাং এ তোমার ভুল।

করিমন্নেসা তখন দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া দন্তকড়-মড়শব্দে যেন বজ্রনাদে কহিলেন—"তখন এই হস্তে আমি তোমার মুণ্ডপাৎ করিব।"

নুর-উল্লা খাঁ ভয়বিহ্বলনেত্রে একবার করিমন্নেসার প্রতি চাহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—এ কি মানবী—না দানবী? কিন্তু মুখে বলিলেন—"আচ্ছা, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে—কাল প্রাতে তুমি ফতে খাঁর কাটা মুণ্ড দেখিতে পাইবে। কিন্তু মনে রাখিও—করিম, তুমি শয়তানী।"

এই কথা বলিয়া দ্রুতপদে নুর-উল্লা সে প্রকোষ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন দৌলৎ সাশ্রুনয়নে নতজানু হইয়া করযোড়ে কহিল—"বেগম সাহেব, আমার এক ভিক্ষা আছে।"

আশ্চর্য্য হইয়া বেগম সাহেব কহিলেন—"তোর আবার কি ভিক্ষা দৌলৎ?"

দৌলৎ সেই অবস্থাতেই কাতরকণ্ঠে কহিল—"আমি আপনার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা বাঁদী। অনেক দিন আপনার বাঁদীগিরি করিয়াছি—কখন কোন ভিক্ষা করি নাই—আমি আজ—"

করিম। বস্—বস্। অত ভূমিকার আবশ্যক নাই—কি ভিক্ষা শীঘ্র বল্।

দৌলৎ সেই ভাবে সাশ্রুনয়নে আকুলপ্রাণে করুণকণ্ঠে কহিল—"আমি ফতে খাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাই।"

হঠাৎ পথিমধ্যে কাল ভুজঙ্গিনী দেখিলে পথিক যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, করিমন্নেসা সেইরূপ শিহরিয়া

উঠিয়া কহিলেন—"ফতে খাঁর প্রাণ ভিক্ষা চাস্—তুই! কেন?"

দৌলৎ। তিনি নিরপরাধ—নিরপরাধের প্রাণদণ্ড দিয়া কেন বেগম সাহেব, খোদার কাছে আপনি অপরাধী হইবেন?

করিম। সে জবাব তোর কাছে আমি দিতে বাধ্য নই। ক্যা—হামারা বাঁদী হোকে হামারা সাৎ কারসাজী। হুঁ—হুঁ—এখন আমি সব বুঝিয়াছি। কেন ফতে খাঁ আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছে—এখন বুঝিয়াছি। এত সাহস তাহার কিসে হইল—এখন তাহাও বুঝিয়াছি। তুই ফতে খাঁর সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্—তুই তার মৃত্যুর কারণ। এখন সত্য করিয়া বল্—তুই তাহাকে ভালবাসিস্ কি না—তুই তাহার সঙ্গে আস্‌নাই করিস্ কি না?

দৌলৎ সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না, কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। করিমন্নেসা তখন গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আমার কথার উত্তর দে।"

দৌলৎ। যদি ফতে খাঁর জীবন ভিক্ষা না, পাই তবে সঙ্গে আমারও প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হউক।

করিমন্নেসা। আচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু অগ্রে স্বহস্তে ফতে খাঁর বক্ষে তোকে ছুরি বসাইতে হইবে। তাহার পর জহলাদে—না না—ভাল কুত্তায় তোকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। কোই হ্যায়—

শেষোক্ত কথা বলিতে বলিতে করিমন্নেসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ একজন খোজা সেলাম করিয়া

দাঁড়াইল। করিম তাহাকে অনুমতি দিলেন—"এই বাঁদীকে এখন বন্দী করিয়া রাখ। কাল প্রাতে ইহার প্রাণদণ্ড দিব।"

পুনরায় সেলাম করিয়া খোজা দৌলৎকে সঙ্গে লইয়া সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিল। দৌলৎ চলিয়া গেলে পর, অভিমান, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ যুগপৎ করিমন্নেসার হৃদয়ে উত্থিত হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। কিসে কি হইল জানি না—কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে পাষাণ হৃদয় ভেদ করিয়া করিমন্নেসার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল! করিম প্রাণের আবেগে উপাধানে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সেই ঘরে জবরদস্ত খাঁ প্রবেশ করিল। জননীকে এরূপ ভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া পুত্রের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। জবরদস্ত জীবনে আর কখন জননীকে ক্রন্দন করিতে দেখে নাই। অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া জবরদস্ত ডাকিল—"মা।"

উত্তর নাই। এইরূপ দুই তিন বার ডাকিবার পর, করিমন্নেসার চমক ভাঙ্গিল। মস্তক তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে পুত্র জবরদস্ত। তখন অন্য চিন্তা ভাসিয়া গেল, এরূপ অসময়ে পুত্রের আগমনের কারণ জানিবার জন্য আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কি জবর! এত রাত্রে তুমি এখানে কেন বাবা?"

জবর কহিল—"মা, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন কোন কাজ এ জীবনে আমি করি নাই। কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি প্রতিনিয়ত যাহা ইচ্ছা করিয়া থাক। তোমার কার্য্য দেখিয়া আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, আমি নিজের

মৃত্যুকামনা করিয়া থাকি, কিন্তু তবুও মুখ ফুটিয়া কখন তোমায় কোন কথা বলি নাই। আজ তোমার সেই বলবতী ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।"

করিম ভীতমনে আগ্রহের সহিত কহিলেন—"কি কথা জবর?"

জবর। আমি ফতে খাঁ ও দৌলৎ বাঁদীর জীবন ভিক্ষা চাই। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন স্বহস্তে ফতে খাঁর মস্তক ছেদনে আমি উদ্যত হইয়া ছিলাম। এমন দিন গিয়াছে, যে দিন স্ত্রীহত্যা করিতেও ভীত ছিলাম না—দৌলৎ বাঁদীর মস্তকছেদনেও আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। আর আজ আমি তোমার নিকট তাহাদেরই জীবনভিক্ষা করিতেছি। কেন করিতেছি—বুঝিতে পারিলে কি জননি?

করিম। না বাবা, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

জবর। মা; সে কথা বুঝিবার ক্ষমতাও বুঝি তোমার নাই। কিন্তু আমি তোমার সকলই বুঝিতে পারি, কেবল বুঝিতে পারি না—তোমার হৃদয়স্থিত নরকসদৃশ উত্তাল তরঙ্গসমাকুল ও ভীষণ জলজন্তুপূর্ণ পাপসাগরে পুত্রস্নেহরূপ এ প্রস্ফুটিত কমলিনী কোথা হইতে আসিল? ভীষণ মরুভূমির মধ্যে এ স্নেহ মন্দাকিনী কোথায় পাইলে জননি? এ পুত্রস্নেহ পুত্রেরও চক্ষুশূল। থাক্ সে কথা—এখন আমার কথার কি উত্তর মা?

করিম। বাবা, বাবা, তুই আমার এত বড় একটা সাধে বাধ সাধিস্ কেন? এর চেয়ে শাণিত ছুরি যে আমার বুকে মারা ছিল ভাল।

জবর। এর চেয়ে শাণিত ছুরি তোমার বুকে মারা ছিল ভাল! আচ্ছা মা, এ সাধও তোমার মনে আছে না কি? তবে যা ভাল তাহাই হইবে মা, তাহাই হইবে। এ দুনিয়ায় তোমার কোন সাধই অপূর্ণ থাকিবে না। আমি ইহার জন্য খোদার কাছে দোয়া করিব। এখন আসি মা?"

এই কথা বলিয়া জবরদস্ত সে প্রকোষ্ঠ হইতে গমনোদ্যত হইল, তখন কি ভাবিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে করিমন্নেসা কহিলেন —"না বাবা; আমি তোমার প্রার্থনা সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। মনে রাখিও—এ যেন স্বহস্তে আমার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া; তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি। তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইব। খাঁ সাহেবও দৌলৎ বাঁদীর প্রাণদণ্ড আপাতক মকুব রহিল। তিন দিন পরে তাহাদের দাজ্ঞা প্রচার হইবে।"

"যে আজ্ঞা জননি"—এই কথা বলিয়া জবরদস্ত খাঁ জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, আর জননী তখন পুনরায় শয্যায় পড়িয়া আকুলপ্রাণে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সুতানটির ইংরেজ বণিকদের কুঠীর মধ্যে আজ এক মন্ত্রণা সভার অধিবেশন হইয়াছে। সভায় স্থানীয় জমীদারগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয়—বিদ্রোহী শোভা সিংহ দমনের উপায় নির্দ্ধারণ। ইংরেজ বণিকের পক্ষে গবর্ণার এলিস্ এবং তাঁহার সহকারী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত আয়ার সাহেব ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ব্রাডিল ও বিয়ার্ড নামক অপর দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীও উপস্থিত। উপস্থিত জমীদারগণের মধ্যে একজন রাজা, আমাদে পূর্ব্ব পরিচিত বেহালার গোলকনাথ চৌধুরী মহাশয়, এব রমানাথ সেঠ ও পূর্ণচন্দ্র বসাক প্রভৃতি—এই তিন চারি জন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই স্থলে বলা আবশ্যক—এই বিদ্রো ঘটনায় ইংরেজ বণিকের সৌভাগ্যের সূত্রপাৎ হয়। নবা ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাদসাহের নিকট হইতে সনন্দ পাইয়াছিলেন, সেই সনন্দের বলে বার্ষিক তিন হাজ

টাকা মাত্র পেস্কশ্ দিয়া তাঁহারা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় এতদিন বাণিজ্য করিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল ও সেই বাণিজ্যের উন্নতির অছিলায়ই ইংরেজ যে সুতানটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামত্রয় ক্রয়ের অনুমতি পান, সে কথাও আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এ সকল সত্বেও এতকাল ইংরেজ এদেশে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। ইংরেজের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় শোভা সিংহ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ইংরেজের সৌভাগ্য ক্রমেই শোভা সিংহের বিদ্রোহী-সেনা সাধারণ প্রজার উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচারী হইয়া উঠিল। ইংরেজের সৌভাগ্য ক্রমেই শোভা সিংহ গ্রামের পর গ্রাম নগরের পর নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে সুতানটির দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে এই বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্যই ইংরেজ দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত হন। সুচতুর ইংরেজ বণিক নবাব বাহাদুরের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে সরকারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হওয়ায়, বিদ্রোহিগণ তাহাদের ঘোরতর শত্রু হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নবাব ইংরেজ বণিককে তাঁহাদের কুঠী রক্ষার জন্য উপায় অবলম্বনের আদেশ প্রদান না করিলে ইংরেজকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইবে। নবাব ইংরেজের এই প্রার্থনা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণেরও অনুমতি দিলেন। অচিরে ইংরেজগণ কলিকাতার কুঠীর চারিদিক প্রাচীর বেষ্টিত

করিয়া চারি কোণে চারিটি মিনার নির্ম্মাণ করিলেন। ইহাই ইংরেজের কলিকাতার "ফোর্ট ইলিয়মের" সূত্রপাৎ। ইহার পূর্ব্বে মোগল সাম্রাজ্যের কোন স্থানে ইংরেজেরা দুর্গ নির্ম্মাণে সক্ষম হন নাই। ১৬৯৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহারা প্রাচীর ও বুরুজাদির নির্ম্মাণ শেষ করিয়া মান্দ্রাজ হইতে দশটি কামান চাহিয়া পাঠান, সুতরাং এই শোভা সিংহের বিদ্রোহ হইতেই ইংরেজের সৌভাগ্য লক্ষ্মীর উদয়। তখন স্থানীয় জমীদারগণ ইংরেজের কুঠী সুরক্ষিত দেখিয়া বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ইংরেজেরই শরণাগত হন। সেই কারণই অদ্যকার এই সভায় স্থানীয় প্রধান প্রধান জমীদারগণ সকলেই উপস্থিত।

প্রথমেই কুঠীর গবর্ণার এলিস্ সাহেব এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সে বক্তৃতার সার মর্ম্ম এই :—

"রাজা, জমীদার ও ভদ্র মহোদয়গণ, আজ আমাদের কুঠীতে আপনাদের আগমনে আমরা বিশেষ সম্মানিত হইয়াছি। তবে যে ঘটনা উপলক্ষে আপনারা আজ এই থানে সমবেত হইয়াছেন, সেই ঘটনাটি বড়ই দুঃখজনক। একজন ক্ষুদ্র বাঙ্গালী বিদ্রোহী হইয়া সাধারণ প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ও তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা মোগলরাজ্যে বড়ই সুখে বাস করিতেছি। সুতরাং আমরা মোগলের রাজভক্ত প্রজা। আমরা এ দেশে বাণিজ্য করিয়া দেশের ধনরত্ন কত বৃদ্ধি করিয়াছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। সরকার হইতে

সেই জন্যই আমরা পুরস্কারস্বরূপ বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অনুমতি পাইয়াছি। তাহার পর আমাদের রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ আমরা এই সুতানটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়ের অনুমতি পাই। শেষে আমাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া নবাব ইব্রাহিম খাঁ আমাদিগের কুঠী রক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণেরও অনুমতি দিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের কুঠী প্রাচীর ও পরিখাদির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিদ্রোহীদিগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হইতে শীঘ্রই দশটা কামানও আসিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু এক বিষয়ে আমরা আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী; সেই কারণই আপনাদিগকে আজ এই খানে একত্রিত করা হইয়াছে। আমাদের সৈন্য নাই—আমরা বাণিজ্য করিতে এই দেশে আসিয়াছি—সৈন্যের ব্যয়-ভার বহন করিতে পারি না। আপনাদের অধীনে যে সকল সিপাহী ও বরকন্দাজ সৈন্য আছে, যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল সৈন্য আমাদের অধীনস্থ করেন, তবে আমরা তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া বিদ্রোহ সৈন্যকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিতে পারি। আপনাদের সৈন্য যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহারা আদৌ সুশিক্ষিত নহে। আমাদের অধীনে তাহারা সুশিক্ষিত হইলে, আপনাদের আর বিদ্রোহিগণের ভয় থাকিবে না। এ বিষয়ে আপনাদের কি মত আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

এই কথা বলিয়া এলিস্ সাহেব তাঁহার আসন গ্রহণ করিলেন। তখন চৌধুরী মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—"সাহেব, এই বিদ্রোহ অন্যের পক্ষে যতই অনিষ্টকর হউক না

কেন—আপনাদিগের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর দেখিতেছি। কারণ, এই বিদ্রোহ না ঘটিলে, আপনারা কিছুতেই দুর্গ নির্ম্মাণের অনুমতি পাইতেন না। এক্ষণে আর আপনারা ক্ষুদ্র বণিক নহে, ক্রমেই ক্ষমতাশালী হইতেছেন। ক্রমে মোগল সাম্রাজ্যের যে অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যে এ সাম্রাজ্য আর অধিক দিন স্থায়ী হইবে, আমার ত এরূপ বিশ্বাস হয় না। তখন কে বলিতে পারে—আপনারা রাজ্যলোলুপ হইবেন না—কে বলিতে পারে—বণিক বেশ পরিত্যাগ করিয়া আপনারা রাজবেশ ধারণ করিবেন না—কে বলিতে পারে—তুলাদণ্ডের পরিবর্ত্তে আপনারা রাজদণ্ড ধারণ করিবেন না? আর এক কথা—মোগল যতই অত্যাচারী হউক, কিন্তু মোগল আমাদের দেশের ধন বহন করিয়া বিদেশে লইয়া যায় না। আর মোগলেরা কেবল কর পাইলেই সন্তুষ্ট থাকেন, আমাদের স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করেন না। আমাদের নিজ নিজ জমীদারীর শাসন-পালন আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই করিয়া থাকি। কেবল এই হিসাবে আমিও সাহেবের কথার পোষকতা করিয়া বলিতেছি—আমরাও মোগল রাজ্যে সুখে আছি। যদি বিধর্ম্মীর অধীনতা স্বীকার আমাদের অদৃষ্টের ফল ও ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তবে আমরা মোগল রাজ্যেরই পক্ষপাতী। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এ রাজ্য আর স্থায়ী হইবার আশা নাই, কারণ এখন এ রাজ্যে অধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে—মোগল সম্রাট এখন হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। এ অবস্থায় এই সুযোগে তোমরা যদি রাজ্যলোলুপ হও, তবে আমাদেরই

সর্ব্বনাশ! তোমাদের সকলই হইয়াছে, কেবল সৈন্যের অভাব। আমাদের সৈন্য একবার তোমাদের হস্তগত হইলেই— নিশ্চয়ই তোমাদের রাজ্যলালসা তখন বলবতী হইবে। এই কারণ আমাদের সৈন্য তোমাদের অধীনস্থ করিতে আমি সম্পূর্ণ বিরোধী। সাহেব, আপনার এ প্রস্তাব আমি কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না।"

এই কথা বলিয়া চৌধুরী মহাশয় আপনার আসন গ্রহণ করিলেন। তখন এলিস্ সাহেবের মুখের প্রফুল্লতা একবারেই নষ্ট হইয়া গেল। সাহেবের মুখ হইতে আর কোন কথা বহির্গত হইল না। এইবার আয়ার সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন :—

"চৌধুরী মহাশয়, আপনার অনুগ্রহেই আমাদের বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সেই কারণ সর্ব্বাগ্রে আমি আপনাকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আপনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। আপনার চরিত্র সম্বন্ধে আমার ধারণা বড়ই উচ্চ। সেই জন্যই আপনার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আমি বজ্রাহত হইয়াছি। আপনার মুখের কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হই নাই—সুতরাং আপনার কথা আমরা মূল্যবান মনে করি। যখন আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তখন আমাদের কথায় আপনি বিশ্বাস করিবেন না কেন? আমরা যখন বলিতেছি—বাণিজ্যের উন্নতি ভিন্ন রাজ্যলালসা আমাদের আদৌ নাই, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন— আমাদের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য।"

এই কথা বলিয়া আয়ার সাহেব আসন গ্রহণ করিলে

তৎক্ষণাৎ ব্রাডিল সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—"আর মনে করুন, যদি আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটনাচক্রে এই রাজ্য আমাদেরই হস্তগত হয়, তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব—বাঙ্গালী হইতেই এই রাজ্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ঋণ আমরা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। সে ঋণ কতক পরিশোধের উদ্দেশ্যে আমাদের জগৎবিখ্যাত শিক্ষা ও সভ্যতা আমরা বাঙ্গালীদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিব।"

এই কথা বলিয়া ব্রাডিল সাহেব আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই বিয়ার্ড সাহেব উঠিয়া কহিলেন—"সে শিক্ষা ও সভ্যতার মূল্য এখন আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। আপনাদের সকলই উত্তম, কেবল শিক্ষা ও সভ্যতার অভাব দেখিতে পাই। আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্বন্ধে এখন আর অধিক বলিতে চাই না, কারণ সে কথা এখন ধারণা করিবারও আপনাদের ক্ষমতা নাই। জানি না, জগদীশ্বর কি উদ্দেশে আমাদিগকে এ দেশে আনিয়াছেন, কিন্তু কখন যদি সে সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন আপনাদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে আপনারাই ধন্যবাদ দিবেন।"

উপরোক্ত কথা বলিয়া বিয়ার্ড সাহেব আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই—'রাজা' উপাধিধারী জনৈক জমীদার উঠিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"সাহেবদের কথা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। সেই কারণ আমি তাঁহাদের কথা বেদবাক্য স্বরূপ মনে করিয়া থাকি। সাহেব যখন বলিতেছেন যে তাঁহাদের রাজ্যলালসা নাই, তখন আমিও বিশ্বাস করি—বাণিজ্যই তাঁহাদের এক মাত্র উদ্দেশ্য। পুনরায় সেই সাহেবই যখন বলিতে

ছেন—রাজ্য পাইলে তাঁহারা বাঙ্গালীর ভাল করিবেন। তখন সে কথাও আমি অবিশ্বাস করিব, কিরূপে? আবার সাহেব যখন বলিতেছেন—রাজ্য পাইলে তাঁহারা বাঙ্গালীকে বিনা মূল্যে শিক্ষা ও সভ্যতা দান করিবেন, তখন সেই সাহেবের কথা কে অবিশ্বাস করিতে পারে? আমি কেবল মুখের কথায় বিশ্বাস করিতেছি না, কার্য্যেও তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি। আজ হইতে আমার সমস্ত সৈন্য আমি সাহেবের অধীনস্থ করিলাম। আর কেবল সৈন্য নহে, বিদ্রোহী-দিগের ভয়ে আমি ৪৮ হাজার টাকাও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, সে টাকাও আমি সাহেবদের নিকট গচ্ছিত রাখিতেছি। এখন আমার ধনপ্রাণ মানসম্ভ্রম রক্ষার ভার সাহেবেরা গ্রহণ করুন।”

রাজার কথা শেষ হইলে সেঠজী উঠিয়া কহিলেন—“আমরা বাণিজ্যসূত্রে অনেক দিন হইতে ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়াছি। কখন ইংরেজের দ্বারা আমরা কোনরূপ প্রতারিত হই নাই। সেই কারণ ইংরেজকে অবিশ্বাস করিবার কারণও আমি কিছুই দেখি না। আমার সমস্ত অধীনস্থ সৈন্য ও বরকন্দাজ আমি ইংরেজের অধীনে সুশিক্ষিত হইবার জন্য দিতে প্রস্তুত আছি।”

এইবার বসাক মহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া বলিতে লাগিলেন—“ইংরেজেরা বিদেশী—এ দেশে তাহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র। এ অবস্থায় আমরা সৈন্য-সাহায্য না করিলে তাহারা আত্মরক্ষা করিবেন কিরূপে? আর কেবল আত্মরক্ষা নয়, আমাদের ধনপ্রাণ মানসম্ভ্রম সমস্তই

রক্ষার ভার যখন ইংরেজেরা স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, তখন তাঁহাদের এই অনুরোধ রক্ষা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ কেন হয়, তাহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। এই যে দেশে একটা এরূপ ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত, সে বিদ্রোহ দমন করা যখন মোগলের অসাধ্য, তখন আমাদের দ্বারা তাহা কখনই দমন হইতে পারে না। এরূপ স্থলে ইংরেজ যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, তবে সেত আমাদের পক্ষে বড়ই আনন্দের কথা। আমি ত ইংরেজ চরিত্রের এই মহত্ত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছি। আর সেই কারণ উপস্থিত ইংরেজ মহোদয়গণকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।”

বসাক মহাশয় উপরোক্ত বক্তৃতা শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিতে না করিতেই চারি দিক হইতে অন্যান্য জমীদারগণ “সাধু—সাধু” করিয়া উঠিলেন। সুতরাং চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে অগ্রাহ্য হইল। এলিস্ সাহেব এই সময় পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন—“আমার প্রস্তাব আপনারা গ্রহণ করিলেন বলিয়া আমি আপনাদিগকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা দেশীয় সৈন্য পাইলে কিরূপে দেশজয় করিতে পারি, ভবিষ্যতে আপনারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন। আপনাদের ভবিষ্যৎ ইতিহাসেও স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিখিত হইবে। আর বৃথা বিলম্বে আবশ্যক নাই। কারণ, আমাদের দ্বারদেশে শত্রু দণ্ডায়মান। কল্যই যেন আমাদের এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয়। আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলাম।”

সাহেব আসন গ্রহণ করিলে সে সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। জমীদারগণ প্রস্থান করিলে পর, এলিস সাহেব আপনার কর্ম্মচারীগণের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"Now or never. We shall make fools of them."

আবার সাহেব কহিলেন—"All right. A good beginning indeed!"

উপরোক্ত ঘটনার এক সপ্তাহ পরে বিদ্রোহী সৈন্য ইংরেজ অধীনস্থ এই সমবেত জমীদার সৈন্য কর্ত্তৃক থানা নামক স্থানে যেরূপে পরাজিত ও বিতাড়িত হয়, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। আমরা এ স্থলে আর তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করি না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোগল ছাউনীর এক কয়েদখানায় ফতে খাঁ ও দৌলৎ বাঁদী আবদ্ধ রহিয়াছে। রাত্রি প্রভাত হইলে আগামী কল্য প্রাতে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে—এইরূপ প্রচার, সুতরাং তাহাদের তাৎকালিক মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তবে অনন্ত দুঃখসাগরের মধ্যে একবিন্দু সুখের মধ্যে এই যে তাহারা একত্রে এক স্থানে আবদ্ধ। ছাউনীর মধ্যে একটি মাত্র কয়েদখানা থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছিল। ফতে খাঁ এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া দৌলৎকে কহিল—"দৌলৎ, তুমি কেন আমারই জন্যে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতেছ?"

উত্তরে দৌলৎ কহিল—"তুমি কেন আমায় ভাল বাসিয়াছিলে?"

ফতে। এ কেনর উত্তর আমি তোমায় কি দিব দৌলৎ কেমন করিয়া বুঝাইব—আমি তোমায় কত ভাল বাসি। আমার এ ভালবাসা কেবল খোদা জানেন। আমি জীবনে এমন ভালবাসা কখন কাহাকেও বাসি নাই।

তুমি বাঁদী আর করিমন্নেসা বেগম। তোমা অপেক্ষা সে রূপবতী—এ কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু আমি কখন তাহাকে ভালবাসি নাই—আমার বিবাহিত স্ত্রী করিমের ভগিনী মেহেরকেও আমি কখন ভালবাসি নাই। কিন্তু তোমায় এত ভালবাসি কেন জান—তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত করিয়াছ—আমি পাপস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছিলাম, তুমি আমার উদ্ধারসাধন করিয়াছ। কিন্তু দৌলৎ, পাপপথে যত দিন ছিলাম, তত দিন কোন বিপদে পড়ি নাই, আর সে পথ যে দিন পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম, সেই দিনই এই বিপদ! যে সে বিপদ নয়—একবারে জীবন লইয়া টানাটানি। আমার জীবন যায় যাউক, অনেক পাপ করিয়াছি—এ জীবন রাখিবার আর আমার সাধও নাই। কিন্তু দৌলৎ, তুমি ত কখন কোন পাপকার্য্য কর নাই। তবে আমার মতন একজন পাপী লোকের সংস্রবে আসিয়াছিলে বলিয়াই, তোমারও এই বিপদ ঘটিল। এই কি খোদার বিচার?

দৌলৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল—"খোদার নিন্দা কর না খাঁ সাহেব। খোদার দোষ কি? আমি ত আমার মৃত্যু স্বইচ্ছায় বেগম সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া লইয়াছি। কেন লইয়াছি—জান খাঁ সাহেব? এখন তুমিই আমার জান্—তুমি বিহনে এ দুনিয়ায় আমি কখনই থাকিতে পারিব না। আমিও তোমায় ভালবাসি খাঁ সাহেব—প্রাণের সহিত ভালবাসি। আজ বলিয়া নয়—যে দিন তোমায় প্রথম দেখিয়াছি, সেই দিনই ভালবাসিয়াছি। এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছিলাম,

আজ মৃত্যুকালে আমার সেই চাপা প্রাণের মর্ম্মস্থল হইতে সেই কথা প্রকাশ করিলাম।”

খাঁ সাহেব আনন্দে অধীর হইয়া কহিলেন—“দৌলৎ—দৌলৎ—তবে আর আমি মৃত্যুভয় করি না—আর আমি খোদার বিচারে দোষ দিব না। আজ তোমার নিকট যে কথা শুনিলাম—তাহাতে আমার এ মরণেও সুখ আছে। বল দৌলৎ—আবার বল—তুমি আমায় ভালবাস। বলিতে বলিতে চল দৌলৎ চল—আমরা এ পাপ দুনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই—এমন দেশে চল যাই—যে দেশে পাপপুণ্যের বিচার আছে—যে দেশে প্রকৃত প্রণয়ের আদর আছে—যে দেশে করিমন্নেসার রাজত্ব নাই।”

দৌলৎ। কিন্তু আমি আগে যাইব—খাঁ সাহেব। আমার প্রতি কি ভীষণ মৃত্যুদণ্ড জান—তোমার বুকে আমায় স্বহস্তে ছুরি মারিতে হইবে—তার পর আমায় ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ান হইবে। আমায় ডালকুত্তা দিয়া খাওয়ান হউক, তাহাতে আমি কিছুমাত্র ভয় করি না, কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর—এ কি নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা! তোমার বুকে আমি স্বহস্তে ছুরি মারিব—এও কি কখন হয় খাঁ সাহেব? তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই আমার এ প্রাণহীন দেহ তোমারই চরণে লুটাইবে। আমি আগে চলিয়া যাইব—খাঁ সাহেব, আমি আগে চলিয়া যাইব। তোমার মৃত্যু আমায় যেন দেখিতে না হয়। তিন দিন হইয়া গেল, আর সময় নাই—রাত্রি প্রভাত হইলেই সব ফুরাইয়া যাইবে। এস খাঁ সাহেব, এই সময় আমরা একবার খোদার কাছে দোয়া করি।

তখন উভয়ে নত জানু হইয়া করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিল—"হে খোদা আমাদের প্রতি দয়া কর—আমাদের পাপের ভার লাঘব কর। আমরা তোমার আজ্ঞা কখন পালন করি নাই—তোমাকে কখন প্রাণভরে ডাকি নাই—আমাদের এই অন্তিমকালে সে অপরাধ ক্ষমা কর।"

এই সময় হঠাৎ সেই কারাগৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। উভয়ে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—একজন স্ত্রীলোক সেই গৃহের মধ্যে উপস্থিত। তখন দৌলতের মুখ হইতে হঠাৎ নির্গত হইল —"মুন্না বিবি!"

মুন্না কহিল—"চুপ্। একটিও কথা কহিও না—নীরবে ধীরে ধীরে কারাগৃহের বাহিরে চলিয়া আইস। তোমরা কারামুক্ত— এই মুহূর্ত্তে এস্থান হইতে কোন দূর দেশে চলিয়া যাও—শয়তানী করিমন্নেসার সংসর্গে আর আসিও না।"

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে উভয়ে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। এইরূপ আকস্মিক ঘটনায় কাহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। মুন্না কহিল—"আমার কথায় বিশ্বাস হইতেছে না? তবে আমার সঙ্গে এস—আমি তোমা-দিগকে এ শিবির পার করিয়া কোন নিভৃতস্থানে রাখিয়া আসিব। আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিও না।"

এই কথা বলিয়া মুন্না উভয়ের হস্ত ধরিয়া উভয়কে টানিতে লাগিল। তখন বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত প্রণয়ীযুগল যেন কোন যাদুমন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া মুন্নার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। শূন্য কারাগৃহ পড়িয়া রহিল!

—•:০:•—

চতুর্থ খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হাবিলসহর হইতে গঙ্গা পার হইয়া মোগলবাহিনী পর পারস্থিত হুগলী দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। সেই কারণ মোসাহেব পরিবেষ্টিত নূর-উল্লা আজ একবারে আনন্দের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিয়াছে। হাবিলসহরে অবস্থিতিকালে বিদ্রোহসেনার সহিত বরং একটা লড়াই বাধিবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন এ সুদৃঢ় দুর্গ মধ্যে সে সম্ভাবনা আর ততদূর নাই—ইহাই নূর-উল্লার আজিকার এই আনন্দ ও উৎসবের কারণ। পথে ও মাঠে একটা যুদ্ধের ভয়ে এত দি ফৌজদার সেরূপ প্রাণ খুলিয়া আমোদ করিতে পারেন নাই—কিন্তু এখন সে ভয় ততদূর আর না থাকায়, তাঁহার আজিকার এ আনন্দ ও উৎসবের মাত্রা অধিকতর বৃদ্ধি দেখা যায়। নাচ-গান ও সরাবের তুফান চলিয়াছে—এবং থাকিয়া থাকিয়া আনন্দ

কোলাহলেরও যেন একটা বান ডাকিতেছে। এমন সময় নুর-উল্লা কহিলেন--"দেখ বাবা, অনেক দিন প্রাণ খুলিয়া আমোদ করা হয় নাই—পথের তকলিবও যথেষ্ট হইয়াছে—আজ একটা নূতন রকম আমোদ করা চাই।"

একজন মোসাহেব তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল—"বেসক্ জাঁহাপনা। একটা নূতন রকম আমোদ না হইলে রাস্তার এ হাড়-ভাঙ্গা তকলিব কিরূপে হজম হইবে জাঁহাপনা?"

নুর উল্লা কহিলেন—"মাথা খেলাও বাবা—মাথা খেলাও। তোমার ও এক-ঘেয়ে আমোদ আর আমার ভাল লাগে না। খোদাবক্স মিয়ার উপর আমি সে ভার দিলাম। মিয়া সাহেব, তুমি একটা নূতন আমোদ উদ্ভাবন কর বাবা।"

তখন মিয়া সাহেব করযোড়ে কহিল—"হুজুর তবে আজ একটা নসিবের খেলা হউক। যতগুলি ইয়ার আজ আমরা এখানে আছি—ততগুলি মেয়ে মানুষ কিন্তু চাই। হুজুর পর্য্যন্ত বাদ যাইবেন না। তার পর নসিবের খেলায়—যার নসিবে—যে মেয়ে মানুষ উঠিবে, আজিকার এই মজলিসে সেই মেয়ে মানুষ তাহার। আজ হুজুর হইতে আমাদের মতন চুনোপুঁটি পর্য্যন্ত আর কেহ বাদ পড়িবে না—সকলেই এক এক মেয়ে মানুষ পাইবে। তখন যুগলে যুগলে সুন্দর মিলন হইবে। সে মিলনের পর, যে যাহার মেয়ে মানুষ লইয়া দেদার নাচ-গান ও আমোদ করা যাইবে।

অন্য একজন অতি বৃদ্ধ মোসাহেব কহিল—"শত্রু মুখে ছাই দিয়া আমাদের ইয়ারের সংখ্যা ত কম নয়।

এই কেল্লার মধ্যে এত মেয়ে মানুষ কোথা পাওয়া যাইবে বাবা ?"

মিয়া সাহেব তৎক্ষণাৎ কহিল—"বুড়ো হইলে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায়। কেন পাওয়া যাইবে না চাচা ? ছুঁড়ী বুড়ী, খাপসুরৎ, বেখাপসুরৎ এ ক্ষেত্রে কাহাকেও কিন্তু বাদ দিলে চলিবে না। আজ সব এনে এক কাট্টা কর। বুড়ী বলে ঘৃণা করিলে চলিবে কেন বাবা ? এক সময়ে তারাও ত ছুঁড়ী ছিল, আর তুমিও চাচা, এক জন বুড়ো রহিয়াছ। আর খাপসুরৎ বে-খাপসুরৎ সবই ত এক খোদার সৃষ্টি। বাবা, খাপসুরৎ ছুঁড়ীর আদর ত সকলেই করে, কিন্তু বে-খাপসুরৎ বুড়ীর আদরে খুব রগড় আছে। সে বড় নূতন রকম আমোদ হইবে হুজুর।"

তখন নুর-উল্লা খাঁ কহিলেন—"কুচ পরোয়া নেই। আজ মিয়া সাহেবের নূতন রকম আমোদই চালাও বাবা— এনতের চালাও।"

এইবার মিয়া সাহেব যোড়হস্তে কহিল—"তবে হুজুর, নসিবের খেলাটা বাহিরে গিয়া খেলিলে ভাল হয়। আমরা একবারে তৈয়ার হইয়া আসরে নামিব—তখন যুগলে যুগলে নাচ হইবে। আসুন হুজুর, আমরা সকলে বাহিরে গিয়া নসিবের খেলা খেলিয়া আসি।"

তখন নুর-উল্লা কহিলেন—"না বাবা, এ আসর ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া হইবে না। এই খানেই নসিবের খেলা হউক, এইখানেই আমোদের খেলাও চলুক। এক কাম কর মিয়া সাহেব। আমরা এখানে এখন দশজন মাত্র আছি দুই ত নয়।

এই দশ জনের জন্যে দশটি মেয়ে মানুষ হাজির কর। আর তাহাদের নামের দশখানি নিদর্শন পত্রও সঙ্গে লইয়া আসিও। প্রত্যেককে স্বহস্তে চক্ষু মুদিয়া একটা গুপ্তস্থান মধ্য হইতে এক একখানি সেই নিদর্শন পত্র তুলিতে হইবে, যাহার হাতে যাহার নাম উঠিবে, সেই মেয়ে মানুষ তাহার হইবে। কেমন—এই হইলেই ত তোমার নসিবের খেলা হইবে ?"

তখন মিয়া সাহেব পাঁচ সাতবার ঘন ঘন সেলাম করিয়া কহিল—"তোফা—তোফা—হুজুরের ব্যবস্থা তোফাই হইয়াছে। এখন আমি আসি ?"

এই কথা বলিয়া মিয়া সাহেব সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। তখন সেই প্রথম মোসাহেব কহিল—"বাহবা বা—আমাদের জাঁহাপানার কি বুদ্ধি বাবা !"

দ্বিতীয় মোসাহেব কহিল—"সেই বুদ্ধির বহর দেখিয়া আমি ত বাবা, একবারে বসিয়া পড়িয়াছি।"

তৃতীয় মোসাহেব কহিল—"বাবা পেটটি দেখিয়া বুঝিতে পার না ? হুজুরের পেটের মধ্যে বোধ হয়, না—না—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই—বুদ্ধির একটা প্রকাণ্ড বুরুজ জন্মিয়াছে।"

চতুর্থ মোসাহেব কহিল—"একটা বুরুজ কিরে ? বুদ্ধি একটা—তাজমহল বল না কেন ?"

এমন সময় মিয়া সাহেব একটি শূন্য কলসী হস্তে তখন আসিয়া উপস্থিত হইল। মিয়া সাহেবের সহিত মেয়ে মানুষ না দেখিয়া সকলে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তখন

নুর উল্লা কহিলেন—"কি মিয়া সাহেব, তোমার মেয়ে মানুষ কোথায়?"

মিয়া সাহেব করযোড়ে কহিল—"হুজুর, আমি অনেক কষ্টে এই কলসটি যোগাড় করিয়াছি, এখন একগাছি দড়ির কেবল অভাব। আর দরিয়া ত কেল্লার বাহিরে রহিয়াছে।"

নুর। ধান ভাঙ্গিতে তোমার এ পীরের গীত কেন বাবা? আমি চাই মেয়ে মানুষ—তুমি বলিতেছ—দড়ি, কলসী ও দরিয়ার কথা।

মিয়া। আজ্ঞে, হুজুর—এ তিনটী এক করিলেই তোফা মেয়ে মানুষ হয়।

নুর। কি রকম?

মিয়া। এই দড়ি দিয়ে গলায় কলসী বেঁধে দরিয়ায় ডুবিয়া যাওয়া যাহা, আর মেয়ে মানুষের পীরিতে পড়াও ঠিক তাহাই। আর সেটা না হয়—হাতেনাতে পরে দেখাইয়া দিব হুজুর। এখন এক কাম করুন—আপনি সর্ব্বাগ্রে এই কলসীর মধ্য হইতে একখানি নিদর্শন পত্র বাহির করুন—যেমন সেই নিদর্শন পত্রের লিখিত নাম ডাকা—অমনি সশরীরে মেয়ে মানুষের আবির্ভাব।

তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"বল কি মিয়া সাহেব —বল কি?"

নুর-উল্লা কহিলেন—"তুমি কি কোন জিনকে কায়দা করিয়াছ নাকি?"

মিয়া। আজ্ঞে, পরীক্ষা করুন হুজুর—পরীক্ষা করুন।

তখন নুর-উল্লা খাঁ কলসীর ভিতর হইতে এক খণ্ড কাগজ

বাহির করিলেন। মিয়া সাহেব তৎক্ষণাৎ কাগজ খণ্ড লইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভয়ে ভয়ে পাঠ করিলেন—"গুল্‌জার।"

তৎক্ষণাৎ অমনি কোথা হইতে গুলজার বাইজীর আবির্ভাব হইল। তখন গুলজারের হাত দুইটি নুরউল্লার হস্তে দিয়া মিয়া সাহেব কহিল—"হুজুর, আপনার নসিব আচ্ছা—এই সকলের সেরা গুলজার বিবি আজ আপনারই।"

নুর উল্লা যেমন দেখিতে কদাকার ও বয়সে বৃদ্ধ, গুলজারও দেখিতে সেইরূপ সুন্দরী ও বয়সে পূর্ণ যুবতী। তাহার পর প্রথম মোসাহেব তাড়াতাড়ি আসিয়া সেই কলসী মধ্য হইতে নিদর্শন পত্র তুলিল। তাহার ভাগ্যে উঠিল—আস্‌মান তারা। আসমান তারাও দেখিতে সুন্দরী, তবে গুলজারের মতন নহে। প্রথম মোসাহেবও দেখিতে কদাকার বটে, তবে নুরউল্লার মতন নহে। এইবার দ্বিতীয় মোসাহেবের পালা। তাহার ভাগ্যে উঠিল—গহরজান। গহরজান সৌন্দর্য্যে তৃতীয়, আর দ্বিতীয় মোসাহেবও কদর্য্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ মোসাহেবের অদৃষ্টেও এইরূপ সৌন্দর্য্য ও কদর্য্যের সামঞ্জস্য হইল। পঞ্চম মোসাহেবের ভাগ্যে উঠিল—গুলফাম্। পঞ্চম মোসাহেব দেখিতে যেমন সুপুরুষ, গুলফামও দেখিতে সেইরূপ কুরূপা। এইরূপ ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম মোসাহেব পর্য্যন্ত অনুপাত অনুসারে পুরুষ পক্ষে সৌন্দর্য্য ও স্ত্রীপক্ষে কদর্য্য চলিল। এইবার সেই অতি বৃদ্ধ নবম মোসাহেবের পালা। বৃদ্ধের অদৃষ্টে উঠিল—এক অষ্টম বৎসরের বালিকা—নাম শ্রীজান। যখন মিয়া সাহেব শ্রীজান বলিয়া হাঁকিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালিকার আবির্ভাব হইল। এদিকে বালিকাকে দেখিয়া বৃদ্ধের মস্তকে করাঘাত,

আর অন্য দিকে হইল—অন্যান্য সকলের উচ্চ হাস্যধ্বনি। প্রত্যেক মিলনেই এইরূপ হাস্যধ্বনি ছিল, কিন্তু এইবারের হাস্যধ্বনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। শেষে অবশিষ্ট কেবল মিয়া সাহেব স্বয়ং। মিয়া সাহেবই এই নসিবের খেলার আবিষ্কর্ত্তা। তাহার অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা মিয়া সাহেব মনে মনে জানিত, সুতরাং সে আর এ হাস্যধ্বনিতে যোগ দিতে পারিল না। মিয়া সাহেবকে যখন সেই কলসী মধ্য হইতে নিদর্শন পত্র তুলিতে বলা হইল। মিয়া সাহেব তখন ডাকিল—"জমাদারণী।"

তৎক্ষণাৎ সেই ডাকে ঝাড়ু হস্তে একস্থূলকায় ভীমদর্শনা মেথরাণীর আবির্ভাব হইল। সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া একটা হাসির তুফান উঠিল। প্রত্যেক যুগলে এ উহার গায়ে লুটিয়া পড়ে, সে হাসির তুফান আর থামে না। সকলে একটু প্রকৃতিস্থ হইলে নুর-উল্লা কহিলেন—"এ কি রকম মেয়ে মানুষ আনিয়াছ মিয়া সাহেব?"

মিয়া সাহেব করযোড়ে কহিল—"কি করি—হুজুর? সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছি, তাহাকেই লইতে হইয়াছে। এ দিকে যে তপ্ত খোলা বহিয়া যায়। তা আমার নসিবেই ফলিয়াছে। কি অপূর্ব্ব মিলন একবার চাহিয়া দেখুন হুজুর। এ ত নসিবের খেলা নয়, এ যেন ভোজবাজীর খেলা।"

নুর-উল্লা কহিলেন—"এ বাবা, একবারে যেন সৌন্দর্য্যের মেলা। এক এক পেয়ালা সরাব পান করিয়া এইবার নাচ গান আরম্ভ হউক বাবা।"

তখন একে একে সকলে সরাব পান আরম্ভ করিল। পালা

শেষ হইলেই এই অপূর্ব্ব মিলনকে উপলক্ষ্য করিয়া এক হাস্যরসপূর্ণ অপূর্ব্ব সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব নাচের কায়দাও যথেষ্ট প্রদর্শিত হইতে লাগিল। নাচের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে আবার মদ্যপান। আনন্দের তুব্‌ড়ীতে যেন আগুন দেওয়া হইল।

এইরূপ আনন্দ চলিতেছে—এমন সময় একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল—শোভা সিংহ সসৈন্যে তাহাদের দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। সে সংবাদ শুনিয়া সে আনন্দ কোথায় এককালীন অদৃশ্য হইল। তুব্‌ড়ীর বারুদ পুড়িয়া গেলে, তুবড়ীর যেরূপ অবস্থা হয়, সেই আনন্দেরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিল। এমন সময় দূরে—'দুরুম্—দুরুম্—দুম্' শব্দে কামান গর্জ্জিল। কামানের সে শব্দ শুনিয়া নুর-উল্লার প্রাণ ভয়ে চমকিত হইল। রমণী ও মোসাহেবগণ আকুলপ্রাণে যে যে দিকে পাইল, দৌড়িয়া পলায়ন করিল। ফৌজদারও পলায়নে উদ্যত, এমন সময় তাঁহার সেনানায়ক দ্রুতবেগে আসিয়া কহিলেন—"জাঁহাপনা, বিদ্রোহী সৈন্য অকস্মাৎ এই রাত্রিকালেই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। এক্ষণে আপনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমাদের সৈন্যগণকে উৎসাহিত করুন।"

নুরউল্লা কহিলেন—"সেনানায়ক, তুমি অগ্রে আমার জীবন রক্ষার উপায় কর। কোন রকমে আমার জান্‌টা বাঁচাইতে পারিলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার দিব। এইরূপ হঠাৎ আক্রমণে আমার প্রাণে বড় ভয় হইয়াছে। অগ্রে আমার গোপনে পলায়নের একটা ব্যবস্থা কর, তার পর যুদ্ধ করিও। আর আমার সঙ্গে জবরদস্তকেও বাঁচাও।"

সেনানায়ক কহিলেন—"জাঁহাপনা, এ সময় আপনার মুখে কি এরূপ কথা শোভা পায়? আপনি এত ভয় পান কেন? আমরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয়লাভ করিব।"

নুর। যুদ্ধে জয়লাভ করা অপেক্ষা আমার প্রাণের মূল্য অধিক। আর তুমি অগ্রে আমার প্রাণ বাঁচাও, তার পর যুদ্ধে জয়লাভ করিও।

এই সময় ভীষণরবে পুনরায় কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনরায় একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল—দুর্গের উত্তর তোরণ ভঙ্গ করিয়া বিদ্রোহীসৈন্য দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। তখন সেনানায়ক আর থাকিতে পারিলেন না, সে সংবাদ পাইয়াই সে স্থান হইতে দৌড়িলেন। আর ফৌজদার তখন উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুলপ্রাণে কেবল—"আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচাও" রবে চারিদিক কম্পিত করিতে লাগিলেন। এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে এক ষোড়শ বর্ষীয় বালক দৌড়িয়া আসিয়া কহিল—"আমি তোমায় বাঁচাইব—আমার সঙ্গে এস।"

বিস্মিতনেত্রে নুরউল্লা সেই বালকের দিকে একবার চাহিয়া কহিলেন—"কে তুমি?"

বালক। সে পরিচয়ের এ সময় নয়। নৌকা প্রস্তুত —শীঘ্র এস।

নুর। কিরূপে সেই নৌকায় গিয়া পৌঁছিব? যদি রাস্তায় ধরা পড়ি।

বালক। সে ভয় নাই, আমি কোন গুপ্ত সুড়ঙ্গ দিয়া তোমায় একবারে নৌকায় লইয়া যাইব।

তখন জলমগ্ন-ব্যক্তি প্রাণ রক্ষায় জন্য যেরূপ একটা তৃণ

দেখিলেও ধরিতে যায়, ফৌজদার সেইরূপ প্রাণভয়ে বালকের প্রদর্শিত পথেই চলিল। সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলে পর তখন তাঁহার প্রাণের আশা হইল। এই সময় নুরউল্লা সেই বালককে কহিলেন—"আমার জবর-দস্তকেও তুমি বাঁচাও, তোমার এ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার আমি দিব।"

বালক কহিল—"আমি সে চেষ্টা করিব, কিন্তু কতদূর কৃত-কার্য্য হইব—বলিতে পারি না।"

নুর। তোমায় সহস্র আসরফী পুরস্কার দিব।

বালক উত্তর করিল—"এক কপর্দ্দকও পুরস্কার চাই না।"

এই সময় তাহারা সুড়ঙ্গ পার হইয়া গঙ্গাগর্ভে আসিয়া পৌঁছিলেন। সম্মুখেই বজ্‌রা প্রস্তুত। তখন সেই বজরাস্থিত দীপালোকে বালকের মুখমণ্ডল দেখিয়া—নুর উল্লা একবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শোভা সিংহ যখন সসৈন্যে হুগলী বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হন, যুদ্ধনীতির নিয়মানুযায়ী মোগলফৌজদার শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যালোচনা কিছুই করেন নাই; সুতরাং শত্রু যে বন্দরে উপস্থিত হইয়াছে, এবং ইচ্ছা করিলেই কেল্লা আক্রমণ করিতে পারে, এ সংবাদও তিনি কিছুই জানিতেন না। কেল্লায় আশ্রয় লইয়া তিনি মনের আনন্দে সুরাপান ও নৃত্যগীতে উন্মত্ত ছিলেন। এ দিকে শোভা সিংহ ও রহিম খাঁ গুপ্ত চর মুখে যখন মোগলসেনার এইরূপ অসতর্কতাবস্থার সংবাদ পাইলেন, তখন রাত্রি যোগেই দুর্গ আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিয়া তাঁহারা অবিলম্বে সেই অনুরূপ কার্য্যও করিলেন। দুর্গের দক্ষিণ ফটক সর্ব্বাপেক্ষা অরক্ষিত ছিল, তখন তাঁহারা মহাপরাক্রমে সেই ফটক আক্রমণ করিলেন। কামানের গোলায় যখন সেই ফটক ভঙ্গ হইয়া গেল, তখন ভগ্নবাঁধ স্রোতস্বিনীর মহাস্ফালনে

তাঁহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এক প্রকার বিনা বাধায় যখন তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিলেন, তখনও তিন সহস্র মোগল অশ্বারোহী সৈন্য সুসজ্জিত হইতে পারে নাই; সুতরাং তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহী সৈন্য কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া একবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আর এক কথা—এ সময় জগৎরাম ও তাঁহার বন্ধু সুবোধরাম উপস্থিত থাকিলে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কখনই ঘটিত না। মোগল সেনার কামান সংখ্যা অল্প থাকায় তাঁহারা সে সময় চুঁচুড়ার ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে সে সম্বন্ধে সাহায্য-প্রার্থী হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তবে যুদ্ধ যে কিছুই হইল না তাহা নহে। ফৌজদার সেনানায়ক অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন দিলেন। আর যুদ্ধ করিয়াছিল—বালক জবরদস্ত খাঁ। বালকের প্রাণের মায়া ছিল না—বালক ত এই যুদ্ধে জীবনবিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইয়াই আসিয়াছিল, সুতরাং সে প্রাণপণেই যুদ্ধ করিল। মুষ্টিমেয় বিশ্বাসী মোগল সৈন্য লইয়া জবরদস্ত যখন সেই অসংখ্য উন্মত্ত বিদ্রোহী সৈন্যসাগরে ঝাঁপ দিল, তখন শোভা সিংহ ও রহিম খাঁ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। শোভা সিংহ উচ্চৈঃস্বরে রহিম খাঁকে কহিলেন—"এই বীর বালককে প্রাণে মারিও না—বন্দী কর।"

শোভা সিংহের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহার সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইল। সে দৃশ্য তখন সেই বীর বালকের প্রাণে অসহ্য বোধ হইল। ক্রোধে বীরদর্পে যুদ্ধক্ষেত্রকে পদাঘাৎ করিয়া সিংহ শিশু যেন গর্জ্জিয়া উঠিল—"যুদ্ধ কর—যুদ্ধে ক্ষান্ত দিও না—জীবিত

থাকিতে কখনই বন্দী হইব না—হয় জীবন দাও, না হয়—জীবন লও—যুদ্ধ কর।"

শোভা সিংহ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"বালক, তোমার কি মরণের ভয় নাই—নিশ্চয় মরণ জানিয়াও যুদ্ধ করিতে চাও?"

বালকের ক্রোধদীপ্ত মুখমণ্ডল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! বালক বজ্রনাদে কহিল—"ভীরু—কাপুরুষ—বীর কখন মরণে ভয় করে? আর যে বীর মরণে ভয় করে, আমি তাহার মস্তকে পদাঘাত করি।" বলিতে বলিতে বালক পুনরায় বীরদর্পে মৃত্তিকায় পদাঘাত করিল, সে সজোর পদাঘাতে বালকের অসিবর্ম্ম ঝন্‌ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। তখন রহিম খাঁর আর সহ্য হইল না—রহিম শোভা সিংহকে কহিলেন—"শোভা, আর সহ্য হয় না। রহিম খাঁ আজ এই ক্ষুদ্র বালকের নিকট যেরূপ অপমানিত হইল, জীবনে আর কখন সে সেরূপ অপমানিত হয় নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে রহিম খাঁর সেই ক্রোধভরে আরক্তিম মুখমণ্ডল শোভা সিংহের দিকে আকৃষ্ট হইল। ইচ্ছা—একবার শোভা সিংহের ইঙ্গিতে অনুমতি হইলেই বালকের প্রাণহীন দেহ ভূতলশায়ী হয়। বালক এই সময় পুনরায় গর্জ্জিয়া উঠিল—"তুমি রহিম খাঁ—আর তুমি শোভা সিংহ? এখন বুঝিলাম—তোমরা কেন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছ। তস্কর বৃত্তি তোমাদের—দেশ লুণ্ঠনই তোমাদের জীবনের সার—পরস্বাপহরণ আর পরপীড়নই তোমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত—তোমরা যুদ্ধের কি ধার ধার? নিজের

পাপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই শান্তিময় রাজ্যে কেবল একটা বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত করিয়াছ মাত্র—যুদ্ধের তোমরা কি জান? কেন যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়াছ—এতক্ষণে তাহা বুঝিয়াছি। তস্কর—তস্করের উপযুক্ত শাস্তি তোমাদিগকে দিব।"

তখন কোষবদ্ধ অসি উন্মুক্ত করিয়া রহিম খাঁ অসিহস্তে কহিলেন—"আর না—আর তোর যুদ্ধের সাধ এখনই মিটাইব।"

তখন জবরদস্ত খাঁও মহাহ্লাদে তাহার হস্তস্থিত উন্মুক্ত অসি দ্বারা রহিম খাঁকে আক্রমণ করিল। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে অসিযুদ্ধ চলিতে লাগিল, তাহার পর রক্তাক্ত কলেবর জবরদস্ত খাঁ ধরাশায়ী হইল। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বালকের উপর রহিম খাঁ পুনরায় যখন অসি উত্তোলন করিলেন, তখন শোভা সিংহ দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন—"আর না—এ বীর বালককে প্রাণে মারিও না রহিম। এ নুরউল্লার একমাত্র পুত্র, একে জীবিত অবস্থায় বন্দী রাখিতে পারিলে, আমাদের অনেক উপকারের সম্ভাবনা আছে।"

রহিম খাঁ অগত্যা সেই উত্তোলিত অসির আঘাতে ক্ষান্ত হইয়া অসি কোষবদ্ধ করিলেন। তখন শোভা সিংহ অনুচর সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিলেন—"এই বালককে এখান হইতে যত্নপূর্ব্বক লইয়া গিয়া ইহার শুশ্রূষা কর।"

তৎক্ষণাৎ সে আজ্ঞা পালিত হইল। তখন দুর্গের মধ্যে আর যুদ্ধ হইল না—অবশিষ্ট মোগল সৈন্য কেহ বন্দী হইল—কেহ বা পলায়ন করিয়া আপনার জীবনরক্ষা করিল। বন্দ

বাহুল্য যে নুর উল্লার পত্নী করিমন্নেসাও সেই সঙ্গে বন্দিনী হইয়া ছিলেন। আর তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রও যে যুদ্ধে আহত হইয়া শঙ্কটাপন্নবস্থায় রহিয়াছে, সে সংবাদ যখন করিমন্নেসার নিকট পৌঁছিল, তখন নিজের অবস্থা ভুলিয়া গিয়া পুত্রস্নেহকাতরা জননীর প্রাণ পুত্রের জন্য আকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন করিমন্নেসা বন্দিনী—যথায় ইচ্ছা তথায় যাইতে পারে না; সুতরাং পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রীর ন্যায় করিমন্নেসা অস্থির হইয়া সেই গৃহে বেড়াইতে লাগিলেন। তার পর কি কথা মনে হওয়ায় করিমন্নেসা নিকটস্থ একজন প্রহরীকে হস্ত সঞ্চালন দ্বারা ডাকিয়া কহিলেন—"তোমার প্রভু শোভা সিংহকে সংবাদ দাও যে ফৌজদারমহিষী করিমন্নেসা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী।"

প্রহরী শোভা সিংহকে সেই সংবাদ দিল। শোভা সিংহ তখন মোগলসেনা পরাজিত হওয়ায় আনন্দে অধীর হইয়া মানকুমারী সম্বন্ধে মনে মনে সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এতদিন পরে তাঁহার প্রাণের আশা ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে—এইবার তিনি মানকুমারীকে লাভ করিয়া জীবনসার্থক করিবেন—এইবার মানকুমারী তাঁহার হইবে—এই আশায় তাঁহার প্রাণ উল্লসিত ও উদ্বেলিত, এমন সময় প্রহরী সেই সংবাদ দিল। করিমন্নেসা তাঁহার সাক্ষাতের অভিলাষী! করিমন্নেসা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শোভা সিংহের অবিদিত ছিল না। যে করিমন্নেসা তাহার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যপ্রভাবে মোগল-ফৌজদারকে আপনার হস্তস্থিত কাষ্ঠপুত্তলিবৎ পরিচালনা করে, সেই করিমন্নেসা তাহার সাক্ষাতের অভিলাষী! শোভা সিংহ

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া প্রহরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রহরী করিমন্নেসাকে তাহার প্রভুর আগমন সংবাদ দিল। পর মুহূর্ত্তেই শোভা সিংহ সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। করিমন্নেসা তাহার পূর্ণসৌন্দর্য্যরাশি শোভা সিংহের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন—"শোভা সিংহ, আমার পুত্রের সংবাদ কি ?"

শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"আপনার বালক পুত্রের বীরত্বে আমরা মোহিত হইয়াছি।"

করিম। সত্য বল—আমার পুত্র জীবিত না মৃত ?

একজন বন্দিনীর মুখে এরূপ উদ্ধতবাক্য শুনিয়া শোভা সিংহ প্রথমে বিস্মিত হইলেন—তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাহার পর কহিলেন—"আপনার পুত্র জীবিত।"

করিম। তাহার অবস্থা কিরূপ ?

শোভা। যুদ্ধে আহত হইয়া আমাদের বন্দী হইয়াছে।

করিম। আমার পুত্রের নিকট আমায় এখনই লইয়া চল।

অনুগত ভৃত্য যেমন সম্ভ্রমে প্রভুর আজ্ঞা পালন করে, কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করিয়া শোভা সিংহ তৎক্ষণাৎ করিমন্নেসার আজ্ঞাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শোভা সিংহ অগ্রে অগ্রে চলিলেন—আর তাঁহার পশ্চাতে বৎসহারা গাভীর ন্যায় করিমন্নেসা ধাবিত হইল। যে গৃহে জবরদস্ত খাঁ আহত অবস্থায় শায়িত ছিল, শোভা সিংহ তাঁহাকে সেই গৃহ দেখাইয়া দিয়া সে স্থান হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল—করিমন্নেসা আকুলপ্রাণে সেই

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—বীরবেশে তাঁহার আহত পুত্র এক খট্টার উপর শায়িত। পুত্রকে সে অবস্থায় দেখিয়া জননীর প্রাণে পুত্রস্নেহ যেন উথলিয়া উঠিল। আকুলপ্রাণে জননী কহিলেন—"জবর, তুমি কেমন আছ বাবা ?"

কিন্তু জননীকে দেখিয়া পুত্রের মনে আনন্দের পরিবর্ত্তে বিষাদের তরঙ্গ উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধের মাত্রাও দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ দেহের সেই সকল ক্ষত স্থান হইতে রক্তের প্রবাহ ছুটিল। তখন জননীর সেই স্নেহপূর্ণ বাক্যে পুত্রের হৃদয়ে যেন এককালে শত শেল বিদ্ধ হইল। পুত্র জননীর সে প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। জননী পুনরায় কহিলেন—"আমার কথার উত্তর দাও বাবা, তোমার উত্তরের উপর আমার জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে।"

পুত্র তখন বিরক্ত হইয়া কহিল—"তুমি এখানে কেন মা ? জান—তুমি কাহার গৃহিণী—জান—তুমি এখন শত্রুহস্তে বন্দিনী। ধন্য তোমার বলবতী ইচ্ছা—তুমি এ অবস্থাতেও স্বেচ্ছাচারিণী ? এখানে কেন মা ?"

জননী উত্তর করিলেন—"তোমার জন্যে বাবা। তুমি আহত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছ, এ কথা শুনিয়া আমি কি স্থির থাকিতে পারি বাবা ?"

জবরদস্ত জননীর কথায় অস্থির হইয়া কহিল—"আবার আবার তোমার ঐ স্নেহময়ী মূর্ত্তি আমার সম্মুখে ধরিতেছ ? এ ত সে সময় নয় মা। আমি তোমার অনেক স্নেহের কথা শুনিয়াছি। এ সময় আর কেন ?"

জননী পুত্রের কথায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"তুই কি কথা বলিতেছিস্ বাবা? আমি ত তোর কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

জবর। তবে স্পষ্ট কথা বলি—শোন জননি। মৃত্যুকালে স্পষ্ট কথাই বলা ভাল। শোন মা, তুমি আমায় ভালবাস—স্নেহ কর সত্য, কিন্তু তোমার সে অকৃত্রিম ভালবাসা—তোমার সে আন্তরিক স্নেহ আমার যেন বিষতুল্য মনে হয়—আমার প্রাণে যেন শেলসম বাজে। এ কথা ত তোমায় অনেক দিন বলিয়াছি মা। তবে কেন এমন স্বর্গীয় সুধাকে আমি বিষ জ্ঞান করি—সেই কথা তোমায় এত দিন বলি নাই। সে কথা উচ্চারণ করিতে গেলে যে, আমার এ জিহ্বা খসিয়া পড়িবে—কেবল এই ভয়ে। কিন্তু এ মৃত্যুকালে আর আমি সে ভয় করিব না। মা, তুমি অসতী—যে দিন এই জ্বালাময়ী মহাপাপ কথা জানিয়াছি—সেই দিন—সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার প্রাণের ভিতর কি ভয়ঙ্কর আগুন দাউ দাউ জ্বলিতেছে, তাহা তোমায় কি করিয়া বুঝাইব? তোমার অনন্ত স্নেহবারি সে আগুন কিছুতেই নিবাইতে পারে না, বরং তাহাতে যেন ঘৃতাহুতি দেয়। সে অসহ্য জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়াইত আমার এ যুদ্ধযাত্রা। মরণ উদ্দেশ্যেই—আমার এ যুদ্ধযাত্রা। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ—তোমার জন্যে—"

করিমন্নেসা আর থাকিতে পারিলেন না, সে কথায় বাধা দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"বাবা জবর, আর আমার বুকে ছুরি মারিস্ না—আর আমায় কাঁদাস্ না।"

শেষোক্ত কথা কয়েকটি শুনিয়া জবরদস্ত অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল—"কি বুকে ছুরি মারা! হাঁ—হাঁ—আমি যে এক দিন বলিয়াছিলাম—সে সাধও তোমার অপূর্ণ থাকিবে না জননি। আর কেন? এ দুনিয়া তোমার পাপের ভার আর কত কাল সহিবে মা জননি? যে পুত্রকে তুমি এত স্নেহ কর, সেই পুত্রই স্বহস্তে তোমার বুকে ছুরি—"

বলিতে বলিতে উত্তেজিত জবরদস্ত অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কটিবন্ধ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরি বাহির করিয়া জননীর বক্ষে সজোরে আঘাত করিল! "হা খোদা!"—বলিয়া তৎক্ষণাৎ খট্টার এক পার্শ্বে উপবিষ্টা জননী ভূতলে পতিতা হইল! সেই এক আঘাতেই করিমন্নেসার পাপদেহ হইতে তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল! পুনরায় সে ছুরি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। এবার কিন্তু নিজ বক্ষে সে ছুরি প্রবেশ করিয়া দিয়া জবরদস্তও কহিল—"হা—খোদা!"

সে পতনশব্দে একজন প্রহরী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিল—সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃসমীরণান্দোলিত গঙ্গাবক্ষে একখানি বজ্‌রা পালভরে তীরবেগে চলিয়াছে। দাঁড়ীগণ এ অবস্থায় সচরাচর বিশ্রামসুখানুভব করিয়া থাকে, কিন্তু এ বজ্‌রার দাঁড়ীগণ সে সুখে বঞ্চিত—বরং তাহারাও প্রাণপণে দাঁড় টানিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেছিল না। দেখিয়াই বোধ হয়—গন্তব্যস্থানে বজ্‌রাখানির শীঘ্রই পোঁছান আবশ্যক হইয়াছে। অনুকূল বাতাসে সে পক্ষে আশাতীত সুবিধা হইলেও—দাঁড়ীমাঝিরা সে সুবিধাকে যেন উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। বজ্‌রার মধ্যে মাত্র দুই জন লোক—একজন বৃদ্ধ ও অপর জন বালক। বৃদ্ধ অন্য কেহ নহেন—আমাদের বিশেষ পরিচিত—ফৌজদার নুর-উল্লা খাঁ। হুগলী দুর্গ বিদ্রোহীসৈন্যকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, ফৌজদার এই বালকের সাহায্যেই দুর্গস্থিত গুপ্তসুড়ঙ্গ পথে গোপনে পলায়ন করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করেন। সে প্রাণের ভয় এখনও যায় নাই, সেই কারণই বজ্‌রা এরূপ দ্রুত বেগে চলিয়াছে। উভয় আরোহীর মধ্যে কোনরূপ কথা-

বার্ত্তা চলিতেছিল না, তখন কেবল নিরাপদ স্থানে পৌঁছিবার দিকেই উভয়েরই একমাত্র লক্ষ্য ছিল; এবং দাঁড়ীমাঝিগণকে ক্রমাগত উৎসাহ দিয়া সে উদ্দেশ্য সাধনপক্ষে উভয়েই বিধিমতে চেষ্টা পাইতেছিলেন। ধৃত হইবার ভয় কতকটা দূর হইলে, ফৌজদার সেই বালককে কহিলেন—"তুমি সত্য বলিতেছ—করিমন্নেসা তাহার পুত্রহস্তে নিহত হইয়াছে?"

বালক ফৌজদারকে অভিবাদন করিয়া করযোড়ে কহিল—"হাঁ জাঁহাপনা, আমি স্বচক্ষে করিমন্নেসার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়াছি, আর স্বকর্ণে তাঁহার পুত্রহস্তে মৃত্যুর কথাও শুনিয়াছি।"

এই সময় হঠাৎ ফৌজদারের কি কথা মনে পড়িয়া গেল। ফৌজদার আগ্রহের সহিত কহিলেন—"আমি জবরদস্তকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকেই আনিতে পুনরায় তোমায় দুর্গের মধ্যে পাঠাইয়াছিলাম—তুমি তাহাকে আনিলে না কেন?"

বালক। আমি ত পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি জাঁহাপনা। তিনি অসাধারণ বিক্রমে শত্রু সৈন্যের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিয়া এখন যে রণক্ষেত্রে আহত ও বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন।

ফৌজদার। হাঁ হাঁ—সে কথা তুমি আমায় বলিয়াছিলে বটে। তোমার সঙ্গে কি তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল? যদি হইয়া থাকে, তবে আমার জবর কি অবস্থায় আছে—আমায় শীঘ্র বল।

বালক বিষম গোলে পড়িল। পিতার নিকট একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দিতে তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। কি

ভাবিয়া বালক সে সংবাদ গোপন করিয়া কহিল—"তাঁহার অবস্থা ভাল নয়।"

ফৌজদার শিহরিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার জবর প্রাণে বাঁচিয়া আছে ত?"

বালক পুনরায় বিষম সঙ্কটে পড়িল। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবে হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না, তাহার পর অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল—"আমি তাহাকে আহত শরীরে শত্রুহস্তে বন্দী অবস্থায় দেখিয়াছি, এখন প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কি না—তাহা কিরূপে বলিতে পারি? সকলই খোদার ইচ্ছা।"

ফৌজদার। খোদার ইচ্ছা! করিমন্নেসার এরূপ শোচনীয় মৃত্যুও কি সেই খোদার ইচ্ছা! যে জবরকে এক মুহূর্ত্তও সে চক্ষের অন্তরাল করিতে পারিত না—যে জবরের জন্যেই সে সংসারসুখ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গিনী হইয়াছিল, সেই জবরের হস্তেই তাহার মৃত্যু ঘটিল! এই কি তাহার পুত্র-স্নেহের পুরস্কার না পাপের উপযুক্ত দণ্ড? তোমায় অতি বুদ্ধিমান বালক বলিয়া বোধ হয়—তুমি আমার এ সওয়ালের জবাব দিতে পার?

বালক। জাঁহাপনা, আমি একজন সামান্য বালক—আমি এ প্রশ্নের উত্তর কিরূপে দিব?

ফৌজ। তুমি আকারে বালক বটে, কিন্তু সামান্য নও, বরং অসামান্য। তাহা না হইলে তুমি আমার জীবন এরূপ কৌশলে কিরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে? ভাল কথা—তোমার পরিচয় আমি কিছুই জানি না—এখন তোমার পরিচয় আমি জানিতে চাই—কে তুমি?

বালক। আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত একজন পথের ভিখারী মাত্র।

নুর-উল্লা সে কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন—"তুমি পথের ভিখারী? আচ্ছা, আর তোমার সে খেদ থাকিবে না—তুমি যে কাজ করিয়াছ, তাহার জন্যে আমি তোমায় এমন এনাম্ দিব যে আজীবন সুখে কাটাইতে পারিবে। কিন্তু তোমার পরিচয় আমায় গোপন করিও না। তোমার নাম কি?

বালক। আমার নাম—মোহন।

ফৌজ। তবে কি তুমি হিন্দু?

বালক। পূর্ব্বে মুসলমান ছিলাম—এখন হিন্দু হইয়াছি। সেই কারণ 'মোহন' আমার বর্ত্তমান নাম।

ফৌজ। কোন্ মুসলমান বংশে তোমার জন্ম হইয়াছিল?

বালক। মোগল বংশে।

ফৌজ। মোগল বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিতেছ, তবে ইস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলে কেন?

বালক। প্রাণের জ্বালায়।

ফৌজ। কি কারণ তোমার এত প্রাণের জ্বালা হইল যে, তুমি ইস্লাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাফের হিন্দুর ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে?

বালক তখন অতি বিনীত ভাবে করযোড়ে নিবেদন করিল —"জাঁহাপানা, সে অনেক কথা: অন্য এক সময় সে সকল কথা হুজুরে নিবেদন করিব। আর আমি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও হিন্দুরা আমায় গ্রহণ করেন নাই।

ফৌজদার কিছুক্ষণ বালকের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—"ভাল—সে কথা পরেই শুনব। কিন্তু এখন আমি জানিতে চাই—তুমি কি এনাম্ প্রার্থনা কর?"

বালক অম্লানবদনে কহিল—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—জাঁহাপনার নিকট কোন এনাম্ প্রার্থনা করি না।"

ফৌজদার বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি তুমি মোগল সম্রাটের ফৌজদারের জীবন রক্ষা করিয়াছ—এ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার ফৌজদারও তোমায় দিতে প্রস্তুত। আর তুমিও আপনাকে একজন আশ্রয়হীন ভিখারী বালক বলিয়া এইমাত্র পরিচয় দিলে, অথচ আমার উপযাচিত পুরস্কার গ্রহণে সম্মত নও—এ তোমার কি রকম কথা? আমার অধীনস্থ সহস্র সহস্র মোগলসৈন্য—যে কার্য্যে সাহস করে নাই, তুমি ক্ষুদ্র বালক হইয়া সেই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইয়াছ। তোমার মতন মোগলহিতৈষী আর কে আছে?

বালক। জাঁহাপনা, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি মোগলহিতৈষী নই, বরং মোগলের পরম শত্রু। যে মুহূর্ত্ত হইতে আমি মোগলগৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমি ভয়ঙ্কর মোগলদ্বেষী। মোগলের সর্ব্বনাশসাধনই আমি আমার জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়াছি। আবার বলি—জাঁহাপনা, আমি মোগলের হিতৈষী নই—পরম শত্রু।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে স্তম্ভিতভাবে বালকের মুখপানে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ফৌজদার কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন—"তোমার কার্য্য দেখিয়া আমারত সে কথা আদৌ মনে হয় না। কেন তুমি তবে

নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া মোগল ফৌজদারের জীবন রক্ষা করিলে? ক্ষুদ্র বালক হইয়া কিসের জন্য তুমি এত সাহস ও বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিলে?"

বালক অবনতমস্তকে, করযোড়ে কহিল—"জাঁহাপনা, আমি মোগলহিতৈষী হইয়া এ কার্য্য করি নাই—আমি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই কার্য্য করিয়াছি।"

ফৌজদার অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"তোমার স্বার্থসিদ্ধি! কি তোমার স্বার্থ?"

বালক বিনীতভাবে উত্তর করিল—"জাঁহাপনা, আপনাকে মির্জা নগরে নিরাপদে পৌছিয়া দিয়া পরে সে সকল কথা হুজুরে নিবেদন করিব। এখন একটি কথা হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

নূর। কি কথা—আলবৎ জিজ্ঞাসা করিতে পার।

বালক। আপনার বেগমের এরূপ শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদেও আপনাকে কিছুমাত্র দুঃখিত না দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছি। জাঁহাপনা, গোলামের কসুর মাপ করিবেন—আমার মনে হয়, হুজুর বেগমসাহেবাকে কিছুমাত্র ভালবাসেন না।

নূর। তোমার অনুমান ঠিক—আমি করিমকে কখনই ভালবাসি নাই—কেবল ভয় করিতাম। কারণ, সে ভালবাসার জিনিষ নয়—সে ভয় করিবার জিনিষ। ভালবাসার জিনিষ আমার আর এক জন ছিল। সেই পিশাচীর ভয়ে আমি কিন্তু তাহাকেও ভালবাসিতে পারি নাই—আমার সে ভালবাসিতেও হয় নাই।

বালক। এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"কে সে জাঁহাপনা?"

নুর। সে আমার প্রথমা স্ত্রী। সে কথা বলিতে এখন আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। তাহার কোন কসুর ছিল না—সে সতী। সেই পিশাচীর পাপচক্রে পড়িয়া আমি তাহার সেই নির্ম্মলচরিত্রে মিথ্যা অপবাদ দিয়াছি। আমি সেই নিরাপরাধা সতীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছি। কি মায়া—কি কুহক তখন বুঝিতে পারিলাম না—এক দিনসেই পিশাচী আমার মুন্নার গৃহে একজন অপর পুরুষকে আমায় দেখাইল—আমি স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া আর কোন অনুসন্ধান করিলাম না। পরে জানিলাম—সে অন্য কেহ নহে—মুন্নার সহোদর ভাই—মহম্মদ খাঁ।

বালক তখন আগ্রহের সহিত কহিল—"জাঁহাপনা ক্ষমা করিবেন—আপনার কথায় আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে—আপনি এ কথা জানিতে পারিলেন কিরূপে?"

নুর। মুন্নার গৃহে আমি একখানি পত্র কুড়াইয়া পাই—সেই পত্র মহম্মদ খাঁর স্বহস্তে লিখিত। কোন কারণে মহম্মদের হঠাৎ কিছু টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল;সেই জন্য সে সেই পত্রের দ্বারায় গোপনে রাত্রিকালে তাহার বহিনের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থী হয়। সাক্ষাতের যে দিনও সময় নির্দ্ধারিত ছিল, আমি সেই দিন—সেই সময়ই মুন্নার গৃহে তাহাকে দেখিয়াছিলাম; সুতরাং সেই পুরুষ অন্য কেহ নহে—মুন্নারই সহোদর ভাই—মহম্মদ খাঁ।

বালক। আপনি আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া সে কথা প্রচার করিয়াছিলেন কি?

হুর। না—আমি সে কথা প্রচার করি নাই। কখন মুন্নার যদি সাক্ষাৎ পাই, তবে সে কথা প্রচার করিব—মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

বালক। মুন্নার কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি?

হুর। না—বিশেষ কোন অনুসন্ধান করি নাই। আমার নিজের মনে বড়ই আত্মগ্লানি হইয়াছিল। আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সেই মায়াবিনী পিশাচীকে আমি বড়ই ভয় করিতাম, তাহার ভয়ে আমি কিছুই করি নাই। তবে এই ঘটনা হইতে আমি তাহাকে বিলক্ষণ চিনিয়াছিলাম। ভয়ে ও ঘৃণায় আমি তাহার কোন কার্য্যে বাধা দিতাম না—সে যাহা মনে করিত, তাহাই করিত। এ দিকে আমিও যাহা মনে করিতাম, তাহাই করিতাম। যখন প্রাণের ভিতর বড়ই অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইত, সে যন্ত্রণার লাঘবের জন্য আমি সরাপ ও মেয়েমানুষ লইয়া আমোদে উন্মত্ত থাকিতাম।

বালক। জাঁহাপনা, এ ক্ষুদ্রবুদ্ধি বালকের কসুর যদি মাপ হয়—তবে একটি কথা বলিতে সাহস পাই।

হুর। কি কথা বল—তোমার কথায় আমার ক্রোধ হয় না—বরং তোমার কথা শুনিতে আমি বড়ই ভালবাসি—তোমার কথা শুনিলে আমার সেই মুন্নার কথা মনে পড়ে।

বালক। এখন আপনার বয়স হইয়াছে, যৌবনের উন্মত্ততা এখন আর নাই। এ বয়সে কি কোরাণসরিফের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ—

বালক আরো কি বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু ফৌজদারই বালকের সে কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—"আর বলিতে হইবে না—তোমার কথা বুঝিয়াছি—কিন্তু তুমি আমার প্রাণের জ্বালা জানান—কেবল প্রাণেরই জ্বালায় আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। এক নিরপরাধা সাধ্বী স্ত্রীকে অসতী অপবাদ দিয়া আমি তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি। আর সেই পিশাচীর ভয়ে আমি আমার পুরুষত্বও হারাই য়াছি। আমি যে কি অধঃপাতে যাইতেছি—তাহা কি আমি জানি না?

বালক। জাঁহাপনা, অবস্থা বিশেষে মানুষের এমন অধঃ-পতন হয়। কিন্তু একবার অধঃপতন হইলে আর তাহার কি উদ্ধার নাই?

নুর। উদ্ধার আছে। যদি আমি পুনরায় কখন মুন্নাকে পাই, তবে আমারও উদ্ধার হইবে—নচেৎ এ জন্মে আর আমার নিস্তার নাই।

"একটু অপেক্ষা করুন, আমি একবার বাহির হইতে আসিতেছি।"—এই কথা বলিয়া বালক বিদ্যুৎবেগে বজরার সে কক্ষ হইতে কোথায় পলায়ন করিল। বালকের এরূপ অকস্মাৎ পলায়নে ফৌজদার কিছুক্ষণ একবারে বিস্মিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন— "এ বালক কে! ইহার মুখাবয়ব ও কণ্ঠস্বর মুন্নার মতন নয়? ইহাকে দেখিলে আমার কেবল মুন্নার কথা মনে পড়ে কেন? কিছুইত বুঝিতে পারিতেছি না।"

এমন সময় স্বয়ং মুন্না বিবি কায়দাদুরস্তমত কুর্ণিশ করিতে

করিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া করযোড়ে ফৌজদারের সম্মুখে নতজানু হইল। ফৌজদার প্রথমে একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাহার পর আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"মুন্না! তুমি আমার মুন্না বিবি—আমারই মুন্না বিবি—তুমিই বালকবেশে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছ?"

বলিতে বলিতে নুর-উল্লা প্রাণের আবেগে মুন্নাকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার বক্ষে ধারণ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"এ কি স্বপ্ন না—সত্য? আমার যে এ কথা কেমন বিশ্বাস হয় না। আমার কথার উত্তর দিয়া আমার এ সংশয় দূর কর মুন্না।"

তখন আনন্দাশ্রু মুছিয়া মুন্না কহিল—"আমিই তোমার সেই হতভাগিনী মুন্না।"

আহ্লাদে অধীর হইয়া ফৌজদার কহিল—"মুন্না—মুন্না—তবে একি স্বপ্ন নয়—সত্য? আমি যে এখন জগৎসংসার সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা কোথায়—আমায় মনে করিয়া দাও।"

পুনরায় নয়নাশ্রু মুছিয়া মুন্না উত্তর করিল—"আমরা এখন বেহেস্তে।"

—:০:—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ হউক আর না হউক, হুগলী দুর্গ অধিকার করিয়া শোভা সিংহ এখন অধিকতর দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলের লুটপাটের ধূম পড়িয়া গেল। তখন স্থানীয় সওদাগরগণ ও প্রজাসাধারণ বিশেষ শঙ্কিত হইয়া অনেকেই ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য দোকানপাট ও বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে গ্রামে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। শোভা সিংহ সে সময় একবারে জয়োল্লাসে স্ফীত, সুতরাং সে সকল অত্যাচার প্রতিকারের দিকে তাঁহার কোন লক্ষ্যই ছিল না। শোভা সিংহ তখন কেবল মানকুমারীলাভ লালসায় একবারে অধীর—বঙ্গবিজেতাপদগৌরব অপেক্ষা মানকুমারীলাভ তাঁহার নিকট অধিকতর স্পৃহনীয় ছিল। অন্য দিকে তাঁহার আর মন ছিল না। কেবল মানকুমারীকে কিরূপে লাভ করিবেন, দিবারাত্রি সেই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন।

তাঁহার এইরূপ মানসিক পরিবর্ত্তনে রহিম খাঁ ক্রমে বড়ই বিরক্ত হইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা বলিতে কিন্তু তাঁহার সাহসে কুলাইতনা। যখন এইরূপে শোভা সিংহ ক্রমে ক্রমে অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল মনে মনে মানকুমারীলাভরূপ সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যখন মানকুমারীই শোভা সিংহের একমাত্র আরাধ্যা দেবী হইয়া উঠিল, তখন একদিন রহিম খাঁ হিম্মৎ সিংহকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন—"হিম্মৎ, আমি আপনার দাদার ব্যবহারে বড়ই ভাবিত হইয়াছি। বীরের হৃদয়ে যে এরূপ প্রণয় ও ভালবাসার স্থান হইতে পারে, এ ধারণা আমার পূর্ব্বে ছিল না। আমার বিশ্বাস—এ সকল কোমল প্রবৃত্তি বীরহৃদয়ের সম্পূর্ণই অযোগ্য। এ সম্বন্ধে আমার কোন কথা বলা ভাল দেখায় না—আপনি তাঁহাকে উচিত কথা বলুন।"

হিম্মৎ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"আপনার এ কি কথা খাঁ সাহেব? দাদাকে কি আমি কোন কথা বলিতে পারি? আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। তিনি যাহা আজ্ঞা করিবেন—ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, বিচার না করিয়া আমি সেই আজ্ঞা পালন করিব মাত্র। দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কি কোন কথা বলিতে পারি খাঁ সাহেব?"

রহিম খাঁও আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"সে কি! তিনি অন্যায় করিলেও তাঁহাকে কোন কথা আপনি বলিবেন না?"

হিম্মৎ। তিনি আমার পক্ষে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ, সুতরাং তিনি ত অন্যায় কাজ করিতেই পারেন না। আমার বিশ্বাস—তাঁহার দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য হওয়া কখন সম্ভবপর নহে।

রহিম। আশ্চর্য্য ভ্রাতৃভক্তি! তিনি যে বর্দ্ধমান রাজকুমারীর জন্য একবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন—আপনি কি সে দিকে আদৌ লক্ষ্য করেন নাই?

হিম্মৎ। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর, সুতরাং সে দিকে লক্ষ্য করিবার আমার অধিকার কি?

রহিম। আশ্চর্য্য! জ্যেষ্ঠের ইষ্টানিষ্টের দিকেও কি কনিষ্ঠ কোন লক্ষ্য রাখিবেন না? তিনি একটা রমণীর প্রণয়ে পড়িয়া জীবনের উদ্দেশ্যসাধনে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছেন—সে দোষ তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার অধিকারও কি কনিষ্ঠের নাই?

হিম্মৎ। আমি ত তাঁহার কোন দোষই দেখিতে পাই না খাঁ সাহেব। আমি তাঁহাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত সর্ব্বদোষবর্জ্জিত দেবতাস্বরূপ দেখি। আমার দাদার মতন দাদা যে পৃথিবীতে আর নাই খাঁ সাহেব।

রহিম। এখন হইতে তাঁহাকে সাবধান না করিলে, ক্রমে যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহাতে আপনার এ অগাধ ভ্রাতৃস্নেহও বিচলিত হইবে। যেরূপ গতিক দেখিতেছি—তাহাতে আজ যাহাকে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মনে করিতেছেন, কাল তাঁহাকেই সর্ব্বদোষের আকর মনে করিতে বাধ্য হইবেন।

হিম্মৎ। তেমন নীচ মন আমার নয় খাঁ সাহেব। এই চক্ষে যে দিন তাঁহার দোষ দেখিব, সেই দিন স্বহস্তে সে চক্ষু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দিব।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়, একজন দূত আসিয়া সংবাদ দিল—ওলন্দাজদিগের দুই খানি রণতরী নদীবক্ষে দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ পাইয়া

মাত্র, তাঁহাদের সে কথাবার্ত্তা তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। রহিম খাঁ ও হিম্মৎ সিংহ তাড়াতাড়ি দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া জাহাজ দুইখানির গতিবিধি বিশেষ মনোযোগের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ওলন্দাজেরা যে তাঁহাদের অধীনস্থ দুর্গ হঠাৎ আক্রমণ করিতে আসিবে, সে কথা তাঁহাদের মনে সে সময় আদৌ উদয় হয় নাই, সুতরাং সে জাহাজের গতিরোধের কোন উপায় অবলম্বন করা—তাঁহারা তখনও আবশ্যক মনে করিলেন না।

এ দিকে জাহাজ দুই খানি ক্রমেই দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যখন এত নিকট হইল যে জাহাজ হইতে কামান ও বন্দুকের নিক্ষিপ্ত গোলাগুলি দুর্গমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারে, সেই সময় দুই খানি জাহাজ হইতেই কামান দাগা ও বন্দুক চালান আরম্ভ হইল। সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া রহিম খাঁ ও হিম্মৎ সিংহ প্রথমে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর রহিম খাঁ কহিলেন—"হিম্মৎ, আমাদের সৈন্যগণকে শীঘ্র যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কর। আর আমাদের কামানগুলি নদীর দিকে আনিয়া দাগিতে থাক। যাহাতে ঐ জাহাজ দুইখানি জলমগ্ন হয়, সাধ্যমতে সে চেষ্টা কর। আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র চল। এ স্থানে থাকাও আর আমাদের নিরাপদ নহে।"

বলিতে বলিতে তাঁহারা উভয়ে দ্রুতগতিতে সেই দুর্গপ্রাচীর হইতে অবতরণ করিয়া সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইবার সঙ্কেত করিলেন। আর তাঁহাদের আজ্ঞামত কামান গুলিও নদীতীরস্থ দুর্গপ্রাচীরে স্থাপিত হইল, এবং তাহাদের কার্য্যও রীতিমত চলিতে লাগিল। কিন্তু সে কামানের নিক্ষিপ্ত গোলা

দূরস্থিত জাহাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিল না, কিয়ৎদূর গিয়া তাহা গঙ্গা-গর্ভে পতিত হইতে লাগিল। হিম্মৎ সিংহ সে কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তিনি দেখিলেন—তাঁহাদের কামান ও বন্দুক অপেক্ষা ওলন্দাজদিগের কামান ও বন্দুক অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা নদীর যে স্থান হইতে ক্ষীপ্রতার সহিত গোলা বর্ষণ করিতেছিল, বিদ্রোহীদিগের গোলার সেরূপ ক্ষিপ্রতাও ছিল না, এবং সে গোলা দ্বারা ওলন্দাজদিগের জাহাজের কোনরূপ ক্ষতিও হইল না। এরূপ অবস্থায় দুর্গের মধ্যে হইলেও বিদ্রোহী-সৈন্যের সে স্থলে থাকা বড়ই বিপজ্জনক হইল। রহিম খাঁ ও হিম্মৎ সিংহ তখন শোভা সিংহের সহিত একটা পরামর্শ করা বিশেষ আবশ্যক মনে করিলেন। দুর্গ এই ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় শোভা সিংহ একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দুর্গ অধিকার করিয়া মনে মনে যে সুখস্বপ্নের কল্পনা করিতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার যে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। এ অবস্থায় কি করিবেন—কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনিও রহিম ও হিম্মতের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময় উভয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। শোভা সিংহ আগ্রহের সহিত তাড়াতাড়ি কহিলেন—"রহিম নদীর দিক হইতে আমাদের কেল্লা কে এইরূপ হঠাৎ আক্রমণ করিল?"

রহিম খাঁ উত্তর করিলেন—"ওলন্দাজদিগের দুইখানি জাহাজ আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে।"

শোভা। ওলন্দাজদিগের সহিত ত আমাদের কোন বিবাদ নাই। আমরাও তাহাদের এপর্য্যন্ত কোন অনিষ্ট করি নাই—তবে তাহাদের এ আক্রমণের কারণ কি?

রহি। বোধ হয়, মোগলেরা তাহাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে।

শোভা। দুইখানি জাহাজমাত্র? আমাদের কামানের গোলার কি সেই দুইখানি জাহাজকে জলমগ্ন করিবার ক্ষমতা নাই?

রহিম। আমাদের গোলা অতদূর পৌঁছায় না।

শোভা। তবে বর্ষার বারিধারার ন্যায় তাহাদের গোলা আসিয়া আমাদের কেল্লাকে একবারে ছাইয়া ফেলিতেছে কিরূপে?

রহিম। আমাদের কামান ও বন্দুক অপেক্ষা তাহাদের কামান ও বন্দুক উৎকৃষ্ট বলিয়া।

শোভা সিংহ কিছুক্ষণ স্থির হইয়া কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর কহিলেন—"এখন কি করা কর্ত্তব্য?"

রহিম খাঁ উত্তর করিলেন—"তাহারা পানিতে আর আমরা ডাঙ্গায়। আমাদের রণতরী নাই—তাহাদের রণতরী আছে। আর আমাদের ডাঙ্গা হইতে নিক্ষিপ্ত গোলা যখন তাহাদের জাহাজে গিয়া পৌঁছিতেছে না, তখন বৃথা এ সকল গোলাগুলি ও বারুদ নষ্ট এবং সৈন্যক্ষয়ে লাভ কি? এ কেল্লা আমাদের পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।"

শোভা সিংহ তখন একবার হিম্মৎ সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমার কি মত ভাই?"

হিম্মৎ উত্তর করিলেন—"আপনার মতেই আমার মত দাদা।"

তখন শোভা সিংহ কহিলেন—"তবে আর বিলম্বে কাজ

নাই। আমাদের গোলন্দাজেরা যেমন কামান দাগিতেছে, তেমনই দাগিতে থাকুক; তাহাতে যে গোলাবারুদ নষ্ট হয় হউক, আমরা পশ্চিমের ফটক দিয়া সমস্ত সৈন্য ও দ্রব্যাদি লইয়া ধীরে ধীরে পলায়ন করি চল। আমরা যে কেল্লা পরিত্যাগ করিয়া পলাইতেছি, সে কথা বিপক্ষকে আদৌ জানিতে দেওয়া হইবে না।”

তখন সেই পরামর্শমতই কার্য্য চলিতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহীসৈন্যের দুর্গপরিত্যাগের সংবাদ অধিকক্ষণ গোপন রহিল না। রঘুরাম সে সংবাদ লইয়া গিয়া জগৎরাম ও সুবোধরামকে জানাইল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মোগলেরা ওলন্দাজদিগের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া জগৎরাম ও সুবোধরামকেই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্রোহীসৈন্য হস্তে মোগলসৈন্যের পরাজয় ও হুগলীদুর্গ অধিকার সংবাদ পাইয়া জলপথেই সেই দুর্গ আক্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আর অনুগত ভৃত্য রঘুরাম যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার দ্বারাই স্থলপথে আক্রমণেরও বন্দোবস্ত ছিল। এখন বিদ্রোহীসৈন্যের পলায়নের সংবাদ পাইয়া উভয়ে সেই পলাতক বিদ্রোহীসৈন্য আক্রমণে স্থিরসংকল্প হইলেন। রঘুরাম যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা এক সহস্র মাত্র; সুতরাং এই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া প্রবল-পরাক্রমশালী বিদ্রোহীসৈন্যকে আক্রমণ করা যুক্তিসিদ্ধ কি না—সে বিষয়ের কোনরূপ বিচার করিলেন না। প্রতিহিংসাবহ্নি জগৎরামের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি তখন একবারে অধীর,

সুতরাং এরূপ স্থলে সে বিচার তাঁহার মনে আদৌ স্থান পায় নাই।

জগৎরাম সসৈন্যে যখন পশ্চিম ফটকে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন শোভা সিংহ অধিকাংশ সৈন্য লইয়া দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অবশিষ্ট সৈন্য যাহা ছিল, তাহারা তখন পলায়নের উদ্দেশে ব্যস্ত—এমন সময় জগৎরাম সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সে অবশিষ্ট বিদ্রোহীসৈন্য একবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের অধিকাংশই তখন জগৎরামের সৈন্যহস্তে নিহত হইল। কতকগুলিকে জগৎরাম বন্দীও করিলেন। শত্রুগণের অনেক রসদ ও যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি জগৎরামের হস্তগত হইল। কিন্তু সে যুদ্ধে জয় হইলেও, জগৎরাম ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। শোভা সিংহকে দুর্গমধ্যে না পাওয়ায়, তাঁহার যেন সমস্ত পরিশ্রমই বৃথা হইল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। শোভা সিংহের উপযুক্ত শাস্তি না হওয়ায়, তাঁহার ক্ষোভের আর সীমা ছিল না। ক্ষোভে ও মনোকষ্টে তিনি সুবোধরামকে কহিলেন—"ভাই সুবোধ, শোভা সিংহ পলায়ন করিয়াছে—এ দুর্গে তাহার ত কোন অনুসন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না, সুতরাং আমার মনের খেদ মনেই রহিয়া গেল। একবার সম্মুখ যুদ্ধে তাহাকে না পাইলে, আমার এ মনের খেদ কিছুতেই যাইবে না। এখন কি করা কর্ত্তব্য ?"

সুবোধরাম উত্তর করিলেন—"শোভা সিংহ তাহার অধিকৃত দুর্গ যে এত শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে—এ কথা আমাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই। এখন বুঝিলাম—যেমন

আমাদের ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ, শোভা সিংহও সেইরূপ যোদ্ধা ও সাহসী। ভাই, তোমার এ ক্ষোভ অধিক দিন থাকিবে না। শীঘ্রই আমরা শোভা সিংহের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পাইব।"

জগৎরাম কহিলেন—"এখন কি করা কর্ত্তব্য? শোভা সিংহ এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই, আমরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, নিশ্চয়ই তাহার সাক্ষাৎ পাইতে পারি।"

সুবোধ। কিন্তু আমি তাহা যুক্তিসিদ্ধ মনে করি না। আমার মতে—যখন এই দুর্গ আমরা এখন অধিকার করিয়াছি, তখন এখন ইহা প্রথমে দখল করাই উচিত। আমাদের মতন এই অল্পসংখ্যক অশিক্ষিত সৈন্য লইয়া এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নহে। আমাদের সৈন্যের সহিত যদি ওলন্দাজ ও মোগল সৈন্য মিলিত হয়, তবে আমাদের উদ্দেশ্য অতি সহজেই সাধন হইতে পারে। আর আমরা মোগলের এই দুর্গ যে বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে পুনরায় অধিকার করিলাম, তাহার রক্ষারও একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

জগৎরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"আমি তোমার প্রস্তাবই অনুমোদন করিলাম। এখন প্রথমে ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে—তাহা এখনই স্থির করা কর্ত্তব্য, আর মোগলসৈন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া তোমার পিতার নিকট সেই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া আজকেই লোক রহনা করা উচিত। নুর উল্লার বাজারে আমার

মনে বড়ই ঘৃণার উদয় হইয়াছে, তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমার আর প্রবৃত্তি হইতেছে না।”

তখন সেই কথা অনুসারেই কার্য্য হইতে লাগিল। এদিকে শোভা সিংহ সদলবলে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইয়া পুনরায় শিবির স্থাপন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ত্রিবেণীর বাঁধা ঘাটে আজ কয়েকদিন ধরিয়া এক যোগীবর ধ্যানে মগ্ন। শত শত গঙ্গাস্নান-যাত্রী সে প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছে—কেহ বা অবস্থানুযায়ী পয়সা ও টাকা দিয়া সে ভক্তির পরিচয়ও দিতেছে, আবার কেহ বা বহুযত্নে সংগৃহীত নানারূপ সুখাদ্যদ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া করযোড়ে ও গললগ্নবাসে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু যোগীবরের সে দিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। তিনি ধ্যানস্তিমিতলোচনে 'নির্ব্বাত প্রদেশের নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়' ধীর ও স্থিরভাবে বসিয়া আছেন। দু লোকে সুযোগ পাইলেই সে টাকা-পয়সা চুরি করিয়া লইয় যাইতেছে। কেহ খাদ্যদ্রব্য আত্মসাৎ করিতেছে—কিন্ত যোগীবরের সে দিকে কিছু মাত্রই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। প্রতি দিন স্নানের সময় সেইখানে ভয়ঙ্কর জনতা হইত। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু তিনি কাহার সহিত কো কথা কহিতেন না, কাহারও প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিতে না—কেবল ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। কেহ তাঁহাকে যে স্না

হইতে কখন উঠিতে দেখে নাই—এমন কি শৌচপ্রস্রাব বা স্নানাহারের জন্যও নহে।

একদিন বৈকালে এক সন্ন্যাসী আসিয়া সেই যোগীবরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। তখন সে স্থলে আর কেহ ছিল না। সন্ন্যাসী উপবিষ্ট হইবা মাত্র অকস্মাৎ যোগীবরের ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া কহিলেন—"শঙ্কর, তোমার সংবাদ কি বৎস্য ?"

সন্ন্যাসী অপর কেহ নহেন, আমাদের পরিচিত শঙ্কররাম-স্বামী, আর যোগীবরও অপরিচিত নহেন। ইনিও আমাদের পূর্ব্বপরিচিত সংসারত্যাগী মহাপুরুষ—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। শঙ্কররাম উত্তর করিলেন—"আমার সংবাদত আপনি সমস্তই জ্ঞাত আছেন। তবে আবার এ প্রশ্ন কেন প্রভু ?"

যোগী। এখন কি মনে করিয়া আবার আমার নিকট আসিয়াছ শঙ্কররাম ?

শঙ্কর। সে কথাও কি প্রভুর অবিদিত থাকিতে পারে ?

যোগী। আমি ত তোমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছি—তোমার চেষ্টা বৃথা হইবে—হিন্দুরাজ্য স্থাপনের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।

শঙ্কর। তবে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার আর কি উপায় হইতে পারে প্রভু? যবনের অত্যাচার যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি দেখিতেছি—তাহাতে যে আমাদের সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

যোগী। তোমার সে ভয়ের কোন কারণ নাই বৎস্য ; হিন্দু-

ধর্ম্ম কখন লোপ হইবার নহে। এখন যবনেরা যখন হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতেছে, তখন এই অত্যাচারে যবনরাজ্যের শীঘ্রই লোপ হইবে; কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের কণামাত্রও ক্ষতি হইবে না। আর এখন কেবল যবনের অত্যাচার, নহে, হিন্দুর অত্যাচারেও হিন্দুরা এখন সর্ব্বদাই শঙ্কিত রহিয়াছে। আমি গোজা সিংহের অত্যাচারের কথাই বলিতেছি। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কেবল অপাত্রে গুরুতর ভার ন্যস্ত করিয়া তুমিই এই নূতন অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়াছ।

শঙ্কর। আমি মনে মনে তাহা এখন বুঝিতেও পারিয়াছি। আর সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইয়াছি। আপনি যাহা ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, এখন কার্য্যেও তাহাই ঘটিবে দেখিতেছি। এ মোগলরাজ্য অচিরেই ধ্বংশ হইয়া যাইবে, আর মোগলের স্থলে শেষে এ রাজ্য বণিক ফিরিঙ্গীরাই কৌশলে হস্তগত করিবে। কিন্তু আমার এক জিজ্ঞাস্য আছে—এ ফিরিঙ্গীর রাজ্য কত কাল থাকিবে?

যোগী। যতকাল ন্যায়, ধর্ম্ম ও সুবিচার তাহাদের রাজ্যের ভিত্তি থাকিবে—যতকাল ফিরিঙ্গীরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল প্রজাকে সমান চক্ষে দেখিবে—যতকাল ফিরিঙ্গীরা কেবল প্রজার হিতার্থে রাজ্যশাসন করিবে—আর যতকাল হিন্দুরা স্বধর্ম্মালোচনায় পরাঙ্মুখ থাকিবে॥

শঙ্কর। বুঝিয়াছি। এখন এই গোজা সিংহের অত্যাচার কিরূপে নিবারণ হয় আজ্ঞা করুন।

যোগী। সেত একটা বহ্নিপতনোন্মুখ ক্ষুদ্র পতঙ্গমাত্র— অচিরেই অগ্নিতে পুড়িয়া মরিবে। তুমি তাহাকে মানুষ মনে

করিয়াই যত গোল করিয়াছ। তাহার পরিণাম—বড়ই ভয়ঙ্কর দেখিতেছি।

শঙ্কর। আর বৰ্দ্ধমানরাজকুমারী মানকুমারীর জন্যও আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছি। আমার উপদেশেই সে বঙ্গবিজেতাকে পতিত্বে বরণ করিবে—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এখন সেই বঙ্গদেশ যদি ফিরিঙ্গীর হয়, তবে তাহার দশা কি হইবে? সে এখন পিতৃমাতৃহীনা নিরাশ্রয়া বালিকা। যে পাগলিনী বৈষ্ণবী তাহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া তাহাকে অতি যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল, সে বৈষ্ণবীও এখন তাহার নিকটে নাই। সেই রাজকুমারীরই অনুরোধে তাহার ভ্রাতা জগৎরামের অনুসন্ধানে বৈষ্ণবী এই অঞ্চলেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—এই মাত্র তাহাকে দেখিয়া আসিলাম।

এইবার সেই স্থির ও ধীর যোগীবর হঠাৎ ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিলেন—"সে পাগলিনী বৈষ্ণবী কে?"

শঙ্কর। শুনিয়াছি—সে কোন মহাপুরুষের স্ত্রী। তাহার স্বামী সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করায়, সে অপ্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তাহার মনে মনে বিশ্বাস—সে রাই উন্মাদিনী। তাহার ব্রজবন্ধু মথুরার রাজা হইয়া তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।

স্বামীজীর এই কথায় যোগীবরের চক্ষুদ্বয় ধীরে ধীরে নিমিলিত হইল। দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। শঙ্কররাম নির্ব্বাক ও স্তম্ভিত হইয়া একদৃষ্টে পুনরায় সেই প্রশান্ত ও গম্ভীর মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যোগীবরের সে ধ্যান পুনরায় ভঙ্গ হইল। তিনি

সহাস্যবদনে কহিলেন—"সে পাগলিনী বৈষ্ণবী অন্য কেহ নহে—আমারই সহধর্ম্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়া। এ অঞ্চলে তুমি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছ বৎস্য ?

শঙ্কর। হুগলীর সন্নিকট গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি।

যোগী। কি অবস্থায় দেখিয়াছ ?

শঙ্কর। পূর্ব্বের ন্যায় ততদূর উন্মাদগ্রস্ত এখন আর নয়। এখন পরোপকারই তাঁহার জীবনের এক মাত্র ব্রত দেখিলাম। মানকুমারীর উপকারের জন্যই জগৎরামের অনুসন্ধানে তাঁহার এ অঞ্চলে আগমন। সে কার্য্যে কৃতকার্য্য না হইলেও পরোপকারে কিন্তু তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও পরাঙ্মুখ দেখিলাম না। আত্মীয়-পর জ্ঞান নাই—উচ্চ কি নীচবংশ ভেদ নাই—পীড়িত দেখিলেই তাহার সেবা করেন—মলমূত্র পর্য্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিয়া থাকেন—ভিক্ষালব্ধ আহারীয় সামগ্রী নিজে না আহার করিয়া দীনদরিদ্রকে দান করেন। এখন তাঁহার মনের বিশ্বাস এই—এইরূপ করিলেই পুনরায় ব্রজেশ্বরের সহিত তাঁহার মিলন হইবে। কি আশ্চর্য্য! তবে ত আপনার সহধর্ম্মিনী আপনার জন্যেই পাগলিনী। অনুমতি করেন ত এখনই তাঁহাকে এইখানে আনিতে পারি।

যোগী। আনিতে হইবে না—সে আপনিই আসিবে। ঐ শোন।

শঙ্কররাম সবিস্ময়ে শুনিলেন—কে মধুর কণ্ঠে গান ধরিয়াছে—"কোথা ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠবিহারী।"

সে সুললিত কণ্ঠস্বরে যেন চারিদিকে আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত হইতে লাগিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে পাখি-

জাতস্পন্দনে যেন চতুর্দ্দিক ভরিয়া গেল। সান্ধ্য সমীরণ হিল্লোলে গঙ্গাবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা সেই সঙ্গীতের তালে তালে যেন নৃত্য করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে ধীরে গান গাহিতে গাহিতে এক স্ত্রীলোক সেইখানে উপস্থিত হইল। শঙ্কর সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—সেই বৈষ্ণবী! বৈষ্ণবী তথায় আসিয়া একবার যোগীবরের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ তাহার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল! কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হওয়ায় সঙ্গীত বন্ধ হইয়া গেল। "এই যে আমার ব্রজেশ্বর—এই যে আমার বৈকুণ্ঠেশ্বর"—বলিতে বলিতে বৈষ্ণবী সেই যোগীবরের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া গেল। যোগীবরের শ্রীচরণে বৈষ্ণবীর মস্তক স্পর্শ করিল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! বৈষ্ণবীর আর কোন সাড়াশব্দ নাই যে! শঙ্কররাম তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিলেন—ত্রিবেণী তীরে পতিচরণতলে সতীলক্ষ্মী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন! সন্ন্যাসী শঙ্কররামের দুই চক্ষু হইতে নয়নাশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল; কিন্তু যোগীবরের সমুজ্জল নয়নপ্রান্তে বিন্দুমাত্রও অশ্রু ছিল না!"

—০৹০—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"কে বলে তুমি কদাকার—কে বলে তুমি বৃদ্ধ?" বলিতে বলিতে মুন্না নূর উল্লার দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভ্রূভঙ্গ করিল। নূর-উল্লা স্মিতমুখে কহিলেন—"অন্যে বলে—বলুক মুন্না, তাহাতে আমার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু তুমি আমায় কি চক্ষে দেখ—আমি কেবল তাহাই জানিতে চাই।"

মুন্না উত্তর করিল—"পূর্ব্বে আমার মনের এ ভাব ছিল না বটে, কিন্তু এখন তোমার মতন সুন্দর—তোমার মতন সুপুরুষ—আমি এ দুনিয়ায় আর কাহাকেও দেখি না।"

নূর-উল্লা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন—"বিবিজান তুমি আমায় নবজীবন দিয়াছ। এ জীবনে আমি কখন কাহারও ভালবাসা পাই নাই। ভালবাসার আস্বাদ আমার নসিবে কখন ঘটে নাই। অধিক কি বলিব—তোমার ভালবাসার আস্বাদন পাইয়া আমি যেন আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। সত্য বল মুন্না—আবার বল মুন্না, তোমার চক্ষে কি আমি এত সুন্দর?"

মুন্না অনিমিষনয়নে কিছুক্ষণ নুর-উন্নার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল "আমি সত্যই বলিতেছি নবাব সাহেব। কেন এমন হইল জানি না—কিন্তু আমি এখন তোমায় বড়ই সুন্দর দেখি।"

নুর। এ বড় তাজ্জব ব্যাপার বিবিজান—এ বড়ই তাজ্জব ব্যাপার। পূর্ব্বাপেক্ষা এখনত আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমি ত এখন দেখিতেও কদাকার—অন্ততঃ এইরূপ হওয়াইত সম্ভব। কিন্তু তোমার চক্ষে এখন আমি সুন্দর হইলাম কিরূপে?

মুন্না। খন আমি যে তোমায় ভালবাসার চক্ষে দেখি নবাব সাহেব। পূর্ব্বেও ভাল বাসিতাম বটে, কিন্তু সে এরকম ভালবাসা নয়।

নুর। কেন? পূর্ব্বেও ত সেই আমি ছিলাম, তখন কেন এরূপ ভালবাসার চক্ষে দেখ নাই মুন্না?

মুন্না এইবার হাসিতে হাসিতে কহিল—"ভালবাসিলে তবে ত ভালবাসা হয়—নবাব সাহেব। এক হাতে কখন কি তালি বাজে? পূর্ব্বে তুমি কি আমায় এরূপ ভালবাসিতে?"

নুর। না। তুমি ঠিক্ কথা বলিয়াছ মুন্না। পূর্ব্বে তোমায় আমি কিছুই ভালবাসিতাম না। কিন্তু এখন তাহার জন্যে আমর বড়ই আপশোষ হয় মুন্না। অধিক কি বলিব—তোমায় ভালবাসিয়া এত সুখ, আবার সে ভালবাসার প্রতিদান পাইয়াও এত আনন্দ যে আমি পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। তুমি এত দিন আমায় সে ভালবাসায় কেন বঞ্চিত রাখিয়াছিলে মুন্না?

মুন্না। ভালবাসাত দূরের কথা—আমি একদিন তোমার পরম শত্রু ছিলাম নবাব সাহেব। এই যে দেশময় এখন বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত দেখিতেছেন, তাহার কারণ কে? তাহার কারণ—তোমার এই মুন্না বিবি। এই যে পাঠান রহিম খাঁ হিন্দু শোভা সিংহের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার মূল কে? তাহারও মূল—তোমার এই মুন্না বিবি। মোগলরাজ্য ধ্বংসের জন্য কে সর্ব্বাপেক্ষা বদ্ধপরিকর হইয়াছিল—সেও এই মুন্না বিবি। তোমার শোভা সিংহও নয়—তোমার রহিম খাঁও নয়।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে মুন্নার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া নুর উল্লা কহিলেন—"সে কি কথা মুন্না! আমি তোমার কথা যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—তুমি? তুমি বিদ্রোহের কারণ—তুমিই হিন্দুপাঠানের মিলনের মূল?

মুন্না। হাঁ জাঁহাপনা—আমি।

নুর। অসম্ভব—তোমার দ্বারায় এরূপ গর্হিত কাজ অসম্ভব। কেন তুমি এ সকল কাজ করিয়াছ বিবিজান?

মুন্না। কেবল আপনাকে পাইবার জন্য জাঁহাপনা।

নুর উল্লা এই উত্তর শুনিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। তাঁহার মুখে আর কথা নাই—কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উদাসভাবে মুন্নার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মুন্না স্বামীর সে ভাব দেখিয়া কহিল—"জাঁহাপনা, আপনি আপনার পদগৌরবে ও ধনমদে উন্মত্ত ও একবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব ইব্রাহিম খাঁত নামে মাত্র নবাব, প্রকৃত নবাব ত জাঁহাপনা আপনি। কিন্তু আপনার সেই পদ ও ঐশ্বর্য্যই যে আপনারই সর্ব্বনাশ করিতেছে—সে

কথা আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এ পদ ও ঐশ্বর্য্য থাকিতে যে আপনি আমার হইবেন না, এ বাঁদী তাহাও বুঝিয়াছিল। সেই কারণই আমার এই অদ্ভুত চেষ্টা। আমি কোন অধার্ম্মিক নবাবের বেগম হইতে চাই না, বরং একজন ধার্ম্মিক গরীব মুসলমানের বাঁদী হইতে চাই।

সুর। পদগৌরব—ও ঐশ্বর্য্যে ত কোন সুখ নাই মুন্না—একথাও আমার মনে এখন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আর অধর্ম্মাচরণে যে ক্ষণিক সুখ হয়, শেষে সেই সুখই যে অনন্ত দুঃখের পয়দা করিয়া থাকে—একথা এখন বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। হায়! আমি নিজের বুদ্ধির দোষে কি সর্ব্বনাশই না করিয়াছি। কি আপশোষ—কি আপশোষ!

মুন্না। এখনও সময় আছে—জাঁহাপনা—এখনও সাবধান হইলে আপনার প্রতি খোদার মেহেরবানী হইতে পারে। খোদার দোয়া মাঙ্গো—জাঁহাপনা, খোদার দোয়া মাঙ্গো।

সুর। খোদা—খোদা—এ নাম উচ্চারণ করিতেও যে আমার প্রাণে বড় ভয় হয় মুন্না! আমি একবারেই জাহান্নমে গিয়াছি।

মুন্না। প্রথম প্রথম ভয় হইতে পারে, কিন্তু খোদাকে ডাকিতে ডাকিতে মনের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিবে যে তখন আর সে ভয় থাকিবে না। ভয়ের পরিবর্ত্তে বরং আনন্দ হইবে। এখন আপনার কাছে আমার এক আর্জ্জি আছে, নবাব সাহেব, যদি অভয় দেন, তবে বলি।

সুর। কি আর্জ্জি মুন্না? তুমি স্বচ্ছন্দে বলিতে পার। তোমার অদেয় আর আমার কি আছে?

মুন্না। দৌলৎ বাঁদী ও ফতে খাঁ—উভয়ের মধ্যে একটা প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছে। হুজুরের অনুমতি পাইলে, আমি উভয়ের সাদী দিতে অভিলাষী হইয়াছি।

ফৌজদার আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"তাহারা ত আমার কয়েদখানা হইতে পলায়ন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় গিয়াছে—সে সংবাদও আমি জ্ঞাত নই। তুমি তাহাদের সাদী দিবে কিরূপে?"

মুন্না। তাহারা স্বইচ্ছায় পলায়ন করে নাই, আমিই কয়েদখানা হইতে তাহাদের উদ্ধার করিয়াছিলাম।

নুর উন্না সবিস্ময়ে তৎক্ষণাৎ কহিলেন—"সে কি! তুমি কিরূপে তাহাদের উদ্ধার করিলে?"

মুন্না উত্তর করিল—"টাকা উৎকোচ দিয়া। মোগল সরকারে টাকায় কি না হয় নবাব সাহেব? আমি দেখিলাম—দুইটী নির্দ্দোষ প্রাণীর অকারণ প্রাণবধ হয়। তাহাদের উভয়ের কাহারও কোন দোষই ছিল না—কেবল অপরাধের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়াছিল। আমি প্রহরীদের উৎকোচ দিয়া সেই দুইটী প্রাণীর জীবন রক্ষা করিয়াছি।

ফৌজদার আহ্লাদে অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"মুন্না—তুমি উত্তম কার্য্যই করিয়াছ। আমি সেই কুহকিনী পিশাচীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া একটা গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। সে পাপিষ্ঠার জন্যে এমন শত সহস্র অন্যায় কার্য্যও আমায় করিতে হইয়াছে। যা'ক সে কথা—এখন দৌলৎ আর ফতে খাঁ কোথায় আছে?

মুন্না। তাহারা এখন এইখানেই আছে—এতদিন আমিই

তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। হুজুরের অনুমতি হইলে এখনই তাহাদের হুজুরে হাজির করিতে পারি।

মুন্না। এখনই—আমি তাহাদের দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি।

তখন ফৌজদারের কথা শুনিয়া মুন্না তাড়াতাড়ি সে প্রকোষ্ঠ হইতে চলিয়া গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই ফতে খাঁ ও দৌলৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ফতে খাঁ ও দৌলৎ যথাবিধি কুর্ণিশ করিয়া যেন অপরাধীর ন্যায় দণ্ডাজ্ঞার জন্যে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের সে ভাব দেখিয়া ফৌজদার কহিলেন—"খাঁ সাহেব, আজ তোমার সহিত মুলাকাতে যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা তোমায় আর কি জানাইব! দৌলৎ, আজ হইতে তুমি আর আমার বাঁদী নও, আজ হইতে তুমি দৌলৎ বিবি। আমি শুনিয়াছি—ফতে খাঁকে তুমি প্রাণের সহিত ভালবাস। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি—তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া সুখী হও।"

তাহার পর দৌলতের হাত ধরিয়া খাঁ সাহেবের করে অর্পণ করিয়া কহিলেন—"খাঁ সাহেব, আজ হইতে দৌলৎ বিবি তোমার। যত্ন করিয়া এ রমণীরত্নকে রক্ষা করিলে আমি মুন্নাকে লাভ করিয়া যেরূপ সুখী হইয়াছি, তুমিও সেইরূপ সুখী হইবে। এ সুখের সহিত বেহেস্তের সুখেরও তুলনা হয় না।"

আনন্দ অশ্রুতে ফতে খাঁর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সে অশ্রু মুছিতে মুছিতে ফতে খাঁ কহিল—"খোদাবন্দ, আজ যে রত্ন আমায় প্রদান করিলেন, আমি আজীবন

সে অমূল্যরত্ন অতি যত্নে—অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিব। আর খোদার কাছে হুজুরের মঙ্গলের জন্য দোয়া প্রার্থনা করিব।”

দৌলৎ তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া যোড়করে কহিল—“নবাব সাহেব, হুজুরের এ মেহেরবানী এ বাঁদীও জীবনে কখন ভুলিতে পারিবে না।”

নুর উল্লা স্বহস্তে দৌলৎকে উঠাইয়া কহিলেন—“তোমাদের কিন্তু আমার সহিত একটি সর্ত্ত থাকিবে। আমার এ গৃহ হইতে তোমরা আর কোথাও যাইতে পারিবে না।”

খাঁ সাহেব সে কথায় করযোড়ে কহিল—“সে ত হুজুরেরই বহুৎ বহুৎ মেহেরবানী।”

ফৌজদার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—“খাঁ সাহেব, আজ আমার দিলটা বড়ই খোস হইয়াছে। আজ দৌলৎ বিবি, আমায় একটি গান শুনাইলে ভাল হয় না? সয়তানীদের গান আর আমার ভাল লাগে না। মুন্না, তুমিও ইচ্ছা করিলে দৌলতের সহিত গীত গাহিতে পার।”

তখন দৌলৎ ও মুন্না বিবি উভয়ে এক সুন্দর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া ফৌজদার তাহা শুনিলেন। আর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“এ কি কণ্ঠস্বর না সুধার ফোয়ারা?”

—৩০০—

পঞ্চম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স প্ত গ্রামে শিবিরস্থাপন রহিম খাঁর অভিপ্রেত ছিল না। কারণ, ক্ষুধিত ব্যাঘ্র একবার নরশোণিত আস্বাদনের পর যেরূপ অধিকতর শোণিত-পিপাসু হয়, রহিম খাঁর অবস্থাও এক্ষণে সেইরূপ। যুদ্ধে জয়পরাজয় যে অনিবার্য্য সে বিশ্বাস রহিম খাঁর মনে দৃঢ়-রূপে অঙ্কিত ছিল, সুতরাং যুদ্ধে জয় হউক, পরাজয় হউক, তাহাতে রহিম খাঁর যুদ্ধপিপাসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস দেখা যাইত না। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যমেরও কিছুমাত্র বৈল-ক্ষণ্য হইত না। শোভা সিংহ যেরূপ মানকুমারীর জন্য অস্থির, রহিম খাঁও সেইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য ব্যাকুল। এই বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জনের সম্মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইতে পারে না। সপ্তগ্রামে শিবির স্থাপনের পর, রহিম খাঁর সে বিশ্রামসুখ যেন

অসহ্য হইয়া উঠিল। রহিম খাঁ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। একদিন তিনি শোভা সিংহের শিবিরে স্বয়ং গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সাক্ষাতের পর কহিলেন—"শোভা, এরূপ নিশ্চিন্তভাবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কি আমাদের শোভা পায় ?"

শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"তোমার কি অভিপ্রায় প্রকাশ কর।"

রহিম। অনেকবার সে কথাত আপনাকে বলিয়াছি। আমার মনের অভিপ্রায় এখনও আপনার অবিদিত আছে নাকি ?.

শোভা। অনেক বার অনেক কথা ত বলিয়াছ। কিন্তু এখন তোমার বর্ত্তমান অভিপ্রায় কি আর একবার সে কথা না হয় বলিলেই বা।

রহিম। আমার বর্ত্তমান নাই, আর অতীতও নাই, আর ভবিষ্যতও নাই—আমার একমাত্র অভিপ্রায় যুদ্ধ করা—কেবল যুদ্ধ করা। এ সময় এরূপ নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকা কি আমাদের কর্ত্তব্য ?

শোভা। কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করাও কি আমাদের কর্ত্তব্য নয় ?

রহিম। সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল,' যখন আমরা উভয়ে মিলিত হই নাই—সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল, যখন আমরা মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করি নাই —সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ছিল, যখন আমরা যুদ্ধে মোগলসৈন্যকে পরাজয় করি নাই, কিন্তু এখন আর সে বিবে-

চনার সময় নাই শোভা সিংহ। এখন কেবল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ভিন্ন আর আমাদের উপায় কি?

শোভা। কিন্তু মোগলসৈন্যকে পরাজয় করিয়া আমরা যে হুগলী দুর্গ অধিকার করিয়াছিলাম, যখন সে দুর্গ আমরা অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিলাম না—আর মোগলসৈন্যই হউক, কিম্বা মোগল-সৈন্যের সাহায্যকারী ওলন্দাজ সৈন্যই হউক, যখন আমাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহারা সেই দুর্গ অধিকার করিল, তখন এ সময় একবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিবার কারণ কি উপস্থিত হয় নাই খাঁ সাহেব?

খাঁ সাহেব সহাস্যে আপনার বক্ষে সজোরে করাঘাৎ করিয়া কহিলেন—"আমরা পাঠান। জয়পরাজয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। বীরের ভাগ্যে কখন জয়, কখন বা পরাজয়—এত আছেই। কিন্তু একবার পরাজয় ঘটি-য়াছে বলিয়া বীরপুরুষ কখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয় না। যতদিন না উদ্দেশ্য সাধন হয়— দিন নাই—রাত্রি নাই—বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—আমি ত জানি, প্রকৃতবীর, ক্রমাগতই যুদ্ধ করিবে। যুদ্ধই বীরের জীবন—আর বিশ্রামই তাহার মৃত্যু।

শোভা। কিন্তু হিন্দুরাজ্যস্থাপন করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—কেবল অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করা নহে। সে কথা বোধ হয়, তুমি বিস্মৃত হও নাই?

রহিম। না। সেই জন্যই আমি বিশ্রামের বিরোধী। জয় হয় ভালই—নচেৎ পরাজয় হইলে, যুদ্ধ করিয়াইত পুনরায় জয়-লাভ করিতে হইবে। সেই জন্যই আমি যুদ্ধেরই পক্ষপাতী। আর

আর ক্রমাগত যুদ্ধে জয় লাভ করিলে পর ত আপনি হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইবেন?

শোভা। আর যে সকল চাক্‌লা আমাদের অধিকৃত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কি কোন চেষ্টা করিব না? সমগ্র সুবা বাঙ্গালা যে আমাদের এককালীন অধিকৃত হইবে—এরূপ আশা আমার বিবেচনায় দুরাশা। বর্দ্ধমান, এক হুগলী দুর্গ ব্যতীত সমস্ত সাতগাঁ, আর যশোহরেরও কতক অংশ এখন ত আমাদের অধিকৃত হইয়াছে। এক্ষণে এই সকল অধিকৃত প্রদেশ রক্ষা করা আমার মতে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। তাহার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য চাক্‌লা অধিকার করিলেই বা দোষ কি?

রহিম। দোষ নাই—কিন্তু চারিদিকে প্রবল শত্রুর মধ্যে এই ক্ষুদ্র অংশ কতক্ষণ রক্ষা করিতে আমরা সমর্থ হইব? যখন জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যবল বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, তখন রাজ্যস্থাপনের পূর্ব্বে আমার মতে, এখন জয়ের দিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমি যত দূর—"

এই সময় শোভা সিংহের মনে হঠাৎ কি একটা কথার উদয় হইল। শোভা সিংহ রহিমের কথায় বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন—"রহিম, রহিম, আর এক উপায় আছে। তোমার গন্তব্য পথে তুমি যাও, আর আমার গন্তব্য পথে আমি যাই। তুমি জয়পরাজয় আর যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া থাক, আর আমি বিজিত প্রদেশে রাজ্যস্থাপনের ব্যবস্থা করি। এরূপ করিলে একত্রে দুই কার্য্যই চলিবে।"

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া রহিম খাঁ কহিলেন—"বেশ কথা। আমারও সেই মত।"

শোভা। এখন তুমি কোন্ অঞ্চল জয় করিতে যাইতে ইচ্ছা কর?

রহিম। আমার তাহা স্থির করাই আছে। আমি নদীয়া ও মুখসুদাবাদ অঞ্চল সর্ব্বাগ্রে অধিকার করিতে ইচ্ছা করি।

শোভা। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। তুমি বাছা বাছা একদল সৈন্য লইয়া এখনই যাত্রা করিতে পার।

রহিম। আর আপনি রাজ্যস্থাপন উদ্দেশ্যে প্রথমে কোন্ অঞ্চলে যাইবেন?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া শোভা সিংহ উত্তর করিলেন—"বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে।"

কথাটা বলিবা মাত্রই শোভা সিংহের প্রাণের ভিতর যেন হঠাৎ একটা ধড়াস্ ধড়াস্ শব্দ করিয়া উঠিল! সঙ্গে সঙ্গে একজন ঘোরতর অপরাধীর ন্যায় শোভা সিংহের মুখমণ্ডলও বড়ই বিষণ্ণভাব ধারণ করিল। কারণ, সে সময় মুখে শোভা সিংহ যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার মন বলিতেছিল—"অগ্রে আমার হৃদয়রাজ্যে হৃদয়ের অধীশ্বরীদেবীকে স্থাপন, তাহার পর বহির্রাজ্যের রাজ্য-স্থাপন চেষ্টা।"

এ দিকে রহিম খাঁ মনে মনে সে সময় এই স্থির করিলেন—"উত্তম। আর এরূপভাবে কত দিন চলিতে পারে?

যখন উভয়ের উদ্দেশ্য আর এক নহে—শোভা সিংহ যখন আর মোগলরাজ্য ধ্বংশের প্রয়াসী নয়—একটা রমণীর প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়াছে, তখন এই সুযোগই আমার পক্ষে উত্তম। আমি এখন পৃথক হইব—তাহার পর সুযোগ পাইলে তখন পাঠানরাজ্য পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করিব—ইহাতে এখন আর আমার ইমান নষ্ট হইবে না।" প্রকাশ্যে কহিলেন—"অনুমতি হইলে আমি আজই রহনা হইতে অভিলাষী।"

শোভা সিংহ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—"আমি তোমায় সে অনুমতি দিলাম। তুমি আজই রহনা হইতে পার। এখন একবার হিম্মৎকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও।"

যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রহিম খাঁ সে শিবির হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইলেন। ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন—শোভা সিংহের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পর, রহিম খাঁ নদীয়া ও মুখসুসাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিমবাঙ্গালা প্রদেশ জয় করেন, এবং 'রহিম সা' উপাধি ধারণ করিরা পুনরায় পাঠানরাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হন। সে প্রয়াসেও যে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাও ইতিহাসপাঠকের নিকট অবিদিত নাই। আমরা এই স্থলে আমাদের এই আখ্যায়িকা হইতে রহিম খাঁকে বিদায় দিলাম।

অল্পক্ষণ পরে হিম্মৎ সিংহ প্রণাম করিয়া অবনতমস্তকে শোভা সিংহের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। শোভা সিংহ আজ্ঞা করিলেন—

"একদল সৈন্য লইয়া রহিম এখনই মুর্শিদাবাদ অঞ্চল অধিকার করিতে রওনা হইবে—বাধা দিও না। আর আমার সুসজ্জিত অশ্ব শীঘ্র এইখানে পাঠাইয়া দাও। আমি এখনই বর্দ্ধমান রওনা হইব। অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বর্দ্ধমানে আসিবে।"

"যে আজ্ঞা"—বলিয়া হিম্মৎ জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞাপালনোদ্দেশে তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।
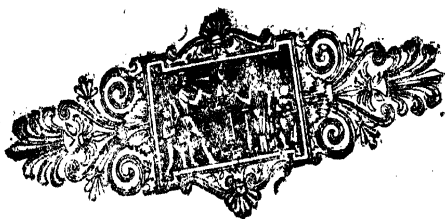
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অশ্ব সুসজ্জিত করিয়া আনিতে যে বিলম্ব, এখন শোভা সিংহের সে বিলম্বও সহ্য হইতেছিল না। এ দিকে সে অশ্ব আনিবার পূর্ব্বেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কল্পনাবলে তাঁহার মন বর্দ্ধমানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে কল্পনাবলে মানকুমারীর চরণতলে সে মনও অর্পিত হইয়াছে। বেগবান অশ্বের গতি অপেক্ষা মনের গতি কি দ্রুতগামী!

অশ্ব উপস্থিত হইবা মাত্র, এক লম্ফে শোভা সিংহ সে অশ্বে আরোহণ করিলেন। বর্দ্ধমান যাইবার জন্য এত অধীর যে কত সৈন্য রহিম খাঁ লইয়া গেলেন, আর কত সৈন্য তাঁহার অধীনে রহিল, সে বিষয়ও একবার তত্ত্বাবধান করিলেন না। যে বেগবান অশ্ব প্রভুর ইঙ্গিতেরও অপেক্ষা করে না, প্রভু পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেই প্রাণপণে দৌড়িতে থাকে, সেই অশ্বকে অধিকতর বেগবান করিবার উদ্দেশ্যে মাত্র তিনি কষাঘাৎ

করিয়াছেন, এমন সময় অশ্বের সম্মুখে অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ও অনামিকা অঙ্গুলীদ্বারা কি সঙ্কেত করিলেন। শোভা সিংহ বিস্মিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন—সম্মুখে শঙ্কররাম স্বামী! শোভা সিংহ স্বামীজীর সে সঙ্কেতেরও অর্থ বুঝিতে পারিলেন। সুতরাং অগত্যা অতিকষ্টে অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলেন। এ আকস্মিক ঘটনায় মনে মনে যাহাই হউক, মুখে কিছুই তিনি বলিতে পারিলেন না; বরং সে সময় গুরুকে প্রণাম করিয়া তিনি তাঁহার আজ্ঞাপালনের প্রতীক্ষায় রহিলেন। স্বামীজী কহিলেন—"কোথায় চলিয়াছ শোভা সিংহ?"

প্রশ্ন শুনিয়া শোভা সিংহের প্রাণ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। উত্তরের জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া গুরুর সম্মুখে সত্য কথাই কহিলেন—"আমি বর্দ্ধমানে যাইতেছি।"

শঙ্কররাম পুনরায় প্রশ্ন কহিলেন—"কি প্রয়োজন?"

শোভা সিংহ এবার বড় গোলে পড়িলেন। এ প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন তাহা প্রথমে স্থির করিতে পারিলেন না। পরে কহিলেন—"অধিকৃত প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকারে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছি।"

শঙ্কর। তবে বড় উপযুক্ত সময়েই আমি আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তোমার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।

শোভা। কি কথা আজ্ঞা করুন।

শঙ্কর। আর তোমার দেশ উদ্ধারের প্রয়োজন নাই। এখন তুমি এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি স্থাপনের চেষ্টা কর। মোগলের অত্যাচার আর অধিক দিন থাকিবে না— শীঘ্রই মোগলরাজ্যের পতন হইবে।

শোভা সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"মোগল রাজ্যের যদি পতনই হয়, তবে এই ত দেশ উদ্ধারের উপযুক্ত-সময় গুরুদেব। আপনি তবে এরূপ অনুমতি করিতেছেন কেন?"

শঙ্কর। তোমার দ্বারা সে কার্য্য হইবে না। মোগলের পর ফিরিঙ্গী ইংরাজেরাই এ দেশের রাজা হইবে।

শোভা সিংহ অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"তাহারা ত ক্ষুদ্র বণিক মাত্র। অসম্ভব—এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া রাজ্যলাভ তাহারা কিরূপে করিবে?"

শঙ্কর। যেরূপেই হউক তাহারাই রাজা হইবে। সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমার গুরুদেব সে কথা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে। আর ফিরিঙ্গী ইংরেজকে ক্ষুদ্র মনে করিও না, তুমিও ত তাহাদের নিকট একবার পরাজিত হইয়াছ।

শোভা। সে আমাদের দেশের লোক তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া। তাহাদের সৈন্যবল কি আছে?

শঙ্কর। বুদ্ধবলে আমাদের দেশের লোকের সাহায্যেই তাহারা রাজ্যলাভ করিবে। ছলে হউক, কৌশলেই হউক, এ রাজ্য তাহাদেরই হইবে। তুমি তোমার সঙ্কল্প এখন পরিত্যাগ কর। আর পার যদি রহিম খাঁকেও দমন কর।

শোভা। রহিম খাঁকে দমন করা—আর আমার সাধ্যাধীন নহে। আমি তাহার সংস্রব এখন পরিত্যাগ করিয়া সেই জন্যেই বর্দ্ধমানে চলিয়াছি। আপনি আজ্ঞা করিলে, আমার সঙ্কল্পও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু মানকুমারী সম্বন্ধে আপনি কি অনুমতি করেন?

শঙ্কর। মানকুমারীর আশাও তোমায় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অকস্মাৎ মস্তকে বজ্রাঘাৎ হইলে সেই বজ্রাহত ব্যক্তি যেরূপ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, শঙ্কর রায়ের মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া শোভা সিংহও সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া রহিল! কিছুক্ষণ পরে শোভা সিংহের মুখ হইতে হঠাৎ বহির্গত হইল—"কেন?"

শঙ্কর। তুমি মানকুমারীর উপযুক্ত পাত্র নও।

পুনরায় আবার বজ্রাঘাৎ! কিন্তু এবার শোভা সিংহ সেরূপ স্তম্ভিত না থাকিয়া স্পষ্ট কহিলেন—"আর মানকুমারী যদি আমায় পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হয়?"

শঙ্কর। তখন তুমি স্বচ্ছন্দে তাহাকে বিবাহ করিতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু সাবধান! তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে চেষ্টা কখন করিও না। এই আমার আজ্ঞা শোভা সিংহ—সাবধান! তাহার উপর কখন কোনরূপ বলপ্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিও না। সেরূপ করিলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ ঘটিবে।এখন আমি চলিলাম। তুমিও তোমার গন্তব্যস্থানে যাও, কিন্তু আমার আজ্ঞা যেন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালিত হয়।"

সে কথার কোন উত্তর নাই! শোভা সিংহ পুনরায় গুরু দেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর প্রস্থান করিলেই শোভা সিংহ পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া সজোরে অশ্বে কশাঘাত করিলেন। অশ্ব তীরের ন্যায় বৰ্দ্ধমান অভিমুখে ধাবিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনেকদিন গত হইল আমরা মানকুমারীর কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মানকুমারীর অনুরোধে বৈষ্ণবী জগৎরামের অনুসন্ধানেই হুগলীতে আসিয়াছিল। সুতরাং জগৎরাম যে মোগলসৈন্যের সহিত হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছেন, সে সংবাদ মানকুমারীর অবিদিত ছিল না। পিতৃমাতৃহীনা মানকুমারীর আর এ সংসারে কে আছে? এক ভ্রাতা জগৎরাম ভিন্ন তাহার পক্ষে জগৎসংসার সমস্তই অন্ধকার। সুতরাং ভ্রাতার জন্যে মানকুমারী যে বড়ই উদ্বিগ্ন হইবে, সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। মানকুমারীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পর-দুঃখকাতরা বৈষ্ণবী আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মানকুমারীকে সুরবালার নিকট রাখিয়া জগৎরামের অনুসন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু ঘটনাক্রমে জগৎরাম সে সময় চুঁচুঁড়ায় গিয়া ছিলেন, তাহার পর ওলন্দাজসৈন্যের

সাহায্যে হুগলীদুর্গ অধিকারে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, সুতরাং বৈষ্ণবীর সহিত তাঁহার আর সাক্ষাৎ হইল না। শেষে ত্রিবেণীতীরে বৈষ্ণবীর শেষ পরিণামের কথা—আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

এখন এক সুরবালাই মানকুমারীর একমাত্র সঙ্গিনী। সুর-বালা সাধ্যমতে মানকুমারীকে যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিত না। জগৎরামের উদ্দেশে বৈষ্ণবী চলিয়া গেলে পর, সুরবালা মানকুমারীর মাতৃস্থান ও সখির স্থান—এই উভয় স্থানই অধিকার করিয়াছিল। জগৎরাম বা বৈষ্ণবীর কোন সংবাদ না পাইয়া, একদিন রাত্রে মানকুমারী সুরবালাকে কহিল "সুরবালা, দাদার কোন সংবাদ পাই নাই, আর বৈষ্ণবীও যে তাঁহার অনুসন্ধানে গেল, তাহারও ত কোন সংবাদ নাই—আজও সে ফিরিয়া আসিল না কেন? আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে।"

সুরবালা সে কথার উত্তর করিতে গিয়া প্রথমেই বলিয়া ফেলিল—"রাজকুমারি,—"

রাজকুমারী সে কথায় বাধা দিয়া কহিল—"আর আমায় রাজকুমারী বলিয়া ডাকিও না সুরবালা। এ কথা ত আমি তোমায় অনেকবার নিষেধ করিয়াছি।"

সুর। আমি তোমার সে নিষেধ মানিব না রাজকুমারি। আর কেবল 'রাজকুমারী' কেন? আমার মরণের পূর্ব্বে যদি তোমায় "রাণী" বলিয়া একবারও ডাকিয়া মরিতে পারি, তবে আমার সে মরণেও সুখ আছে।

রাজ। সুরবালা, আর আমার রাণী হইবার সাধ নাই।

আমারও মরণের পূর্ব্বে আমি দাদাকে 'রাজা' দেখিয়া যেন মরি, তুমি আমায় কেবল এই আশীর্ব্বাদ কর। এর চেয়ে মূল্যবান আশীর্ব্বাদ আমার পক্ষে আর নাই। আমার দাদার জন্যে আমার এমন মন-কেমন করে কেন সুরবালা? আমার কেমন মনে হয়—আমার দাদার সঙ্গে ইহজন্মে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।

বলিতে বলিতে মানকুমারী কাঁদিয়া ফেলিল। সুরবালা আপনার বস্ত্রাঞ্চলে সস্নেহে সে অশ্রু মুছিয়া দিয়া কহিল—'বালাই—অমন কথা মুখে আনিতে নাই, রাজকুমারি। কেন তুমি এত অধীর হইতেছ? তিনি শোভা সিংহের মুণ্ডপাত করিয়া তবে বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিবেন—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—এ কথা ত তুমি জান। ক্ষত্রিয় বীর আপনার প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া কিরূপে আসিতে পারেন? সেই জন্যেই বিলম্ব হইতেছে।"

মান। আচ্ছা, বৈষ্ণবী দাদার সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিল না কেন? তাহার কথা মনে হইলেই আমার প্রাণের ভিতর এমন করে কেন?

সুর। সে তোমায় প্রাণের সহিত ভাল বাসিত, মায়ের মতন স্নেহ করিত, সেই কারণ তাহার জন্যে তোমারও মন অস্থির হইতেছে। আচ্ছা, আমিও ত তোমার কাছে আছি, রাজকুমারি, আমায় দেখিয়া কি তোমায় মন একটুও স্থির হয় না? তবে কি তুমি আমায় ভালবাস না?

দুই হস্তে নয়নাশ্রু মুছিয়া বিস্মিতনেত্রে সুরবালার মুখের দিকে চাহিয়া মানকুমারী কহিল—"সে কি কথা সুরবালা!

আমি তোমায় ভাল বাসিনা? তুমি আছ, তাই আজও আমি বাঁচিয়া আছি। আমি তোমায় ভাল বাসি না!"

বলিতে বলিতে মানকুমারীর নয়নপল্লব পুনরায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। দেখিতে দেখিতে টস্ টস্ করিয়া বড় বড় অশ্রুবিন্দুপতনে তাহার ক্রোড়স্থিত পরিধেয় বস্ত্রাংশ আর্দ্র হইতে করিল। সে দৃশ্য সুরবালার প্রাণে বড়ই আঘাৎ লাগিল। সুরবালা সস্নেহে মানকুমারীর মুখচুম্বন করিয়া কহিল —না মানকুমারি, আমি তোমায় সে ভাবে এ কথা বলি নাই। তোমার অগাধ ভালবাসায় আমার প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে—তোমার অসীম স্নেহে আমি যেন ডুবিয়া আছি, মানকুমারি,তুমি ভালবাসিয়াইত আমায় কিনিয়া রাখিয়াছ। তাহা না হইলে তোমার জন্যে আমার প্রাণ এত কাঁদে কেন? আমি ত তোমার একজন সামান্যা দাসী বইত নয়।"

এই সময় হঠাৎ দ্বারে একটা কিসের শব্দ হইল। ভীতিচকিতনেত্রে উভয়ে দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল—রঘুরাম ধীরে ধীরে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে! অকস্মাৎ রঘুরামকে দেখিয়া উভয়ের মনে ভয়ের পরিবর্ত্তে বিস্ময় আসিয়া প্রবেশ করিল! মানকুমারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"রঘু দাদা,আমার দাদার সংবাদ কি?"

রঘুরাম উত্তর করিল—"সংবাদ ভাল। তবে একটা বিশেষ কারণে প্রতিজ্ঞামত শোভা সিংহের কাটা মুণ্ডটা হাতে না লইয়া এবার খালিহাতেই আমি আসিয়াছি দিদিমণি।"

মানকুমারী আগ্রহের সহিত পুনরায় প্রশ্ন করিল—"সে বিশেষ কি কারণ রঘু দাদা?"

রঘুরাম অবনতমস্তকে কহিল—"ডাকু শোভা সিংহ হঠাৎ আবার বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমার রক্ষার জন্যে তাই আমায় কার্য্যসিদ্ধির পূর্ব্বেই পুনরায় এখানে আসিতে হইল।"

তখন শঙ্কিতভাবে আকুলপ্রাণে মানকুমারী সুরবালার মুখের দিক চাহিল। সুরবালা সে চাহনির অর্থ বুঝিয়া কহিল—"শোভা সিংহ বঙ্গবিজেতা হইয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয় নাই, তবে তাহাকে কিসের ভয় রাজনন্দিনি?"

রাজনন্দিনী সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রঘুরামকে কহিল—"দাদাকে ফেলিয়া আমার জন্যে তুমি কেন আসিলে রঘুদাদা?"

রঘু। তোমার দাদার হুকুমে আসিয়াছি দিদিমণি।

মান। দাদা এখন কোথায় আছেন? কত দিন পরে এখানে আসিবেন?

রঘু। অতি নিকটেই সসৈন্যে অপেক্ষা করিতেছেন। দুই এক দিনের মধ্যেই বর্দ্ধমান অধিকার করিবেন। হুগলী দুর্গে তোমার দাদার নিকট পরাজিত হইয়াই সে ডাকু বর্দ্ধমানে পলাইয়া আসিয়াছে।

সুরবালা এই সময় রঘুরামকে জিজ্ঞাসা করিল—"শোভা সিংহকে পরাজিত করিতে কুমার সমর্থ হইবেন কি না—এই বর্দ্ধমান আক্রমণের পূর্ব্বে, সে বিষয়ের প্রথমে মীমাংসা হওয়া উচিত।

রঘুরাম উত্তর করিল—"সে মীমাংসার ভার কুমার আমাকেই দিয়াছেন। সে [illegible]নকার আমার আর একটি কাজ। আমি

সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব বিবেচনা করিয়া বুঝিলাম—আমাদেরই জয়ের সম্ভাবনা ; কারণ রহিম খাঁ এখন শোভা সিংহের দল ছাড়িয়া তাহার দফা রফা করিয়াছে। দিদিমণি, এত দিনের পর মা-কালীর দয়া হইয়াছে। এইবার আমি শোভা সিংহের বুকের রক্ত চুসিয়া খাইয়া মহারাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইব। এত দিন বুকের ভিতর যে আগুন চাপিয়া রাখিয়াছি, এইবার শোভা সিংহের রক্তে সেই আগুন ও নিবাইবার সুযোগ পাইব।"

এই সময় সুরবালা কহিল—"আর কুমারের বর্দ্ধমানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই যদি নরাধম শোভা সিংহ আমাদের উপর অত্যাচার করে ?"

সে কথা শুনিয়া রঘুরাম বুক ঠুকিয়া কহিল—"এ রঘুরাম জীবিত থাকিতে, সে কখনই তাহা পারিবে না। সেই জন্যে আমার কুমারকে ফেলিয়া এখানে আসা।"

সুর। তুমি একাকী, সুতরাং তোমায় হত্যা করা শোভা-সিংহের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইবে না। সে অবস্থায় কি হইবে রঘুরাম ?

রঘুরাম সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বিষণ্ণমনে মস্তক অবনত করিল। তখন মানকুমারী ক্ষুধিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"সে অবস্থায়, ক্ষত্রিয়বালা কিরূপে আপনার সতীত্ব রক্ষা করে, সমগ্র জগৎ তাহা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে। সে অবস্থায়, ক্ষত্রিয়বালা পিতৃহন্তার প্রতিশোধ কিরূপে লইতে জানে, সমস্ত পৃথিবীময় তাহা ঘোষিত হইবে। সে অবস্থায় শোকাতুরা ক্ষত্রিয়দুহিতা কিরূপে পিতৃমাতৃতর্পণ করে, তাহা

দেখিয়া সকলকে স্তম্ভিত হইতে হইবে! সে অবস্থায় ক্ষত্রিয়-কন্যার নিকট জীবন বড় কি সতীত্ব বড়—পৃথিবীশুদ্ধ লোক সে প্রমাণও পাইবে।"

মানকুমারীর তাৎকালিক তেজস্বিতা দেখিয়া সুরবালা ও রঘুরাম উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে শোভা সিংহ বর্দ্ধমানে পৌছিয়াই, কিরূপে মানকুমারীকে লাভ করিবেন—কেবল সেই চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। দুর্দ্দমনীয় রূপতৃষ্ণা তাঁহাকে অস্থির করিতে লাগিল। লোকে কামান্ধ হইলে, যেরূপ একবারে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়, তাঁহার অবস্থাও কতক অংশে সেইরূপ দাঁড়াইল। বর্দ্ধমানে হিন্দুরাজ্য স্থাপন ও অধিকৃত অঞ্চলের শাসননীতির সুব্যবস্থা প্রভৃতি কার্য্যের কথা তাঁহার মনে আদৌ উদয় হইল না। তবে গুরুদেব শঙ্কররামের কথা মনে উদয় হইলেই, তিনি অধীর হইয়া পড়িতেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"না—আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। ধর্ম্ম হউক, অধর্ম্ম হউক—মানকুমারীকে আমার চাই। বলে হউক, ছলে হউক—মানকুমারীকে আমি লাভ করিবই করিব। তৃষ্ণায় যখন ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, এরূপ সময় সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ বারি স্বহস্তে পাইয়া, কে সে বারি

পানে বিরত থাকিতে পারে? হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি ত একবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি—আর কেন? মনে করিলে, এখনই ত আমার প্রাণেশ্বরীকে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি,তবে আর কেন? মনে করিলে, এই দণ্ডেইত যন্ত্রণাময় প্রাণ এখনই ত শিতল হয়, তবে আর কেন? মনে করিলে, আমি এখনই ত মানকুমারীকে 'আমার' করিতে পারি, তবে আর কেন? এখানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে দণ্ডায়মান হইবে? আমার কার্য্যের প্রতিবন্ধক হইতে কে সাহস করিবে? তবে এ অসহ্যযন্ত্রণা সহ্য করি কেন? গু-রু-দে-ব! সেই গুরুদেবের আজ্ঞাই আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। কুক্ষণে আমি স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম, কুক্ষণে আমি তাঁহার আজ্ঞাপালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলাম। গুরুদেব কেন এমন আজ্ঞা করিলেন? সে দিন কি অশুভক্ষণেই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তবে এক কথা—যদি মানকুমারী স্বইচ্ছায় আমায় পতিত্বে বরণ করে, তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। আমি সেই চেষ্টাই একবার করিয়া দেখি না কেন? বঙ্গবিজেতা হইলে পিতৃহন্তাকেও মানকুমারী পতিত্বে বরণ করিবে—এ কথাত আমি তাহার মুখেই শুনিয়াছি। সম্পূর্ণ বঙ্গবিজেতা না হইলেও বঙ্গদেশের কতক অংশ ত আমি জয় করিয়াছি। মানকুমারীকে পাইলে অবশিষ্ট অংশ জয় করিতে আমার কত ক্ষণ লাগিবে? সেই ভাল—অগ্রে সেই চেষ্টাই করা ভাল। শুনিয়াছি—রাজনন্দিনী তাহার এক সখির বড় বাধ্য। সেই সখির নাম সুরবালা—নয়? সুরবালা চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই রাজনন্দিনী আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে স্বীকৃতা

হইবে। অগ্রে তবে সেই চেষ্টাই করিয়া দেখি। কে আছে এখানে ?”

শোভা সিংহের শেষ কথা কয়েকটি সজোরে উচ্চারিত হইবা মাত্র একজন প্রহরী সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল। শোভা সিংহ তাহাকে কহিলেন—“হিম্মৎকে শীঘ্র সংবাদ দাও।”

প্রহরী প্রস্থান করিবার অল্পক্ষণ পরেই হিম্মৎ সিংহ আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার চরণে প্রণত হইল। শোভা সিংহ তাহাকে কহিলেন—“দেখ হিম্মৎ, বৰ্দ্ধমানরাজনন্দিনীর সুরবালা নাম্নী এক সখি আছে, যে কোন উপায়ে পার, সেই সখিকে আমার নিকট হাজির কর।”

“যে আজ্ঞে”—বলিয়া হিম্মৎ সিংহ সহোদরের আজ্ঞাপালনের জন্য প্রস্থান করিলেন। শোভা সিংহ পুনরায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—“আমি কিসে রাজনন্দিনীর অনুপযুক্ত? আর রাজনন্দিনী যথার্থই যদি বীরত্বের অনুরক্তা হয়, তবে আমার মতন ক্ষত্রিয় বীর এ বঙ্গদেশে আর কে আছে? শৌর্য্যে বীর্য্যে বংশমর্য্যাদায়—আমি কিসে হীন? কুলে, শীলে, মানে—আমি কিসে ন্যূন? রূপে, গুণে, ধনে আমি কিসে কমী? তবে রাজনন্দিনী আমার এ প্রস্তাবে সম্মতা না হইবে কেন? বৰ্দ্ধমানের বর্ত্তমান অবস্থায় আমার এ প্রস্তাবেত আমারই যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমি যথন—”

এই সময় হিম্মৎ সিংহ সুরবালাকে সঙ্গে লইয়া সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন, সুতরাং শোভা সিংহ তাঁহার উপরোক্ত চিন্তায় বাধা পাইলেন। তিনি হিম্মৎকে ইঙ্গিত করিবা মাত্র হিম্মৎ সে স্থান

হইতে তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল। সুরবালা সম্মুখে অবনতমস্তকে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু শোভা সিংহের মুখেও কোন কথা নাই! প্রথমে কি কথা উত্থাপন করিবেন—তিনি কেবল সেই কথাই ভাবিতেছিলেন। শেষে কহিলেন—"সুরবালা, আমার অবর্ত্তমানে তোমাদের রাজকুমারীর কোন কষ্ট হয় নাই ত?"

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সুরবালা কহিল—"বন্দিনীর যেরূপ সুখে থাকা সম্ভব, আমাদের রাজনন্দিনী সেই-রূপ সুখে ছিলেন।"

শোভা সিংহ তখন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন—"আমি তাঁহার সেই কারাবন্ধন মোচন করিতেই এবার এখানে আসিয়াছি।"

সুরবালা উত্তর করিল—"কিন্তু রাজনন্দিনী আপনার নিকট সে অনুগ্রহের প্রার্থিনী নয়।"

শোভা সিংহ আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"কেন? তবে তাঁহার কারামোচনের আর অন্য উপায় কি আছে?"

সুরবালা তখন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিল—"উপায় আছে। জগৎরাম যদি সসৈন্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করেন, তবেই তিনি কারামুক্ত হইবেন, নচেৎ আমরণ কারাগারেই থাকিবেন।"

শোভা সিংহ এবার স্পষ্ট বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"সে আশা দুরাশা মাত্র।"

তাহার পর কি ভাবিয়া আবার অপেক্ষাকৃত নম্রভাবে কহিলেন—"দেখ সুরবালা, তোমাদের রাজনন্দিনীর কারামুক্তির আমি আর এক উপায় স্থির করিয়াছি।"

সুরবালা। কি উপায় ?

শোভা। আমি তোমার রাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। সেই প্রস্তাব করিব বলিয়াই আমি তোমায় ডাকিয়াছি।

সুর। এক জন বন্দিনীর প্রতি এত অনুগ্রহ না হয় হুজুর না করিলেন।

শোভা। না—এর আর কোন পরিবর্ত্তন হইবে না—আমি রাজনন্দিনীকে বিবাহ করিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি।

সুর। তবে আমায় স্মরণ করা কেন ?

শোভা। এ বিষয়ে তোমায় সাহায্য করিতে হইবে। আমি এই সাহায্যের জন্যে তোমায় উপযুক্ত পারিতোষিকও দিব।

সুর। সাহায্যটা কিরূপ ?

শোভা। যাহাতে রাজনন্দিনী এ বিবাহে সম্মত হয়—এই সাহায্য।

সুর। আর পুরস্কারটা ?

শোভা। তুমি যাহা চাও—তাহাই দিব।

সুর। আমি যদি সমস্ত ভারতবর্ষটা চাই ?

শোভা। যাহা সাধ্য—তাহাই দিতে পারি।

সুর। সুবা বাঙ্গালাটা ?

শোভা। সমগ্র বঙ্গদেশ এখনও আমার অধিকারভুক্ত হয় নাই।

সুর। যাহা হইয়াছে ?

শোভা। তাহা বরং দিতে পারি।

সুর। ও 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমোর কর্ম্ম নয়—আগে দাও।

শোভা সিংহ বিস্মিত হইয়া কিছুক্ষণ সুরবালার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সুরবালা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"কি দেখিতেছেন? আমায় কি বিশ্বাস হয় না? আচ্ছা, একবারে দাতাকর্ণ হইয়া যথাসর্ব্বস্বদানের আবশ্যক নাই। এই বর্দ্ধমান রাজবাড়ীখানা, আপাতক আমায় দান করুন দেখি। বুঝিব—আপনি কেমন দাতা।"

শোভা সিংহ বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন—"আমি এই রাজবাড়ী তোমায় দান করিলাম সুরবালা। এখন হইতে এই রাজবাড়ী তোমার—তুমিই ইহার একমাত্র অধিকারিণী।"

ধীরে ধীরে সুরবালার সেই বাহিক প্রফুল্ল মূর্ত্তি তখন গম্ভীরভাব ধারণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার বদনমণ্ডল রক্তিমাভ হইল। সুরবালা সেই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে অকস্মাৎ দলিতা ফনিণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"কুর্ত্তাকা বাচ্ছা, তোম্ হিঁয়াসে নেকালো, এ ঘর আবি মেরা হ্যায়।"

অকস্মাৎ বিনামেঘে পথিমধ্যে বজ্রাঘাৎ হইলে, পথিক যেরূপ নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকে, সুরবালার এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্ত্তনে ও উপরোক্ত কথায় শোভা সিংহও সেইরূপ নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! একি স্বপ্ন না সত্য? একজন সামান্যা পরিচারিকার হস্তে তাঁহার এই অপমান! ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় শোভা সিংহও ক্রোধে ফুলিয়া উঠিলেন। সুরবালা পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"নরাধম, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার অভিলাষ? তুই কি মানকুমারীর একটা ক্ষুদ্র নখের

যোগ্য হইতে পারিবি? এ প্রস্তাব করিতে তোর লজ্জা হইল না? তোর জিহ্বা খসিয়া পড়িল না? তোর সাহসকে ধন্য—তোর উচ্চাভিলাষকে বলিহারী—তুই কি—"

এই সময় শোভা সিংহও ক্রোধে বজ্রনাদ করিয়া উঠিলেন—"আর নয়—হিম্মৎ—হিম্মৎ—হিম্মৎ।"

তৎক্ষণাৎ ভীতমনে হিম্মৎ সিংহ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। শোভা সিংহ কহিলেন—"এই পাপীয়সীকে এখনই আমার সম্মুখে হত্যা কর—না—না—ইহাকে ডালকুত্তার মুখে ফেলিয়া দাও—সাধারণ হত্যায় এ ক্রোধের উপশম হইবে না।"

হিম্মৎ সিংহের প্রাণ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। নিরপরাধা স্ত্রীলোককে তিনি কিরূপে হত্যা করিবেন? এক দিকে স্ত্রীহত্যা, আর অন্য দিকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞাপালনে অবহেলা। জ্যেষ্ঠ সহোদরের আজ্ঞা অবহেলা করিতে ত তিনি প্রাণ থাকিতে পারিবেন না। তিনি তখন এই সমস্যা হইতে উদ্ধার হইবার জন্য মনে মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন—ভগবানেরই শরণাপন্ন হইলেন। এমন সময় শোভা সিংহ পুনরায় কহিলেন—"আচ্ছা, আর মুহূর্ত্তমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া এখন ইহাকে আমার সম্মুখ হইতে লইয়া যাও—লইয়া গিয়া বন্দী কর—এখনই বন্দী কর—ঐ পাপিয়সীর মুখ আমি আর দেখিতে পারি না। বন্দী কর—এখনই বন্দী কর।"

তখন সুরবালাকে লইয়া হিম্মৎ সিংহ সে স্থান হইতে দ্রুতগতিতে প্রস্থান করিলেন। আর তৎক্ষণাৎ উন্মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা সিংহ তখন রাজ-অন্তঃপুরের দিকে ধাবিত হইলেন।

—০—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অন্দরের দ্বারের সম্মুখে গিয়া শোভা সিংহ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন—লাঠি হস্তে সেই রঘুরাম! যে রঘুরাম বর্দ্ধমান অধিকারের দিন তাঁহাকে এই অন্দরে প্রবেশ করিতে বাধা দিয়াছিল, আজও সেই রঘুরাম—সেইভাবেই সেই অন্দরের দ্বারে দণ্ডায়মান! এ কি রঘুরাম—না রঘুরামের প্রেত-আত্মা। কারণ রঘুরামের কারাগৃহ হইতে পলায়নের পরিবর্ত্তে শোভা সিংহ শুনিয়াছিলেন, যে রঘু-রাম আত্মহত্যা করিয়াছে। তবে আবার এ রঘুরাম কোথা হইতে আসিল? এ ক্ষেত্রে রঘুরাম কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় লাঠি ঘুরাইতেছিল না। কি ভাবিয়া কেবল লাঠির উপর ভর দিয়া দরজা আটক করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শোভা সিংহকে দেখিয়া যেন একটা সুপ্ত ব্যাঘ্র জাগরিত হইল। রঘুরাম লাঠিহস্তে সরলভাবে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। শোভা সিংহও কোষমধ্য হইতে অসি নিষ্কাসিত করিলেন। অসি আঘাতে উদ্যত—এমন সময় মহা আস্ফালনে রঘুরাম লাঠিহস্তে শোভা সিংহকে আক্রমণ করিল। তৎক্ষণাৎ লাঠি ও অসিতে একটা তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই

শোভা সিংহের দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ অসি হস্তস্খলিত হইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে অসি দূরে গিয়া পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! এবার শোভা সিংহের জীবন সঙ্কট যে! মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কথা শোভা সিংহের মনে উদয় হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি পরিচ্ছদাভ্যন্তরলুকায়িত গুলিভরা পিস্তল বাহির করিলেন। চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে শোভা সিংহের হস্তস্থিত পিস্তলের গুলি গিয়া সশব্দে রঘুরামকে আঘাৎ করিল। সে গুলি তাহার বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে প্রবেশ করিবামাত্র রঘুরাম তৎক্ষণাৎ দক্ষিণহস্তে সেই বামপার্শ্ব টিপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধ-শ্বাসে অন্দরের দিকে দৌড়াইল। দৌড়িবার সময় সে আহত স্থানের রক্তস্রোত কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে রক্তাক্ত কলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মানকুমারীর গৃহে আছাড় খাইয়া পড়িয়া রঘুরাম কহিল—"দিদিমণি, আর তোমায় রক্ষা করিতে পারিলাম না। তুমি নিজের রক্ষার জন্যে নিজেই প্রস্তুত হও। সাবধান—সাবধান! আর বিলম্ব নাই—ঐ এলো—ঐ এলো—"

বলিতে বলিতে রঘুরামের প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। এমন সময় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া শোভা সিংহও সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। একবার রক্তাক্ত কলেবর রঘুরামের মৃতদেহের প্রতি মানকুমারী বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে চাহিল, তাহার পর সে দৃষ্টি শোভা সিংহের উপর স্থাপিত হইল। সেই এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই সেই উন্মত্ত মাতঙ্গ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শোভা সিংহ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"মানকুমারীর চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে নাকি! কিন্তু মানকুমারী কি সুন্দরী! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই?"

প্রকাশ্যে কহিলেন—"মানকুমারি, তোমার প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে?"

মানকুমারী একবার ঘৃণার দৃষ্টিতে শোভা সিংহের প্রতি চাহিয়া কহিল—"আছে।"

এই সময় তাহার পিতৃহন্তার প্রতিশোধের কথাও হঠাৎ তাহার মনে উদয় হইল। পিতা যুদ্ধযাত্রাকালে যে অস্ত্র মানকুমীকে দিয়াছিলেন, সে কথাও এই সময় স্মরণ হইল! শোভা সিংহ কহিলেন—"আর আমায় কষ্ট দিও না। এইবার আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

রাজনন্দিনী উত্তর করিল—"আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

শোভা। তোমার মনোবাঞ্ছা কি?

মান। আমার মনোবাঞ্ছা—প্রতিশোধ।

শোভা। কিসের প্রতিশোধ?

মান। পিতৃহন্তার প্রতিশোধ!

শোভা সিংহ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া কহিলেন—"বুঝিলাম—তুমি সহজে আমার বশীভূত হইবে না। তুমি জান—এখানে তোমার রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই?"

রাজনন্দিনী এবার উত্তেজিতভাবে উত্তর করিল—"আমি জানি—অসহায়া বালিকার রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান।"

কথাটা শোভা সিংহের প্রাণে গিয়া একটা আঘাত করিল। শোভা সিংহ পুনরায় রাজনন্দিনীর মুখের দিকে চাহিলেন। কি সুন্দর মুখ! সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে শোভা সিংহের হৃদয়ের মধ্যে যাহা কিছু ধর্ম্মভাব অবশিষ্ট ছিল, সমস্তই ভাসিয়া চলিয়া গেল।

তখন কামোন্মত্ত শোভা সিংহ বহ্নিপতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় রাজ-নন্দিনীকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। মানকুমারী তখন ক্রোধে অধীরা হইয়াছিল, কিন্তু এ অবস্থাতেও আত্মরক্ষার পূর্ব্বে প্রতিশোধরূপ পিতৃ-আজ্ঞা মানকুমারী বিস্মৃত হয় নাই —সুতরাং ভগবানকে স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সেই পিতৃদত্ত বিষাক্ত কিরীচ বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া মানকুমারী সজোরে শোভা সিংহের বক্ষে এক আঘাত করিল।

"রাক্ষসী, আমায় প্রাণে মারিলি! প্রাণ যায়, জ্বলে মলুম—" বলিতে বলিতে শোভা সিংহের প্রাণহীন দেহ সশব্দে হর্ম্মতলে পতিত হইল।

আবার এ কি! রাজনন্দিনীর দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হস্ত আবার ঊর্দ্ধে উত্তোলিত হয় কেন? ভগবান রক্ষা করুন, কিন্তু না—রাজ-নন্দিনীর জীবনও রক্ষা হইল না! দেখিতে দেখিতে সেই ঊর্দ্ধো-ত্তোলিত কিরীচ রাজনন্দিনী এবারে স্বহস্তে আপন বক্ষে প্রবেশ করাইয়া দিল। রাজনন্দিনীর দেহও ভূমিসাৎ হইল। দেখিতে দেখিতে যেন অকস্মাৎ এক প্রস্ফুটিতা কমলিনী মত্তমাতঙ্গের পদদলিত হইল। সব ফুরাইয়া গেল!

এমন সময় জগৎরাম—সুবোধরাম, শঙ্কররাম, সুরবালা ও অন্যান্য বিজয়ী সৈন্যের সহিত সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই যে দৃশ্য দেখিলেন—তাহাতে তাহাদের প্রাণ উড়িয়া গেল। যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি আজ পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার মনে যে একটা আনন্দের উচ্ছ্বাস ছিল; সে উচ্ছ্বাস ও তৎক্ষণাৎ বিষাদে পরিণত হইল। কাহার মুখে কোন কথা নাই—এই আকস্মিক ঘটনায় সকলেই পরস্পরের

মুখ সবিস্ময়ে অবলোকন করিতে লাগিল। জগৎরাম দেখিলেন—সম্মুখে স্নেহময়ী ভগিনীর মৃতদেহ—তাহার পার্শ্বে প্রভুভক্ত রঘুরামের মৃত দেহ—এবং অল্পদূরেই শোভা সিংহের মৃতদেহ। শোভা সিংহের মৃতদেহ দেখিয়া তিনি ঘটনার সমস্ত বিষয়ই বুঝিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণে আনন্দবিষাদ মিশ্রিত একটা উল্লাস দেখা দিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন—"মানকুমারী—ভগিনী—তোমার জন্ম সার্থক হইয়াছে—তুমি পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছ—তোমার জন্যে আর আমি শোক করিব না।"

তাহার পর রঘুরামের মৃত দেহের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া জগৎরাম কহিলেন—"রঘুরাম, সম্পদে বিপদে, উৎসবে আপদে—আমার চিরসহচর রঘুরাম"—বলিতে বলিতে একটা প্রবল শোকোচ্ছ্বাসে জগৎরামের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। বাষ্পগদ্গদ্কণ্ঠে অনেক কষ্টে জগৎরাম কহিলেন—"প্রভুর কার্য্যে তুমি নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছ—যদি প্রভুভক্তির পুরস্কার থাকে, চণ্ডাল বংশে তোমার জন্ম হইলেও স্বর্গে তোমার স্থান হইবে, আর মর্ত্তেও তোমার এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে—তুমি পরজন্মে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবে।"

তাহার পর সুবোধরামকে কহিলেন—"ভাই সুবোধরাম, বৃথা তোমায় কষ্ট দিলাম। এখন আর আমি এ রাজ্য লইয়া কি করিব? আমার পিতা, আমার মাতা, আমার ভগিনী আমার রঘুরাম যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাই। আর আমি রাজ্যসুখের প্রয়াসী নই।"

সুবোধরাম জগৎরামকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—"ভাই

জগৎরাম, কেন বৃথা শোকে অধীর হইতেছ? এই সংসারে সকলেই মরণের অধীন। জন্ম হইলেই মৃত্যু আছেই। আর আমরা হিন্দু—অদৃষ্ট মানিয়া চলি—সুতরাং নিয়তির হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই।”

এই সময় শঙ্কররাম কহিলেন—“আমিই তোমাদের এই সকল অনর্থে মূল—আমি অপাত্রে গুরুভার ন্যস্ত করিয়া এই সকল দুর্ঘটনার কারণ হইয়াছি। পরিতাপে আমার প্রাণ এখন দগ্ধ হইতেছে—আত্মগ্লানিতে আমার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও অপাত্রে গুরু ভার ন্যস্ত করার যে কি বিষময় ফল, আমার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা স্পর্শ করিয়াছে।”

কেবল সুরবালার মুখে কোন কথা ছিল না। বজ্রাহত ব্যক্তির ন্যায় নিস্পন্দ ও স্থিরভাবে সুরবালা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। হিম্মৎ সিংহ কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই জগৎরাম সুরবালার উদ্ধার করেন। প্রথমে আসিয়া হঠাৎ এই হৃদয় বিদারক দৃশ্যে সুরবালা এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এইবার কর্ত্তিতমূল বৃক্ষের ন্যায় সুরবালার স্তম্ভিত দেহের পতন হইল! তাড়াতাড়ি আগ্রহের সহিত সকলে দৌড়িয়া গিয়া দেখিল—সুরবালার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে!

সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

১।	ক'নে বউ	(উৎকৃষ্ট বাঁধাই পঞ্চম রাজ-সংস্করণ)	১॥৵
	ঐ	(সাধারণ সংস্করণ)	১।০
২।	খুড়ী-মা	(ক'নে বউয়ের উপসংহার রাজসংস্করণ)	১॥৹
	ঐ	(সাধারণ সংস্করণ)	১।০
৩।	প্রতিশোধ	(সুন্দর বাঁধাই)	১॥০
৪।	পাহাড়ী বাবা	(নূতন প্রকাশিত)	১।০
৫।	বড় ভাই	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১।০
৬।	সংসার চিত্র	(তৃতীয় সংস্করণ)	১।০
৭।	সমাজ চিত্র	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১।০
৮।	অলৌকিক চিত্র	(নূতন প্রকাশিত)	১।০
৯।	প্রণয় পরিণাম	(চতুর্থ রাজ-সংস্করণ)	১।০
১০।	প্রেম প্রতিমা বা প্রিয়ংবদা	(তৃতীয় সংস্করণ)	১৲
১১।	বিমাতা	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
১২।	ঠাকুর ঝি	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
১৩।	কলঙ্কিনী	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
১৪।	প্রসন্নকুমারের উইল	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
১৫।	জঙ্গলীমেয়ে	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
১৬।	স্ত্রী ও স্বামী	(পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ)	॥০
।	চা-কুলীর আত্মকাহিনী।		৸০
।	আমাদের ঝি	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	॥০
	রমাবাই	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
	বউদিদি	(দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
	ভণ্ডদলপতি দণ্ড	(চতুর্থ সংস্করণ)	৵০
।	চিত্র	(তিন চিত্র একত্রে সুন্দর বাঁধান)	৩৲

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়—প্রকাশক।

[illegible] মেডিকেল লাইব্রেরী, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।